

Transparency

*Human
Rights*

Accountability

*Effectiveness
and
Efficiency*

*Good
Governance*

Rule of law

Inclusiveness

Responsive

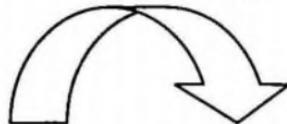
Participatory

নেতৃত্ব, মূল্যবোধ ও সুশাসন



Definition of Values Education and Good Governance

(মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের সংজ্ঞা)



মূল্যবোধ শিক্ষার সংজ্ঞা

১। মূল্যবোধ :

যে সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা যত বেশি উন্নত, সে সমাজ ও রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল। যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। সহজভাবে বলা যায়, ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিক-অনাকাঙ্ক্ষিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তার নামই মূল্যবোধ। সমাজ জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধের মধ্যে একটি আবেগীয় বেশিষ্ট বিদ্যমান। কেননা এটি কোন কাজ বা বিষয়কে মূল্যায়ন করে এবং কোনটি ঠিক বা বেঠিক সে সম্পর্কে রায় প্রদান করে। অতএব কোন ব্যক্তি সমাজের মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যখন কোন কিছুকে ভাল অথবা মন্দ জ্ঞান করে তখন সে দৃঢ় চিন্তেই করে এবং সে মনে করে এটি সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর তাই এ ব্যাপারে সে অনেকটা অনমনীয়ভাবে দৃঢ়চিন্তে আবেগীয় মানসিকতায় কোন কিছুকে মূল্যায়ন করে।

২। মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য :

- ✓ মূল্যবোধ ব্যক্তি ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করে।
- ✓ সামাজিক উন্নয়ন নির্ধারিত হয়— মূল্যবোধের অগ্রগতির সূচকে।
- ✓ *Hall and Tonna* তাঁদের মূল্যবোধ উন্নয়ন সূচকে উল্লেখ করেছে— ১২৫টি মূল্যবোধ।
- ✓ মানুষের কর্মকাণ্ডে ভাল-মন্দ বিচার করার ভিত্তিই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের আচার ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, চাল-চলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার মাপকাঠি স্বরূপ।
- ✓ মূল্যবোধ সমাজের মানুষকে ঐক্যসূচ্যে আবক্ষ করে। একই বীভিন্নতা, আচার-অনুষ্ঠান ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের সকলে পরম্পরাগত ও সংঘবন্ধ হয়ে জীবন যাপন করে।
- ✓ মূল্যবোধ আইন নয়। এর বিরোধিতা বেআইনী নয়। এটা মূলত এক প্রকার সামাজিক নৈতিকতা। মূল্যবোধের প্রতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের শ্রদ্ধাবোধ আছে বলে মানুষ এটা মেনে চলে।
- ✓ মূল্যবোধ বৈচিত্র্যময় ও আপেক্ষিক। আজ যা মূল্যবোধ বলে পরিগণিত, কাল তা সেভাবে বিবেচ্য নাও হতে পারে।
- ✓ মূল্যবোধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এর পরিবর্তনশীলতা, সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের মূল্যবোধগুলোরও পরিবর্তন সাধিত হয়। অতীতের অনেক মূল্যবোধ বর্তমানে আমাদের কাছে অর্থহীন। যেমন- বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা। আবার বর্তমানের অনেক মূল্যবোধ ভবিষ্যতে নাও থাকতে পারে।

- ✓ আকরিক অর্থে মূল্যবোধ বলতে ব্যক্তির জ্ঞানগর্ত আচরণকে বুঝায় যে আচরণের মানবীয় এবং সামাজিক মূল্য বিদ্যমান।
- ✓ সহজ কথায় বলা যায়, ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিক-অনাকঙ্কিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তার নামই মূল্যবোধ।
- ✓ এ. ড্রিউট. পামফ্রে বলেন, “মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যাস প্রকাশ।”
- ✓ ফ্রাঙ্কেল বলেন, “মূল্যবোধ হল আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যের বোধ।”
- ✓ মূল্যবোধের ধারণা— আপেক্ষিক।
- ✓ মূল্যবোধের নির্দিষ্ট কোন বঙ্গত বা ধারণাগত মাঝ্যম নেই, বিভিন্ন ধারণা বা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে মূল্যবোধে জাগ্রত হয়।
- ✓ মূল্যবোধের ধারণার সম্পৃক্ততা— মানব আচরণের সঙ্গে।
- ✓ মূল্যবোধ পরিমাপের নির্দিষ্ট কোন মানদণ্ড নেই, তবে মূল্যবোধ উৎকৃষ্ট সমাজ পরিমাপের অন্যতম মানদণ্ডক্ষণ।
- ✓ মূল্যবোধ— সমাজের বৃহৎ অংশ দ্বারা অনুমোদিত।
- ✓ মূল্যবোধকে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড বলেছেন— *M. R. Willam.*
- ✓ মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে— মূল্যবোধ।
- ✓ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না ধীরে ধীরে গড়ে উঠে।
- ✓ মূল্যবোধ ভাঙলে/অমান্য করলে— শার্তি হয় না।
- ✓ মূল্যবোধের সাথে জড়িত শব্দ— নৈতিকতা।
- ✓ মূল্যবোধ একটি ইতিবাচক শব্দ, যার অনুপস্থিতিকে বলা হয়— মূল্যবোধের অবক্ষয় বা সংকট।
- ✓ সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান— মূল্যবোধ।
- ✓ মূল্যবোধসমূহ সংরক্ষিত হয়— নাগরিকের অংশহৃণের দ্বারা।
- ✓ মূল্যবোধ জলাধার প্রকৃতি— সামাজিক নৈতিকতা।
- ✓ মূল্যবোধের অবক্ষয়— মূল্যবোধের অভিজ্ঞতা।
- ✓ মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করার অন্যতম প্রধান উপায় হল— শিক্ষা।

৪. শিক্ষা :

শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেয়া হয় এবং সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো অর্জনে সহায়তা করা হয়। সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। তবে শিক্ষা হল সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যহত অনুশীলন। বাংলা শিক্ষা শব্দটি এসেছে ‘শাস’ ধাতু থেকে যার অর্থ শাসন করা বা উপদেশ দান করে। শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ *education* এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘*educare*’ বা ‘*educatum*’ যার অর্থ ভেতরের সম্ভাবনাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসা বা প্রক্রিয়াত করা। সক্রিটিসের ভাষায়— “শিক্ষা হল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ”। গবেষনাথের ভাষায়— “শিক্ষা হল তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না। এখনও সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।” শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী

প্রক্রিয়া। মানুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই শিক্ষা লাভের ধরনও ডিন হয়।

- ✓ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা শব্দটি— মানুষের কর্মোপযোগী জ্ঞান ও কলাকৌশল অর্জনের প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।
- ✓ ব্যাপক অর্থে— মানুষকে শুধু জীবনমূখী কর্মদক্ষতা বা কর্মকৌশল দানই নয় বরং মানব জীবনের সবদিকের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ বা আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষা।
- ✓ বাংলাদেশে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩৪ মিলিয়ন ছাত্রছাত্রী এবং ৯ লাখ শিক্ষক রয়েছে।
- ✓ Education শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে— ল্যাটিন শব্দ Educare বা Educere অথবা Educatiun থেকে।
- ✓ Educare শব্দের অর্থ হল— প্রতিপাদন বা বিচার করা, Educere শব্দের অর্থ হল— নিষ্কাশন করা এবং Educatiun শব্দের অর্থ হল— শিক্ষাদানের কাজ করা।
- ✓ শিক্ষা শব্দের আরেকটি প্রতিশব্দ হল— ‘বিদ্যা’। এর অর্থ জ্ঞান আহরণ কৌশল আয়ুস্করণ বা কৌশলগত দক্ষতার প্রণয়ন।
- ✓ ‘শিশুর নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী দেহ মনের পরিপন্থ ও বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা’— প্রেটো।
- ✓ আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা হল— সার্বজনীন আচরণে, অক্ষিক্রত, বাহ্যিত এবং ছায়া পরিবর্তন।
- ✓ শিক্ষাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: মানুষানিক শিক্ষা, অমানুষানিক শিক্ষা এবং উপ-আনুষানিক শিক্ষা।
- ✓ কুল, কঙ্গেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠানিকভাবে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তা—ই— আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।
- ✓ জন্ম থেকে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অর্জনের পূর্ণ পর্যন্ত মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা অর্জন করে।
- ✓ কর্মজ শিক্ষার প্রয়োগে প্রারম্ভিক শিক্ষা শিক্ষা গ্রহণ করে।

তা হল— উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।

- ✓ মানুষ তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি ক্ষণে শিক্ষা অর্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।
- ✓ ‘সু-অভ্যাস গঠনের নামই শিক্ষা’— কৃশ্মা।
- ✓ ‘পরিপূর্ণ জীবন বিকাশই হল শিক্ষা’— হার্বাট স্পেনসার।
- ✓ শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে— মানুষকে আদর্শ জীবনের অধিকারী করে গড়ে তোলা।
- ✓ “শিক্ষা হচ্ছে দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ ও সুষম বিকাশ”— মহাত্মা গান্ধী।
- ✓ শিশুর প্রথম শিক্ষালয় হল— পরিবার।
- ✓ “মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের প্রতিষ্ঠাই শিক্ষার লক্ষ্য”— সক্রেটিস।
- ✓ “শরীর ও আত্মার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য”— প্রেটো।
- ✓ “শিশুর সুগ ব্যক্তিত্বে জাগ্রত ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করাই শিক্ষার লক্ষ্য”— মটেসরি।
- ✓ শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ হল— জ্ঞানার্জন, বৃক্ষিমূলক দক্ষতা অর্জন, সুনাগরিক গড়ে তোলা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ সাধন, চরিত্র গঠন, বিশ্বজ্ঞাত্ত্ববোধ জাগরণ ইত্যাদি।
- ✓ “শিক্ষা হল সে প্রক্রিয়া যার শেষ কথা হল মানুষের মৃত্যি”— উপনিষদের বাণী।

॥५॥ युद्धाबोध शिक्षा :

যে শিক্ষার মাধ্যমে ঐতিহ্যগতভাবে স্থীরূপ, মহাত্মুণ্ড, মানবীয়, আদর্শিক ও কাজিক্ত আচরণ অনুশীলনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাই হল মূল্যবোধ শিক্ষা। ব্যক্তির মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধ, দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতা ইত্যাদি মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে জাগ্রত হয়। মূল্যবোধ শিক্ষা আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা নয় বরং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতেই মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে বিভিন্ন সংগঠন এবং সংস্থা মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান করতে পারে। মূল্যবোধ শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে। মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে যে সব মৌলিক গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হয় সেগুলো হল আত্মস্বাদাবোধ, সত্যবাদিতা, অহিংসা, কঠোর শ্রম, সাম্য, ন্যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণভাস্ত্রিকবোধ, সৌহার্দ্য, মহাবীর্য, সাহস, দেশপ্রেম, সহযোগিতা, দায়িত্বশীলতা, সহনশীলতা, শক্তাবোধ, উৎপাদনশীলতা কামা জনসংখ্যার ধারণা ইত্যাদি।

শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধ বা জীবনাদর্শের সমবয়ে
শিক্ষা।

আধুনিক শিক্ষা চিন্তাবিদগণ মনে করেন— শিক্ষার চরিত্র প্রদর্শ সক্ষ হচ্ছে আনুষকে আদর্শ জীবনের অধিকারী তথ্য মূল্যবোধ সম্পত্তি করে গড়ে তোলা।

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ— ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ସୁନ୍ଦରୀର ଅନ୍ତର୍ଭାବ ପାଇଥାଏ ।

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ— ପାରମ୍ପରିକ ସୌହାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତଥା ଅଭିଭାବିତର ବୋଧ ଜାଗରିତ କରେ ।

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମେ ମାନୁଷେର — ପ୍ରେତିକବୋଧେର ଉତ୍ସମନ ପଦିତ

বাকির মধ্যে মানবীয় মতভোধ, (দায়িত্ব) কর্তব্য সম্বন্ধে ইত্যাপি মূলভোধ শিক্ষার
মাধ্যমে জাগৃত হয়।

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଆଲ୍ମାଦ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନମ୍ବ ବରେ ୯ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଠ୍ୟସୂଚିତେଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ଉପାଦାନକେ ଅନୁଭୂତ କରା ହେଁ ।

**ମାନୁଷରେ ବ୍ୟକ୍ତି
ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ** **ଦେଶବିନୋଦରେ ଯେତେବେଳେ** **ଶିଖାରୀତିରେ ଯେତେବେଳେ**

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାରଣାଟ ପ୍ରଧାନତ— ଅନାନୁଷ୍ଠାନକ ଶିକ୍ଷାର ସାଥେ ସହୃଦ୍ୟ ।

ମାନୁଷ ସ୍ବଭାବତିହି ଆବେଗପ୍ରବଳ, ତାହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ଉପାୟ ହିସେବେ ବ୍ୟାକ୍ତିର ଆବେଗକ ପ୍ରବଣତାକେ ସଥାର୍ଥଭାବେ କାଜେ ଲାଗାତେ ହ୍ୟ ।

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ— ସତ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର, ଶିବ, ଭାବ ଇତ୍ୟାଦିର ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧି ଜାଗିଯେ ତୋଳେ ।

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ନିର୍ଧାରକ ସମ୍ମୂହ ହଲ— ସାମାଜିକ ଗୀତିନୀତି, ଆଇନ, ଐତିହ୍ୟ, ଇତିହାସ, ପ୍ରଥା, ବିଦ୍ୟା ଓ ବିଦ୍ୟାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ପାଇଁ ।

ମୁଖ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଚ୍ଛେ— ସ୍ୱାକ୍ଷିଳେ ସ୍ୱାକ୍ଷିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ନାୟିତୃଶୀଳ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାଯ୍ୟ କରେ ତୋଳା ।

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମେ ସାଜିର ମଧ୍ୟେ ଯେବାର ମୌଳିକ ଉତ୍ସାହର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୁଏ ମେଘଲୀ
ଥିଲା— ଆତମର୍ଯ୍ୟାନବୋଧ, ସତ୍ୟବାଦିତା, ଅହିଂସା, କଠୋର ଶ୍ରୟ, ସାମ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା,
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକବୋଧ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ମମତ୍ବବୋଧ, ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ, ସହ୍ୟୋଗିତା, ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳତା,
ଗାନ୍ଧାଶୀଳତା, ଶ୍ରଦ୍ଧାବୋଧ, ଉତ୍ସାହନଶୀଳତା ଓ କାମ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ଇତ୍ୟାଦି ।

ପାଇଁ, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱବସ୍ଥାକେ ନାନାମୁଖୀ ସଂକଟ ଓ ଅବଶ୍ୟର ହାତ ଥିଲେ ରକ୍ଷା କରାର ଦିକ୍ଷାଶୋଇ— ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାତ୍ମ ଧାରଣାର ଉଡ଼ିବ ।

৪. মূল্যবোধের উপাদান :

- নীতি ও ঔচিত্যবোধ, সহনশীলতা, পারম্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, সত্ত্ব সহনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা, শ্রমের মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, রাষ্ট্রীয় আনুগত্য, আইনের শাসন ইত্যাদি হচ্ছে মূল্যবোধের উপাদান।
- ✓ মূল্যবোধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল— নীতি ও ঔচিত্যবোধ।
 - ✓ নেতৃত্বকৃত বা ঔচিত্যবোধের মূল ভিত্তিভূমি হল— বিবেক, আর বিকাশ ভূমি হল— সমাজ।
 - ✓ সমাজে কারো ক্ষতি না করা, কারো মনে কষ্ট না দেয়া, কটুকৃতি না করা এবং সমাজে প্রচলিত আদর্শিক রীতিনীতিসমূহের যথার্থ অনুশীলনই হচ্ছে— নীতি ও ঔচিত্যবোধ।
 - ✓ উন্নেজনা উপর্যুক্ত করে সুবৃথী ও সুন্দর সময় গঠনে সাহায্য করে— সহনশীলতা।
 - ✓ শ্রমের মর্যাদা হল— মানবিক ও সামাজিক গুণ।
 - ✓ নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হলো— রাষ্ট্রের অতি আনুগত্য প্রকাশ করা।
 - ✓ পরমত সহিষ্ণুতা ছাড়া কখনো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়— গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
 - ✓ সামাজিক ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে— সমাজে মূল্যবোধ অনুশীলন ভিত্তিতে হয়ে পড়ে।
 - ✓ সামাজিক সংহতিকে সুসংগত করে— পারম্পরিক শ্রদ্ধাবোধ।
 - ✓ যার যা প্রাপ্ত তাকে তা প্রদান করাই হলো— ন্যায় বিচার।
 - ✓ মানুষের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতাকে বাংলাদেশ সংবিধানে স্থিরভাবে দেওয়া হয়েছে— ৩৯ নং অনুচ্ছেদে।
 - ✓ বাংলাদেশ সংবিধানে জবরদস্তি শৰ্ম নিষিদ্ধকরণ করা হয়েছে— ৩৪ নং অনুচ্ছেদে।
 - ✓ সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে ব্রহ্মত্ব— মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ।
 - ✓ অন্যকে সহযোগিতা করার মনোভাবকে বলে— সহমর্মিতা।
 - ✓ বৃক্ষশাল ও নদী মন্দির পৌরীতে সাহায্য করে— নীতি ও ঔচিত্যবোধ।
 - ✓ একই ও প্রকার প্রক্রিয়াকরণে— আনন্দসংযোগ।

৫. মূল্যবোধের উৎস ও বিকাশ :

- মূল্যবোধ গড়ে উঠার পিছনে উৎস ভূমি হিসেবে যেসব বিষয় সহায়ক ভূমিকা পালন করে সেগুলো হল: পরিবার, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইন, নীতিবোধের চান্দেলি, সামাজিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি, সামাজিক ন্যায় বিচার ইত্যাদি।
- ✓ শিশুর মূল্যবোধ শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হল— পরিবার।
 - ✓ মানুষের নেতৃত্ব ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিকাশে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার করে— ধর্ম ধারণা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি।
 - ✓ বাংলাদেশ সংবিধানের— ১২ নং অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।
 - ✓ সামাজিক মূল্যবোধের প্রধানতম উৎসসমূহ হল— প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, ধর্ম ধারণা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি।
 - ✓ মূল্যবোধের প্রধানতম প্রাতিষ্ঠানিক উৎস— শিক্ষালয়।
 - ✓ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকৰ্ত্তব্য এবং রাষ্ট্রের ভিত্তি হল— সামাজিক ন্যায়বিচার।

পার্মাণিক ন্যায় বিচারের মূলকথা হল— আইনের চোখে সকলের সাম্যতা।

মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবনে মূল্যবোধ গঠনের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে— সংবিধান।

পক্ষ-সমিতি, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে— মূল্যবোধ জগত হল।

মানুষের সামগ্রিক জীবন যাপন প্রণালীকে এক কথায় বলা হয়— সংস্কৃতি।

মানুষেন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কিছু লিখিত বা অলিখিত নিয়ম-কানুন থাকে, যেগুলো ব্যক্তির মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(কাণ্টি সমাজের জন্য ভাল এবং কোনটি মন্দ মানুষকে তার নির্দেশনা দান করে— আইন।

মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়— সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ ছাড়া।

বার্গারকের অধিকারকে সংরক্ষণ করে— আইনের শাসন।

৩৪ মূল্যবোধের প্রকারভেদ :

গৃহওর সমাজ পরিবেশে মানুষের আচরণ ক্ষেত্রের বৈচিত্র্যতার প্রেক্ষাপটে মূল্যবোধের ধারণাকে গোড়ান্ত ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন: সামাজিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শারীরিক ও বিনোদনমূলক মূল্যবোধ, বৌদ্ধিক মূল্যবোধ, সৌন্দর্য সংজ্ঞাগের মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ প্রভৃতি।

গৃহ সামাজিক জীবন যাপনের জন্য সমাজ জীবনে সম্পাদিত আচরণের আদর্শগত দিক হল— সামাজিক মূল্যবোধ।

অর্থনৈতিক দিক থেকে মানব আচরণের যে অংশ প্রভাবিত হয় তার আদর্শগত দিককে বলা হয়— অর্থনৈতিক মূল্যবোধ।

গান্ধির জীবনে উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচারের যে মূল্যবোধ তা হল— নৈতিক মূল্যবোধ।

সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, অপরের ধর্মভক্তকে শ্রদ্ধা করা, অন্যের ধর্ম পালনে বাধা প্রদান না করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ না ভাবা এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান না করাই হল— ধর্মীয় মূল্যবোধ।

সংস্কৃতি যেসব আচরণকে উৎসাহ প্রদান করে এবং যেসব আচরণের জন্য সমাজে ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা বৃক্ষি, সেগুলোই হল— সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ।

গান্ধি জীবনে বৌদ্ধিক বিকাশের প্রকৃত তাৎপর্য হলো সত্ত্বানুসঙ্গানের স্পৃহা জগত করা। আর সত্ত্বানুসঙ্গানের স্পৃহার সাথে সম্পৃক্ত বুদ্ধিপ্রসূত মানবীয় আচরণের আদর্শিক দিকই হল— বৌদ্ধিক মূল্যবোধ।

গণতান্ত্রিক আদর্শ ও রীতিনীতি অনুশীলনের আদর্শিক দিকই হল— গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

গান্ধি জীবনের জৈবিক ও মানসিক চাহিদা পরিত্বিতের সাথে সম্পৃক্ত আচরণের আদর্শিক দিকই হল— শারীরিক ও বিনোদনমূলক মূল্যবোধ।

গৃহঝগতের সৌন্দর্য উপলক্ষ করতে পারাও ব্যক্তি জীবনের একটি আদর্শগত দিক, আর এর পাশে সম্পৃক্ত যে মানসিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয় তাই হল— সৌন্দর্য সংজ্ঞাগের মূল্যবোধ।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে— গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

মানব মনের সুকোমল বৃত্তি প্রকাশের মূল্যবোধ— নান্দনিক মূল্যবোধ।

গণতান্ত্র থেকে উৎসারিত মূল্যবোধ— গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

- ✓ সামাজিক মূল্যবোধ জগত হয়— পৌরনীতি ও ইতিহাসের শিক্ষা দ্বারা।
- ✓ জাতীয় উন্নয়নের মূলধন— সামাজিক মূল্যবোধ।
- ✓ আধুনিক সভ্যতা খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে— ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে।
- ✓ প্রতিটি শিশুই জন্মায়— ব্যক্তিগত মূল্যবোধ নিয়ে।
- ✓ ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে— স্বাধীনতাকে।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য— গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- ✓ প্রতিটি মানুষই কর্মজীবী এবং তাকে শিক্ষা লাভ করতে হয় এটি— প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ।
- ✓ সংস্করণ করার প্রবণতা যে ধরনের মূল্যবোধ— ব্যক্তিগত মূল্যবোধ।
- ✓ বাইরের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে যে মূল্যবোধ— বাহ্যিক মূল্যবোধ।
- ✓ শারীরিক মূল্যবোধকে সৌন্দর্যবোধ হিসেবে আখ্যায়িত করেন— এডওয়ার্ড স্প্রঙ্গারস।
- ✓ নীতি ও উচ্চিত্যবোধ থেকে বিবেচনা করা হয় যে মূল্যবোধ— নৈতিক মূল্যবোধ।
- ✓ মানুষের আচরণ বিচারের মানদণ্ড— সামাজিক মূল্যবোধ।
- ✓ আতিথেয়তা যে ধরনের মূল্যবোধ— সামাজিক মূল্যবোধ।
- ✓ ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রহচর্চা প্রভৃতি থেকে যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়— ধর্মীয় মূল্যবোধ।
- ✓ মানুষ তার লালনকৃত ও ধারণকৃত সংস্কৃতি থেকে যে মূল্যবোধ এহণ করে— সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ।
- ✓ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বেশি পরিমাণে উত্তৃত হয়— সামাজিক প্রথা থেকে।
- ✓ সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি— শিঠাচার, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা।
- ✓ শৃঙ্খলা আনয়ন, ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তি ও সমাজের সহক নির্ণয় করে— সামাজিক মূল্যবোধ।
- ✓ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিকাশে অবদান রাখে— সামাজিক মূল্যবোধ।
- ✓ বাহ্যিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন— গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল।
- ✓ বাহ্যিক মূল্যবোধের অন্তর্গত— পরিকার পরিচ্ছন্নতা, সরলতা ও পোশাক পরিচ্ছন্ন।
- ✓ নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্গত— সত্যকে সত্য, অন্যায়কে অন্যায় বলা ও সত্য মিথ্যার ভেদাভেদে।
- ✓ সামাজিক মূল্যবোধ— শ্রমের মর্যাদা, দানশীলতা ও ন্যায়বিচার।
- ✓ রাজনৈতিক মূল্যবোধ— আনুগত্য, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলাবোধ।
- ✓ জাতীয় মূল্যবোধ, জাতীয় শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক হিতশীলতা গড়ে উঠে ব্যক্তির— রাজনৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে।
- ✓ নাগরিকের মর্যাদা বৃক্ষি করে— গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- ✓ দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়— গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা।
- ✓ গণতন্ত্রকে সফলতা দান করে, নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় ও নাগরিকদের সহানুভূতিশীল হতে শেখায়— গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

॥ মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্য :

- ✓ অনেক আধুনিক শিক্ষা চিন্তাবিদদের মতে, মূল্যবোধ শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির মধ্যে নৈতিকতার নিরিখে এমন সব গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা যা তাদেরকে সৎ, সাহসী ও আর্দশ নাগরিক হতে সাহায্য করবে।

বাক্তব্যে বাস্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রগতিশীল, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হতে সাহায্য করা। মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

মূলাবোধ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে— নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, দেশের প্রতি, নাগরণের প্রতি, সকল ধর্মের প্রতি সঠিক ও যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গ গড়ে উঠে।

মানবিক শিক্ষার আদর্শিক লক্ষ্যের একটি প্রধান দিক হল— মূল্যবোধ শিক্ষা।

মুক্তি, কর্মে ও অভ্যাসে ব্যক্তিকে উদার, সহনশীল করা এবং ধর্ম, ভাষা ও জাত-পাতের উর্ধ্বে মানব গৃহির মুক্তিলাভে সাহায্য করা— মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

মানবিক দেশের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষতার অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে— মূল্যবোধ শিক্ষা।

নামাঙ্কণ শিক্ষার লক্ষ্যেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে— মূল্যবোধ শিক্ষা।

মানবিক মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির মনোভাব জাগিত হয়— মূলাবোধ শিক্ষার মাধ্যমে।

মানবিক আচরণের সামাজিক মাপকাঠি হল— মূল্যবোধ।

মূলাবোধ শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য— সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা।

১৩. মূলাবোধের বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট :

মূলাবোধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে, দেশ জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে মূলাবোধের পরিবর্তন হয় এবং স্থান, কাল, পাত্রভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন পাকাত্তি দেশে মেয়েরা যে পোশাক পরে আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য সে পোশাক সমাজ কার্যক গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়— মূল্যবোধ শিক্ষা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অধিভুত।

বাংলাদেশে সংবিধানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধারণ করা হয়েছে— রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে।

বাংলালি জাতির উৎকর্ষতার পরিচয় বহন করে— বাংলালির স্বকীয় মূল্যবোধ।

বাংলাদেশে মূল্যবোধের অবক্ষয়— জাতীয় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত।

মূলাবোধের অবক্ষয় ব্যাহত করে— জাতীয় উন্নয়নের স্রোতধারাকে।

বাংলাদেশে মূল্যবোধের অবক্ষয় দূর করার সর্বোত্তম উপায় হতে পারে— মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্য।

সুশাসনের সংজ্ঞা

১৪. সুশাসন :

সুশাসন হচ্ছে এমন একটি কাজিক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিফলন যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পুরোপুরি বজায় থাকবে, সর্বোচ্চ স্থানীয় বিচার বিভাগ থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, নীতির পার্শ্বস্থায়ন থাকবে, মানবাধিকারের নিচয়তা থাকবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশগ্রহণের প্রয়োগ থাকবে, মতামত ও পছন্দের স্থানীয়তা থাকবে এবং থাকবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

Prof. Dr. Ataur Rahman এর মতে— “Good governance implies the ability of political system, its effectiveness, performance and quality.”

- ✓ সুশাসন প্রত্যয়টি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক উত্তীর্ণ আধুনিক শাসন ব্যবস্থার সংযোজিত রূপ।
- ✓ Good Governance শব্দটি Good এবং Governance-এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, যার অর্থ— নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন।
- ✓ সুশাসনের ধারণাটি মূলত— গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।
- ✓ ম্যাককরনীর মতে— “সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বুঝায়।”
- ✓ অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়— সুশাসন।
- ✓ ‘রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যিক’— মিশেল ক্যামডোসাস।
- ✓ সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল— মৌলিক অধিকারের উন্নয়ন।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বিকাশ ঘটে প্রতিষ্ঠানের এই অবিব্যক্তি— নব্য প্রতিষ্ঠানবাদী তাত্ত্বিকদের।
- ✓ নাগরিকগণ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ও অধিকার তোগ করতে পারে— সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে।
- ✓ রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কের নির্দেশক— সুশাসন।
- ✓ সুশাসনের সমস্যা হচ্ছে— কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা চর্চা।
- ✓ জনপ্রশাসনের একটি নব্য সংস্কৃতি হল— সুশাসন।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন— গণতান্ত্রিক চর্চা, মূল্যবোধের বিকাশ, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ভারসাম্য, রাজনৈতিক ছিতৃসীলতা।
- ✓ সুশাসনের ভিত্তিকে দৃঢ় করে— সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতৃ।
- ✓ সুশাসনে অংশগ্রহণ করতে হলে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে— কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে।
- ✓ সরকার ও জনগণের স্বার্থকে এক সুতায় বাধার নাম— সুশাসন।
- ✓ রাষ্ট্র সরকার তার নীতি বাস্তবায়ন করে আমলাত্তের মাধ্যমে, তাই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে একটি দক্ষ ও শক্তিশালী আমলাত্তে প্রতিষ্ঠা আবশ্যিক।
- ✓ সুশাসনকে জনগণ ও সরকারের Win Win Game বলার কারণ— এতে উভয়ের অংশগ্রহণ ঘটে এবং উভয়েরই লাভ হয়।

► সুশাসনের প্রকৃতি ও ধরন :

সুশাসন হল শাসন ব্যবস্থার ইতিবাচক দিক যা জনকল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মধ্যে কাজ করে। সুশাসনের প্রকৃতি হচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে মানবাধিকার নিশ্চিত করা ও মানবাধিকার সংরক্ষণ করা। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুশাসন বর্তমান আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সর্বাধিক আলোচিত ও প্রত্যাশিত একটি প্রত্যয়।

- ✓ শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক কি হবে, রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বা আদর্শ কি হবে তার একটি বিস্তৃত ক্লিপরেখাই হল— সুশাসন।
- ✓ সুশাসনের পচিমা বিশ্বের ধারণা ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ধারণার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।
- ✓ একটি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভাজনান সকল জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ নিশ্চিত করাই— সুশাসনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
- ✓ সুশাসনের অর্থ— নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন।
- ✓ সুশাসনের বড় অন্তরায়— দুর্নীতি।

- সুশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ হল— বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা, আইনের শাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, স্বাধীন প্রচার মাধ্যম, জনবাক্তব্য প্রশাসন, দুর্বীতিমুক্ত শক্তিশালী বিরোধী দল, সুযোগের সমতা, মৌলিক অধিকারের সীকৃতি ইত্যাদি।
- গান্ধীর হিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বিশ্লিষ্ট করে— দুর্বীতি।
- সুশাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না— শক্তিশালী বিরোধী দলের উপরিত্ব ছাড়া।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা— দায়িত্ব।
- সুশাসনের জন্য প্রয়োজন— স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে সুগম হয়— গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের মাধ্যমে।
- সুশাসনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি— আইনের শাসন।
- গান্ধীর পঞ্জম স্তুপ বলা হয়— গণমাধ্যমকে।
- দুর্বীতি, রাজনৈতিক অঙ্গীকারী হিতিশীলতা ও অদক্ষ নেতৃত্ব হল— সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পার্শ্ববক্তব্য।
- জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যায়— সুশাসন।
- সুশাসন অঙ্গীক ব্রহ্মতে পরিণত হয়— মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে।
- একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে— হিতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক ও দুর্বীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি হল— সুশাসনের মানদণ্ড।

৪. সুশাসনের উপাদান :

INIDP সুশাসন নিশ্চিত করতে যে ৬টি উপাদান উল্লেখ করেছেন তা হল—

১. সংসদীয় পদ্ধতির উন্নয়ন।
 ২. নির্বাচন ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সাথে সহযোগিতা করা।
 ৩. ন্যায় বিচার ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ।
 ৪. তথ্য প্রবাহে প্রবেশাধিকারের উন্নয়ন।
 ৫. ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও হানীয় সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করা।
 ৬. লোক প্রশাসন ও সরকারি সেবাখাত সমূহের সংস্কার সাধন করা।
- সুশাসনের ধারণাটি বিশ্বব্যাংকের এক প্রকাশনির মাধ্যমে পরিচিত লাভ করে— ১৯৮৯ সালে।
- আন্তিম সংস্করণে সুশাসনের ৮টি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেছে। নিচের ছকে তা প্রদত্ত হল :



- ✓ কোন দেশের শাসন ব্যবস্থাকে সুশাসন বলতে হলে ঐ দেশের শাসন ব্যবস্থায় অবশ্যই এই ৮টি উপাদানের সমাবেশ থাকতে হবে।
- ✓ জাতিসংঘ চিহ্নিত ৮টি উপাদান ছাড়াও সুশাসনের আরও যেসব উপাদানের কথা বলা হয় সেগুলো হল— নীতি ও উচিত্যবোধ, সহজশীলতা, পারম্পরিক শুদ্ধাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশাসনিক দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা, আত্মনির্ভরশীলতা, স্বাধীন গণমাধ্যম, অবাধ তথ্য প্রবাহ, সুযোগের সমতা, দুর্নীতি মুক্ততা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, শক্তিশালী বিরোধী দল ইত্যাদি।
- ✓ সুশাসনের ধারণার উদ্ভাবক— বিশ্বব্যাংক (১৯৮৯ সালে)।
- ✓ আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন— ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমূক স্বাধীন পরিবেশ এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ।
- ✓ সম্পদের অপচয়, বন্টনে অসমতা সৃষ্টি এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে— দুর্নীতির কারণে।
- ✓ রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বিস্থিত করে— দুর্নীতি।
- ✓ রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ দেখা দেয়— এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়।
- ✓ গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ভূলুচিত এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ফেলা হয়— সামরিক শাসনে।
- ✓ দক্ষ, যোগ্য ও মেধাবী ব্যক্তিদের সেবা থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়— স্বজনপ্রীতির কারণে।
- ✓ বিচার বিভাগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়— স্বাধীন বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে।
- ✓ আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ বিনষ্ট হয়— বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে।
- ✓ দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে দেখা যায়— সচেতনতার অভাব।
- ✓ দরিদ্র ও অসচেতন জনগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে— অজ্ঞ ও উদাসীন।
- ✓ রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে— কার্যকর স্থানীয় সরকার দ্বারা।
- ✓ সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে স্থানীয় সরকার কাঠামো— বুবই দুর্বল ও অকার্যকর।
- ✓ সরকার প্রশাসন যন্ত্র প্রেছাচারী হয়ে ওঠে— জনগণ সচেতন না হলে।
- ✓ সুশাসনের জন্য প্রয়োজন— স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম।
- ✓ মানবাধিকার রক্ষা, মৌলিক অধিকার উপরোগের অনুকূল পরিবেশ রক্ষা, জবাবদিহিতা কার্যকর করা, প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়— স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া।
- ✓ জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভূলুচিত হয়— অসাম্প্রদায়িক চেতনার অভাবে।
- ✓ আইনের শাসনের প্রবৃত্তিগুলো হল— শাসকের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমূক স্বাধীন পরিবেশ ও আইনের শাসনের উপযুক্ত পরিবেশ।
- ✓ নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো অধিহীন হয়ে পড়ে— অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা না থাকলে।
- ✓ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আচরণ হবে— দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত করে— উচ্চভিত্তিশীল ও তুল সিঙ্কাস্ত।
- ✓ রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য বিসর্জন দিতে হয়— কুন্দ্রস্বার্থ।

- ✓ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন— সংবিধান।
- ✓ সততা ও সতর্কতার সাথে ভোট প্রদান ও প্রার্থী বাছাই, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না— সুশাসনের অভাবে।
- ✓ আইনের শাসন না থাকলে বাধাগ্রস্ত হয়— সুশাসন।
- ✓ সুশাসনের একটি সমস্যা— জবাবদিহিতার অভাব।
- ✓ সুশাসনের অন্যতম অঙ্গরায়— রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম বাধা— স্বজনপ্রীতি।
- ✓ রাষ্ট্রীয় জীবনে নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণ হল— আইনের শাসন।
- ✓ জনগণের অধিকার রক্ষার রক্ষাকর্ত— আইনের শাসন।
- ✓ সামাজিক বৈষম্য এবং ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে— দুর্নীতি।
- ✓ স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হল— সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।
- ✓ অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়— সুশাসন।
- ✓ জনগণের সচেতনতা, বিচক্ষণতা এবং সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে— সুশাসন।
- ✓ সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত— কার্যকরী গণতন্ত্র।
- ✓ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হল— গণতন্ত্রের প্রাণ।
- ✓ সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য— অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা।
- ✓ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অর্থ সর্বোচ্চ জনকল্যাণে ব্যয় হবে এটি হল— সুশাসনের আর্থিক নীতি।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়— আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
- ✓ স্থিতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে— সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে।
- ✓ দুর্নীতি রোধ ও দারিদ্র্য বিমোচন হল— অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।
- ✓ নাগরিকদের সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফল ঘটে— গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়।
- ✓ রাজনৈতিক অস্থিরতা— সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গরায়।
- ✓ দুর্নীতি রোধ করতে সুশাসনের জন্য প্রয়োজন— স্বচ্ছতা।
- ✓ দুর্নীতি বৃদ্ধি, উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত ও সমাজে অহজদের দাপট বেড়ে যায়— দুর্নীতির বিচার না হলে।
- ✓ রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কের নির্দেশক— সুশাসন।
- ✓ দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অদক্ষ নেতৃত্ব হল— সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।
- ✓ গণতন্ত্রকে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে— সুশাসন।
- ✓ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিরপেক্ষতা নির্ভর করে— সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর।
- ✓ উন্নয়নশীল দেশে আমলারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বাইরে থাকেন— রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে।
- ✓ বিচার বিভাগের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ হল— সুশাসনের বড় সমস্যা।
- ✓ 'লাল ফিতার দৌরান্ত্য' সমার্থক— গতানুগতিক আমলাতন্ত্রের।
- ✓ গণতান্ত্রিক চর্চা, মূল্যবোধের বিকাশ, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রয়োজন— সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য।
- ✓ দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারে— ই-গভর্নেন্স।

- ✓ আমলারা জনসেবক হয়েও প্রভুর মত আচরণ করেন— জন অসচেতনার কারণে।
- ✓ প্রশাসন বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে ও সুশাসন ব্যাহত হয়— প্রশাসনের জবাবদিহিতার অভাবে।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিষ্ঠিত হবে— স্থিতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ।
- ✓ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল— দুর্নীতিরোধ, দারিদ্র্য বিমোচন ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ।
- ✓ ন্যায়পাল পদ্ধতি, শাধীন নির্বাচন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে— সুশাসন প্রতিষ্ঠায়।
- ✓ নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত ও আচরণগত উৎকর্ষতা— শুদ্ধাচার।
- ✓ কৌটিল্যের মতে সুশাসনের উপাদান— ৪টি।
- ✓ আইনের শাসনের অর্থ— আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান।
- ✓ সুশাসনে অংশগ্রহণ করতে চাইলে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে— কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক কার্যকর করা প্রয়োজন— স্থানীয় সরকার।

৪. সুশাসন ও কল্যাণ রাষ্ট্র :

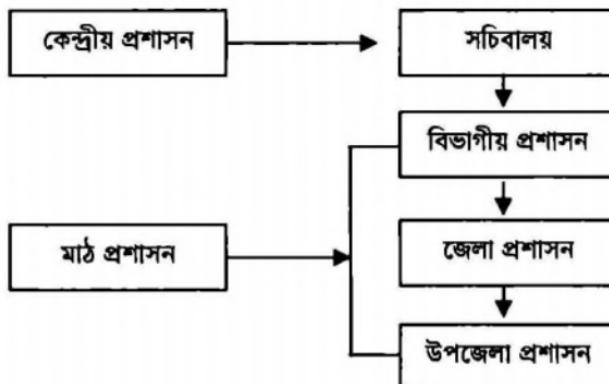
- সুশাসনের অন্যতম লক্ষ হল কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল, সমাজসেবা কার্যক্রম, সমর্পিত অঙ্ক শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়, ব্রেইল প্রেস, মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র অন্যতম।
- ✓ ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ৩,৮৬,০২৯ জন গরীব রোগীকে ৯টি ইউনিটের মাধ্যমে আর্থিক, মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
 - ✓ দেশের সর্বপ্রথম স্থাপিত ‘মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট’ কর্তৃক উৎপাদিত ড্রিংকিং ওয়াটারের নাম— মুক্ত।
 - ✓ দেশের ৩টি কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা— ১৮,৩০০ জন।
 - ✓ সমাজসেবা অধিদপ্তর ভবগুরুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করছে— ৬টি।
 - ✓ শিশু-কিশোরী মহিলাদের কারাগারের পরিবেশ হতে ভিন্ন পরিবেশে রাখার জন্য দেশে নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে— ৬টি।
 - ✓ দেশ বর্তমানে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ১০,৩০০ জন এতিম শিশুর ভরণ পোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
 - ✓ ২০১২-১৩ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত নিবন্ধিত এতিমখানায় প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে ৬৬ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন স্যান্ট হিসেবে বিতরণ করা হয়।
 - ✓ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ক্ষেত্রে ১৯৮১ সাল থেকে বিভিন্ন ট্রেডে ফেক্রয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৪,১৬,৭১৮ জন যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা বৃক্ষিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে।
 - ✓ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারি বরাদ্দ— ২৩৫ কোটি টাকা।
 - ✓ ত্বরিত পর্যায়ে খেলাধুলার আয়োজন ও সংগঠনের বিষয়ে যুব নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক ৭৬৮টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ৩,৪৫৬টি উন্নুন্নকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- ✓ সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২২টি কর্মসূচির অনুকূলে রাজস্ব বাজেট হতে মোট ২৮.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- ✓ সুশাসন ও কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা পরম্পরারের সম্পর্ক।
- ✓ কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা সর্বপ্রথম আমরা পাই— প্লেটোর রিপাবলিক এষ্টে।
- ✓ সুশাসনের উপস্থিতি ব্যতিত কোন রাষ্ট্রই— কল্যাণ রাষ্ট্র হতে পারে না।
- ✓ নাগরিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সর্বাঙ্গিক কল্যাণের তরে নিবেদিত রাষ্ট্রই হচ্ছে— কল্যাণ রাষ্ট্র।
- ✓ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত— সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- ✓ আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা প্রভৃতি— সুশাসন ও কল্যাণ রাষ্ট্র উভয়েরই বৈশিষ্ট্য।
- ✓ বর্তমান সময়ের প্রায় সব রাষ্ট্রই— কল্যাণ রাষ্ট্র।

► বাংলাদেশ ও সুশাসন :

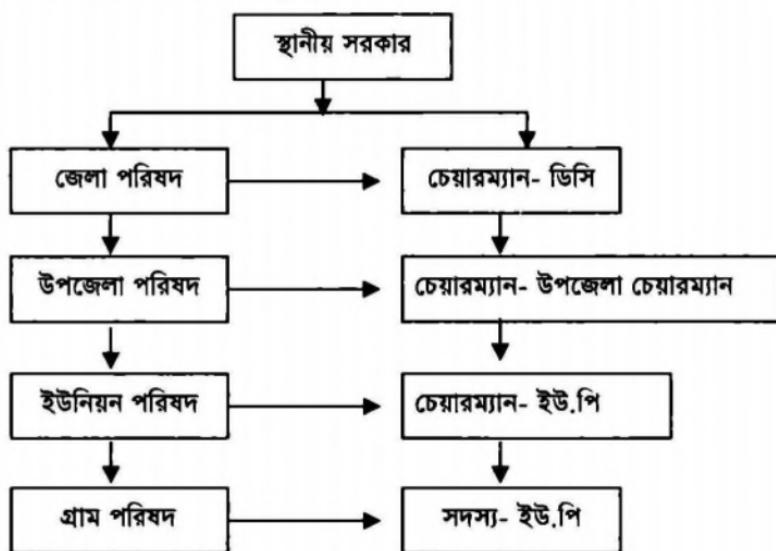
বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে ৯ মাস রাজক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে মহান স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা লাভের পর পরই গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সুশাসনে রূপ দিতে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল হতে কার্যকর হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বহু ধারা ও অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নকশা প্রদান করে।

বাংলাদেশের স্বত্ত্বালিক প্রশাসনিক কাঠামো



- ✓ স্বাধীন দুর্বীতি দমন কমিশন গঠিত হয়— ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪।
- ✓ 'Corruption is the abuse of public office for private gain'— জাতিসংঘের Manual on Anti corruption policy তে বলা হয়েছে।

ঝানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার কাঠামো :



- ✓ ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত হয়— ইউনিয়ন পরিষদ।
- ✓ সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের আইনসভা— এককক্ষ বিশিষ্ট।
- ✓ জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা— ৩০০।
- ✓ মহিলাদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা— ৫০।
- ✓ জাতীয় সংসদের কোরাম হয়— ৬০ জন সদস্যের উপরিতে।
- ✓ ন্যায়পাল পদ সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয় কোথায় ও কবে?— সুইডেন, ১৮০৯ সালে।
- ✓ Ombudsman বা ন্যায়পাল শব্দটির অর্থ— প্রতিনিধি বা মুখ্যপাত্র।
- ✓ প্রেট ট্রিটেনে কত সালে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি হয়— ১৯৬৭ সালে।
- ✓ সরকারি বিল ও বেসরকারি বিল উত্থাপনের জন্য যথাক্রমে সময়ের প্রয়োজন হয়— ৭ দিন ও ১৫ দিন।
- ✓ প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে— সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদে।
- ✓ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জন্য কত শতাংশ ভোটের প্রয়োজন— মোট সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট।
- ✓ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে— সংবিধানের ৬৫(২) অনুচ্ছেদে।
- ✓ সুপ্রিয় কোর্ট নামে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে— ৯৪ নং অনুচ্ছেদে।
- ✓ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে— সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে।
- ✓ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র— সচিবালয়।
- ✓ সচিবালয় হল— মন্ত্রণালয়ের সমষ্টি।
- ✓ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান— রাষ্ট্রপতি (নিয়মতাত্ত্বিক শাসক প্রধান)।

- ✓ বাংলাদেশের সরকার প্রধান— প্রধানমন্ত্রী (নির্বাহী ক্ষমতা চৰ্চা কৰেন)।
- ✓ বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান—মন্ত্রী।
- ✓ বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ও মুখ্য হিসাব নিরীক্ষক—সচিব।
- ✓ ১৯৯৮ সালের ‘The Aarhus Convention’ এর মাধ্যমে— সুশাসনের ধারণাটি জনসম্মুখে উঠে আসে।
- ✓ অদক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশের রাজস্ব ক্ষেত্রে প্রতিবছর ক্ষতির পরিমাণ— ১ বিলিয়ন ডলার।
- ✓ বিশ্বব্যাপী ২১৩টি দেশে Governance সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সুশাসন—
 - জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে = - ০.২৮
 - রাজনৈতিক শৃঙ্খলায় = - ১.৪২।
 - সরকারের দক্ষতায় = - ০.৭৩।
 - আইনের শাসনের ক্ষেত্রে = - ০.৭৭।
 - দূর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে = - ০.৯৯।

[উৎস : *The worldwide Governance Indicators : Methodology and Analytical issues*]

- ✓ বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের নিকট সবচেয়ে পরিচিত ও কাঞ্চিত একটি প্রত্যয় হচ্ছে— সুশাসন।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে বিধানটি সংযোজন করা হয়েছে তা হল— ন্যায়পাল।
- ✓ ন্যায়পাল বিধানটি সংযোজন করা হয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানের— ৭৭ নং অনুচ্ছেদে।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশ সরকার যে ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে তা হলো— স্থানীয় সরকার।
- ✓ স্থানীয় শাসন এবং স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সংবিধানে সংযোজন করা হয়েছে— ৫৯ ও ৬০ নং অনুচ্ছেদে।
- ✓ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বাধা হল— দরিদ্রতা, দূর্নীতি ও জবাবদিহিতার অভাব।
- ✓ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান একটি পদক্ষেপ হচ্ছে— স্বাধীন বিভাগ প্রতিষ্ঠা।
- ✓ বিভাগ স্বাধীনতা লাভ করে— ১ নভেম্বর, ২০০৭।
- ✓ আইনের শাসন ও ন্যায় বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুযোগ নষ্ট হয়— বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে।
- ✓ বিভাগ বিভাগের স্বাধীনতা অর্থ হল— আইন ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হল— স্বাধীন দূর্নীতি দমন কমিন গঠন, মানবাধিকার কমিশন গঠন, রাইট টু ইনফরমেশন এ্যাস্ট প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশাসনিক রিফর্ম কমিটি গঠন, স্বাধীন বিভাগ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।
- ✓ বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান— ড. মোঃ মিজানুর রহমান।
- ✓ স্বাধীন দূর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়— ২১ নভেম্বর, ২০০৪।
- ✓ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়— ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮।

- ✓ মানবাধিকার লঙ্ঘন যেন না হয় কারো উপর যেন জ্ঞালুম নির্যাতন না করা হয়, সরকার যেন অন্যায় নির্যাতন না করতে পারে এসব দেখা— মানবাধিকার কমিশনের কাজ।
- ✓ বাংলাদেশে জনপ্রশাসনে স্বজনপ্রীতি ও রাজনীতিকরণের ফলে সম্ভব হয় না— সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- ✓ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম বাধা— আমলাতাঙ্গিক জটিলতা ও রাজনৈতিক অঙ্গুষ্ঠিশীলতা।
- ✓ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক কার্যকর করা প্রয়োজন— স্থানীয় সরকার।
- ✓ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ন্যায়পাল আইন পাশ হয়— ১৯৮০ সালে। (কখনো বাস্তবায়িত হয়নি)

► সুশাসন ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট :

- ✓ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশন সুশাসনের কয়টি মৌলিক উপদানের কথা বলেছে— ৫টি (*Transparency, Responsibility, Accountability Participation and Responsiveness*)।
- ✓ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের *Corruption Perceptions Index (CPI)* ২০১৩ তে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে—২৭।
- ✓ *CPI*-২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান— নিম্নক্রম অনুযায়ী ১৬তম।
- ✓ *CPI*-২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান— উর্ধক্রম অনুযায়ী ১৪৪তম।
- ✓ *CPI*-২০১৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান— নিম্নক্রম অনুযায়ী ১৪তম।
- ✓ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন (*OHCHR*) সুশাসন নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে মানবাধিকারে উন্নয়নের কথা বলেছে— 2001/72 রেজুলেশনে।
- ✓ ইউরোপীয়ান কমিশন সুশাসন নিশ্চিত করতে প্রকাশ করে— স্বেতপত্র (*White Paper*).
- ✓ সুশাসনের ধারণাটি মূলত— বিশ্বব্যাংকের করা প্রেসক্রিপশন।
- ✓ সুশাসনের ধারণাটি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক উন্নীত হয়— ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে।
- ✓ আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বব্যাংকের ব্যাপক ব্যর্থতার ফলে উন্নত ঘটে— সুশাসনের ধারণার।
- ✓ সুশাসন কার্যকর রয়েছে— আফ্রিকার উগান্ডায়।
- ✓ *UNHRC* সুশাসনের উপাদান চিহ্নিত করেছে— ৫টি (*Transparency, Responsibility, Accountability, Participation, Responsiveness.*)
- ✓ "Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development"— *Kofi Annan*.
- ✓ বিশ্বব্যাংক আইএমএফসহ বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়ন সাহায্য ও দাতা সংস্থা সহায়তার অন্যতম পূর্ণ শর্ত হিসেবে— সুশাসনকে প্রাধান্য দেয়।
- ✓ আশির দশকের দ্বিতীয়ার্দেশ বিশ্বব্যাংক— সুশাসনকে উন্নয়নের এজেন্টভূক্ত করে।
- ✓ ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলোতে শাসন ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক মানের অভাবকেই বিশ্বব্যাংক— সুশাসনের ধারণার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে।
- ✓ *IMF* সুশাসনকে উন্নয়ন সহায়তার এজেন্টভূক্ত করে— ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে।
- ✓ রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যিক— মিশেল ক্যামডোসাস।

- ✓ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিকে সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে—ADB (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক)।
 - ✓ সুশাসন সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে—UNDP.
 - ✓ সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল মৌলিক শাধীনতার উন্নয়ন করা—জাতিসংঘের অভিমত।
 - ✓ দেশের উন্নয়নের প্রতিটি স্তরের জন্য সুশাসন আবশ্যিক—আইএমএফ।
 - ✓ ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি প্রকৃতভাবে কার্যকর—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

ଶ୍ରୀତପାର୍ବତୀବଳୀ

- ଫ) ଆକ୍ରମିକ ଅର୍ଥେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଚରଣେ କୌନ ମୁଖ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାତି ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକେ?
 ① ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ
 ② ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ
 ③ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ
 ④ କ ଓ ଖ ଉଭୟଙ୍କ
 ଉତ୍ତର : ଘ

ଫ) "ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହଞ୍ଚେ ସ୍ଵଭାବ ବା ସାମାଜିକ ଦଲେର ଅଭିଷ୍ଠେ ସ୍ଵବହାରେ ସୁବିନାସ ଥିବାକୁ ପ୍ରକାଶ ।" —ସଂଜ୍ଞାଟି
 କେ ଥିଦାନ କରେଛେ?
 ① ପାମଫ୍ରେ
 ② ଜନ ସ୍ଟ୍ରୀଟ୍ ମିଲ
 ③ କ୍ୟାମଡେସୋସ
 ④ ହାର୍ବାର୍ଟ୍ ସ୍ପେସାର
 ଉତ୍ତର : କ

ଫ) "ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହଳ ଆବେଗିକ ଓ ଆଦର୍ଶଗତ ଏକ୍ୟେର ବୋଧ ।" ଏଦିକୁ ସଂଜ୍ଞାଟି କାହା?
 ① ପାମଫ୍ରେ
 ② ମ୍ୟାକାଇଡାର
 ③ ଫ୍ରାଙ୍କେଲ
 ④ ମ୍ୟାକକରନୀ
 ଉତ୍ତର : ଖ

ଫ) ମୂଲ୍ୟବୋଧେର ଧାରଣାଟି—
 ① ଆପେକ୍ଷିକ
 ② ସର୍ବଜନୀନ
 ③ ଶାଶ୍ଵତ
 ④ ଏକଟିତ ନୟ
 ଉତ୍ତର : କ

ଫ) ମାନବ ଆଚରଣେର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା କୌନଟି?
 ① ସୁଶାସନ
 ② ଶାଶ୍ଵତ
 ③ ମୂଲ୍ୟବୋଧ
 ④ ସାମ୍ୟ
 ଉତ୍ତର : ଖ

ଫ) ଆଇନେର ଭିତ୍ତିରେ କୌନଟି?
 ① ମୂଲ୍ୟବୋଧ
 ② ଶାଶ୍ଵତ
 ③ ସୁଶାସନ
 ④ ପରିବାର
 ଉତ୍ତର : କ

ଫ) ସାଧାରଣତ ମାନୁଷ କୌନଟି ଘାରା ନିୟମିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ?
 ① ସୁଶାସନ
 ② ଶାଶ୍ଵତ
 ③ ସୁଶାସନ
 ④ ବିଚାର ବିଭାଗ
 ଉତ୍ତର : ଖ

ଫ) ମୂଲ୍ୟବୋଧେର ଅନୁପସ୍ଥିତିକେ ବଲା ହୁଏ—
 ① ମୂଲ୍ୟବୋଧେର ଅବକ୍ଷୟ
 ② ମୂଲ୍ୟବୋଧେର ଉଲ୍ଲୋଧ
 ③ ମୂଲ୍ୟବୋଧେର ଜାଗରଣ
 ④ ନୈତିକତାର ଅବକ୍ଷୟ
 ଉତ୍ତର : କ

ଫ) ସମାଜ କାଠାମୋର ଅବିଜ୍ଞାନ ଉପାଦାନ କୌନଟି?
 ① ସୁଶାସନ
 ② ନୈତିକତା
 ③ ମୂଲ୍ୟବୋଧ
 ④ ଆଇନେର ଶାସନ
 ଉତ୍ତର : ଖ

- ৫) মূল্যবোধকে অন্য কি নামে আব্যাসিত করা যায়?
 ৩) সামাজিক নৈতিকতা
 ১) অর্থনৈতিক নৈতিকতা
- ৬) রাজনৈতিক নৈতিকতা
 ৪) ধর্মীয় নৈতিকতা
- উত্তর : ক
- ৬) মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে কোনটির অভাবে?
 ৩) সহনশীলতা
 ১) সুস্থিত পরিবেশ
- ৭) আইনের শাসন
 ৫) সবগুলি
- উত্তর : ঘ
- ৭) মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করা যায় কোনটির মাধ্যমে?
 ৩) নিয়ম কানুনের বাধ্যবাধকতা
 ১) শিক্ষা
- ৮) আইন-কানুন
 ৬) স্বাধীনতা
- উত্তর : গ
- ৮) Educare শব্দের অর্থ নিচের কোনটি?
 ৩) প্রতিপালন/পরিচর্যা
 ১) সামাজিকীকরণ করা
- ৯) শিক্ষা দান করা
 ৫) শিক্ষা গ্রহণ করা
- উত্তর : ক
- ৯) Educare শব্দটির উৎপত্তির ক্ষেত্রে কোন শব্দটি জড়িত নয়?
 ৩) Educere
 ১) Educatum
- উত্তর : ঘ
- ১০) বাংলায় শিক্ষা শব্দটির ধাতু 'শাস' এর অর্থ নয় কোনটি?
 ৩) শাসন করা
 ১) নিষ্কাশন করা
- ১১) শৃঙ্খলিত করা
 ৫) নিয়ন্ত্রিত করা
- উত্তর : গ
- ১১) 'শিতর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী দেহ মনের পরিপূর্ণ ও সার্বিক বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা।'- কার উক্তি?
 ৩) সফ্টেচিস
 ১) এরিস্টেল
- ১২) প্লেটো
 ৫) ডলতেয়ার
- উত্তর : খ
- ১২) শিক্ষাকে সাধারণত কয়তাগে ভাগ করা যায়?
 ৩) ২ ভাগে
 ১) ৪ ভাগে
- ১৩) ৩ ভাগে
 ৫) ৫ ভাগে
- উত্তর : খ
- ১৩) মানুষ আজীবন বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা শাস্ত করে—
 ৩) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
 ১) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা
- ১৪) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
 ৫) কর্মসূচী শিক্ষা
- উত্তর : গ
- ১৪) 'সু-অভ্যাসগঠনের নামই শিক্ষা।'- কে বলেছেন?
 ৩) কুশো
 ১) ক্যামডেসাস
- ১৫) ডলতেয়ার
 ৫) ম্যাকাইভার
- উত্তর : ক
- ১৫) 'পরিপূর্ণ জীবন বিকাশই হল শিক্ষা।' কার উক্তি?
 ৩) কুশো
 ১) হার্বার্ট স্পেক্সার
- ১৬) ডলতেয়ার
 ৫) ম্যাকাইভার
- উত্তর : গ
- ১৬) 'শিক্ষা হচ্ছে দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ ও সুব্যব বিকাশ।' কার উক্তি?
 ৩) মহাত্মা গান্ধী
 ১) নেহেরু
- ১৭) জিন্নাহ
 ৫) বাট্টান্ড রাসেল
- উত্তর : ক
- ১৭) শিতর প্রথম শিক্ষালয় কোনটি?
 ৩) পরিবার
 ১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- ১৮) সমাজ
 ৫) রাষ্ট্র
- উত্তর : ক

- ১) পৃথিবীর প্রথম শিক্ষা তত্ত্ব বলা হয় কাকে?
 ক) সক্রেটিসকে
 গ) এরিস্টটলকে
- ২) মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণাটি কোন সময়ের শিক্ষার ধারণার সাথে সম্পৃক্ত?
 ক) প্রাচীন
 গ) আধুনিক
- ৩) প্লেটোকে
 ব) লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে
- ৪) মধ্যযুগীয়
 ব) উত্তরাধুনিক
- উত্তর : ক
- ৫) মানুষের মধ্যে সত্য, ন্যায় ও সুস্মরের ধারণা জাহাত করে কোনটি?
 ক) মূল্যবোধ শিক্ষা
 গ) অপ্রাপ্তিষ্ঠানিক শিক্ষা
- ৬) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
 ব) সুশাসন
- উত্তর : গ
- ৭) শিক্ষার সঙ্গে কোনটির সময়ে মূল্যবোধ শিক্ষার উত্তর হয়?
 ক) মূল্যবোধ শিক্ষা
 গ) জীবনাদর্শ
- ৮) আধুনিকতা
 ব) ক ও গ উভয়ই
- উত্তর : ক
- ৯) বিশ্বাস্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উপাদান কোনটি?
 ক) মূল্যবোধ শিক্ষা
 গ) সাধারণ শিক্ষা
- ১০) নৈতিকতার শিক্ষা
 ব) আধুনিক শিক্ষা
- উত্তর : ক
- ১১) ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধ অর্জনের সর্বোত্তম সময় কোনটি?
 ক) শিশুকাল
 গ) চাকুরিজীবন
- ১২) শিক্ষা জীবন
 ব) বার্ধক্যে
- উত্তর : খ
- ১৩) মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণাটি কোন শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত?
 ক) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
 গ) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
- ১৪) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা
 ব) বৃত্তিমূলক শিক্ষা
- উত্তর : খ
- ১৫) মূল্যবোধ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মানুষের কোন গুণটিকে জাহাত করতে হবে?
 ক) বৃদ্ধি
 গ) আজুসংযম
- ১৬) বিবেক
 ব) দেশপ্রেম
- উত্তর : খ
- ১৭) ব্যক্তি সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবহারকে নানামূল্যী সংকট ও অবক্ষয়ের হাত ধেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কোন ধারণাটির উত্তর হয়?
 ক) সুশাসন
 গ) নৈতিকতার ধারণা
- ১৮) মূল্যবোধ শিক্ষা
 ব) আইনের শাসন
- উত্তর : খ
- ১৯) সুশাসনের শর্ত নয় কোনটি?
 ক) শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক
 খ) শ্রমের মর্যাদা
 গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ
 ঘ) আইনের শাসন
- ২০) মূল্যবোধ শিক্ষা
- উত্তর : খ
- ২১) সুশাসনের ধারণাটি কোন শাসন ব্যবহার সাথে সম্পৃক্ত?
 ক) গণতন্ত্র
 গ) একনায়কত্ব
- ২২) সমাজতন্ত্র
 ব) রাজতন্ত্র
- উত্তর : ক
- ২৩) নিচের কোনটির মাধ্যমে সুশাসন পরিচালিত হয়?
 ক) অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবহা
 গ) সুশীল সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ
- ২৪) জনবিচ্ছিন্ন শাসন ব্যবহা
 ব) বিরোধী দলের কার্যকর উপস্থিতি
- উত্তর : ক

- ❖ সুশাসনের ধারণাটি—
 ① সর্বজনীন
 ② স্বতঃসিদ্ধ
 ③ আপেক্ষিক
 ④ সর্বজনগ্রাহ্য
- উত্তর : খ
- ❖ সুশাসনের অন্তর্সূর হল—
 ① গণতন্ত্র
 ② রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
 ③ সমাজতন্ত্র
 ④ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি
- উত্তর : ক
- ❖ 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যিক'- কার উক্তি?
 ① জোসেফ. ই. স্টিগলিজ
 ② ফর্কস
 ③ মিশেল ক্যামডেসাস
 ④ অ্যাছনি গিডেস
- উত্তর : খ
- ❖ সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল—
 ① মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন সাধন
 ② স্বদেশপ্রেম শিক্ষা
 ③ গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি
 ④ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ
- উত্তর : ক
- ❖ নাগরিকগণ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ও অধিকার তোগ করতে পারে—
 ① গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে
 ② সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে
 ③ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে
 ④ গণযাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে
- উত্তর : খ
- ❖ সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা নয় কোনটি?
 ① কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা চর্চা
 ② রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব
 ③ আইনের শাসনের অভাব
 ④ জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা
- উত্তর : ঘ
- ❖ সুশাসনের ভিত্তিকে সূচৃত করে—
 ① সরকার
 ② যোগ্য ও দক্ষ নেতা
 ③ বৃক্ষজীবীগণ
 ④ জনগণ
- উত্তর : ক
- ❖ সরকার ও জনগণের স্বার্থকে এক সুতায় বাধার নাম—
 ① সুশাসন
 ② গণতন্ত্র
 ③ মূল্যবোধ
 ④ অর্থনৈতিক উন্নতি
- উত্তর : ক
- ❖ বর্তমান আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সর্বাধিক আলোচিত ও প্রত্যাশিত প্রত্যয়—
 ① গণতন্ত্র
 ② মূল্যবোধ
 ③ সুশাসন
 ④ রাজনৈতিক দল
- উত্তর : খ
- ❖ সুশাসনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনটি?
 ① সকল জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ
 ② গণতন্ত্রের প্রচার ও প্রসার
 ③ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নতকরণ
 ④ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
- উত্তর : ক
- ❖ রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বিস্তৃত করে কোনটি?
 ① দুর্নীতি
 ② দুর্বল স্থানীয় সরকার
 ③ ব্রজনপ্রীতি
 ④ আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা
- উত্তর : ক

- ১) কোনটির অনুপস্থিতিতে সুশাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না?
 ৩) শক্তিশালী বিরোধী দল
 ৫) সহমনীলতা
 ৬) সামাজিক ন্যায়বিচার
 ৭) মীতি ও উচিত্যবোধ
- উত্তর : ক
- ২) সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা কোনটি?
 ৩) দুর্নীতি
 ৫) রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র চর্চার অভাব
 ৬) স্থানীয় সরকার কাঠামোর দুর্বলতা
- উত্তর : ক
- ৩) রাষ্ট্রের পক্ষম স্তুতি বলা হয় কোনটিকে?
 ৩) সরকার
 ৫) গণমাধ্যম
 ৬) সার্বভৌমত্ব
 ৭) জনগণ
- উত্তর : গ
- ৪) সুশাসনের আর্থিক নীতি কোনটি?
 ৩) রাষ্ট্রীয় অর্থ সর্বোচ্চ জনকল্যাণে ব্যয়
 ৫) রাষ্ট্রীয় অর্থের অপরিকল্পিত ব্যয়
 ৬) রাষ্ট্রীয় অর্থ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ
 ৭) বিশ্বের আর্ত-মানবতার সেবায় ব্যয়
- উত্তর : ক
- ৫) সুশাসন অঙ্গীক বস্তুতে পরিণত হয়—
 ৩) দুর্বল স্থানীয় সরকার কাঠামোর কারণে
 ৬) রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে
 ৮) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকলে
 ৭) মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে
- উত্তর : ঘ
- ৬) সুশাসনের মানদণ্ড কোনটি?
 ৩) জনগণের সম্মতি ও সম্মতি
 ৬) স্বাধীন বিচার বিভাগ
 ৮) সামাজিক এক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা
 ৭) সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধের উপস্থিতি
- উত্তর : ক
- ৭) জাতিসংঘ সুশাসনের কয়টি মূল উপাদানকে চিহ্নিত করেছে?
 ৩) ৫টি
 ৫) ৭টি
 ৬) ৬টি
 ৭) ৮টি
- উত্তর : ঘ
- ৮) জাতিসংঘ চিহ্নিত সুশাসনের মূল উপাদান নয় কোনটি?
 ৩) অংশগ্রহণমূলক
 ৫) দায়িত্বশীলতা
 ৬) আইনের শাসন অনুসরণ
 ৭) সময়মত নির্বাচন
- উত্তর : ঘ
- ৯) কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা সর্বজনীন পাওয়া যায়—
 ৩) প্রেটোর রিপাবলিক গ্রহে
 ৫) ম্যাকিয়াভেলির 'দি প্রিস' গ্রহে
 ৬) অরিয়ানের 'দি ক্যাম্পেইন অব আলেক্সান্দ্রার' গ্রহে
- উত্তর : ক
- ১০) কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত কোনটি?
 ৩) মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা
 ৫) দুর্নীতি দমন
 ৬) সুশাসন প্রতিষ্ঠা
 ৭) স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা
- উত্তর : খ
- ১১) বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণা প্রবেশ করে কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?
 ৩) দশম সংশোধনী
 ৫) দ্বাদশ সংশোধনী
 ৬) একাদশ সংশোধনী
 ৭) ত্রয়োদশ সংশোধনী
- উত্তর : গ

- ◇ ন্যায়পাল বিধানটি বাংলাদেশের সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছে কত নং অনুচ্ছেদে?
- ক) ৭৭ নং অনুচ্ছেদে
 - খ) ১০৩ নং অনুচ্ছেদে
 - গ) ৮১ নং অনুচ্ছেদ
 - ঘ) ১০১ নং অনুচ্ছেদ
- উত্তর : গ
- ◇ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের সর্বাধিক ক্ষমতাপূর্ণ ক্ষেত্র—
- ক) বিচার বিভাগ
 - খ) দুর্নীতি দমন
 - গ) আমলাতত্ত্ব
 - ঘ) স্থানীয় সরকার
- উত্তর : ঘ
- ◇ স্থানীয় শাসন এবং স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে সংযোজিত হয়েছে?
- ক) ২৯ ও ৩০ নং অনুচ্ছেদে
 - খ) ৪৯ ও ৫০ নং অনুচ্ছেদে
 - গ) ৫৯ ও ৬০ নং অনুচ্ছেদে
 - ঘ) ৯১ ও ৯২ নং অনুচ্ছেদে
- উত্তর : গ
- ◇ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা নয় কোনটি?
- ক) দরিদ্রতা
 - খ) দুর্নীতি
 - গ) জবাবদিহিতার অভাব
 - ঘ) সহনশীলতার অভাব
- উত্তর : ঘ
- ◇ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অভিশাপ হিসেবে দেখা হয়—
- ক) দারিদ্র্যকে
 - খ) দুর্নীতিকে
 - গ) জবাবদিহিতার অভাবকে
 - ঘ) শৱনপ্রীতিকে
- উত্তর : খ
- ◇ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় বাধা কোনটি?
- ক) আইনের শাসনের অভাব
 - খ) গণ মাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব
 - গ) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অভাব
 - ঘ) রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব
- উত্তর : খ
- ◇ বিচার বিভাগ স্বাধীনতা লাভ করে কত তারিখে?
- ক) ১ নভেম্বর, ২০০৬
 - খ) ১ নভেম্বর, ২০০৭
 - গ) ১ জানুয়ারি, ২০০৮
 - ঘ) ১ মে, ২০০৭
- উত্তর : খ
- ◇ আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ নষ্ট হয় কিসের অভাবে?
- ক) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
 - খ) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা
 - গ) আইন বিভাগের স্বাধীনতা
 - ঘ) শাসন বিভাগের স্বাধীনতা
- উত্তর : ক
- ◇ আইন ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা নিচের কোনটির অর্থকে নির্দেশ করে?
- ক) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
 - খ) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা
 - গ) আইন বিভাগের স্বাধীনতা
 - ঘ) বাকস্বাধীনতা
- উত্তর : ক
- ◇ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ নয় কোনটি?
- ক) স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা
 - খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা
 - গ) রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা
 - ঘ) স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা
- উত্তর : ঘ
- ◇ বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কে?
- ক) অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান
 - খ) জনাব গোলাম রহমান
 - গ) কাজী রকীবউদ্দীন আহমেদ
 - ঘ) ইকরাম উদ্দীন
- উত্তর : ক
- ◇ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয় কত তারিখে?
- ক) ১ নভেম্বর, ২০০৭
 - খ) ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮
 - গ) ২১ নভেম্বর, ২০০৮
 - ঘ) ১ আগস্ট, ২০০২
- উত্তর : গ

- ১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় কত তারিখে?
- (ক) ২১ নভেম্বর, ২০০৪
 - (খ) ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮
 - (গ) ১ নভেম্বর, ২০০৭
 - (ঘ) ১ আগস্ট, ২০০৩
- উত্তর : গ
- ২) বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক কার্যকর করা প্রয়োজন কোনটি?
- (ক) স্থানীয় সরকার
 - (খ) মানবাধিকার কমিশন
 - (গ) ক্ষমতার ভারসাম্য
 - (ঘ) স্বাধীন কর্ম কমিশন
- উত্তর : ক
- ৩) বাংলাদেশে 'লাল ফিতার দৌরাত্ম্য'র সমার্থক কোনটি?
- (ক) শক্তিশালী আমলাতত্ত্ব
 - (খ) গতানুগতিক আমলাতত্ত্ব
 - (গ) দক্ষ আমলাতত্ত্ব
 - (ঘ) কোনটিই নয়
- উত্তর : খ
- ৪) 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান অশ্রয় সাড়ের অধিকারী'- আইনের শাসনের এ মূল বাণীটি সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে রয়েছে?
- (ক) ১৮ নং অনুচ্ছেদ
 - (খ) ২৭ নং অনুচ্ছেদ
 - (গ) ৬৮ নং অনুচ্ছেদ
 - (ঘ) ১২২ নং অনুচ্ছেদ
- উত্তর : খ
- ৫) বাংলাদেশের অশাসনিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অভাব রয়েছে কোনটিটি?
- (ক) স্বচ্ছতা
 - (খ) জবাবদিহিতা
 - (গ) আমলাতাত্ত্বিক দীর্ঘসূত্রিতা
 - (ঘ) ক ও খ উভয়ই
- উত্তর : ঘ
- ৬) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কোন আইনটি পাস হলেও এখন পর্যন্ত বাত্তবায়িত হয়নি?
- (ক) ন্যায়পাল আইন
 - (খ) ইনডেমনিটি আইন
 - (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ
 - (ঘ) যুক্তোপরাধের বিচার সংক্রান্ত আইন
- উত্তর : ক
- ৭) ন্যায়পাল আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয় কত সালে?
- (ক) ১৯৭২ সালে
 - (খ) ১৯৭৪ সালে
 - (গ) ১৯৮০ সালে
 - (ঘ) ১৯৯১ সালে
- উত্তর : গ
- ৮) শৈতান অধিক মূল্যবোধের শিক্ষা পায়—
- (ক) পরিবারে
 - (খ) রাষ্ট্রে
 - (গ) সমাজে
 - (ঘ) বিদ্যালয়ে
- উত্তর : ক
- ৯) আঞ্চলিক উন্নতির চাবিকাটি কোনটি?
- (ক) প্রাকার্ত্তনিক মূল্যবোধ
 - (খ) গণতাত্ত্বিক মূল্যবোধ
 - (গ) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
 - (ঘ) আঞ্চলিক মূল্যবোধ
- উত্তর : খ

Relation between Values Education and Good Governance (মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের সম্পর্ক)

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁଶାସନେର ସମ୍ପର୍କ : ସମାଜ ଜୀବନେର ମାନୁଷେର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସମ୍ବିଳିତ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସେବା ନୀତିମାଲାର ମାଧ୍ୟମେ ପରିଚାଳିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଁ ତାଦେର ସମ୍ବିଳିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଲେ । ଆର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ହଞ୍ଚେ ଶିଠାଚାର, ସତତା, ନ୍ୟାୟପରାଯଣତା, ସହନଶୀଳତା, ସହମର୍ମିତାବୋଧ, ଶୃଜନବୋଧ ଓ ସୌଜନ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଭୃତି ସୁକୁମାର ବୃତ୍ତି ବା ମାନବୀୟ ଗୁଣବଳୀର ଶିକ୍ଷା । ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ସାଥେ ସୁଶାସନେର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହେଛେ । ଏଗୁଳୋ ନିମ୍ନରୂପ:

- ✓ জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে যেমন সুশাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয় তেমনি তা মূল্যবোধেরও আবশ্যিকীয় উপাদান মনে করা হয়।
 - ✓ কর্তব্যবোধ মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান, কর্তব্যবোধ না থাকলে সুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজনই সচেতনতা ও কর্তব্যবোধকে নাগরিকের অন্যতম গুণ বলা হয়।
 - ✓ সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে সুস্থ, স্বাভাবিক ও সার্থক জীবন যাপনের নিশ্চয়তার বিধান করা— মূল্যবোধ ও সুশাসন উভয়েরই লক্ষ্য।
 - ✓ মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের ধারণা পরম্পরারে— সম্পূরক।
 - ✓ মূল্যবোধের যথার্থ উপস্থিতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়— সুশাসন।
 - ✓ মূল্যবোধ শিক্ষা ব্যক্তিকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে— সুশাসনের ভিত্তকে মজবুত করে।
 - ✓ বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাংগে প্রয়োজন— মূল্যবোধ শিক্ষার।
 - ✓ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সুশাসনের অন্যতম প্রধান উপাদান, আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে— মূল্যবোধ শিক্ষা।
 - ✓ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ ব্যবহায় মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় জীবনে যে ক্ষত বা অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে তা থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করতে পারে— মূল্যবোধ শিক্ষা।
 - ✓ রাষ্ট্রনায়কদের মূল্যবোধের অভাব থাকলে কখনো সম্ভব হয় না— সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
 - ✓ মূল্যবোধ শিক্ষা মানুষের নৈতিক গুণাবলী জাগ্রত্ত ও বিকশিত করতে সাহায্য করে। আর নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ছাড়া সুশাসন কাল্পনিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।
 - ✓ সুশাসন ও মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণা উভয়ই— মানবজাতির জন্য ইতিবাচক।
 - ✓ সরকার ও রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণমূখ্যতা উভয়ই— মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপাদান।

ଓরু তপূর্ণ প্রশ্নাবলী

- ১) বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সর্বাত্মে প্রয়োজন—
 (ক) নৈতিক শিক্ষার প্রসার
 (গ) গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার (ৰ) মূল্যবোধ শিক্ষার প্রসার
 (ৱ) অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রসার (৩) অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রসার
- উত্তর : খ
- ২) আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ ব্যবহায় সব ধরনের অবক্ষয়জনিত সমস্যা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারে কোনটি?—
 (ক) সুশাসন
 (গ) নৈতিকতার শিক্ষা (ৰ) মূল্যবোধ শিক্ষা
 (৩) কারিগরি শিক্ষা (৪) কারিগরি শিক্ষা
- উত্তর : খ
- ৩) ব্যক্তিকে সার্বিক পরিহিতি সম্পর্কে সচেতন ও সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে সুশাসনের শিক্ষাকে শক্তিশালী করে কোনটি?—
 (ক) মূল্যবোধ শিক্ষা
 (গ) নৈতিকতার শিক্ষা (ৰ) সুশাসন
 (৩) সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত শিক্ষা (৪) দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন
- উত্তর : ক
- ৪) বাংলাদেশের যত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতি দূরীকরণের অন্যতম প্রধান উপায় হলো—
 (ক) মূল্যবোধের শিক্ষার প্রসার
 (গ) আইনের শাসন (ৰ) সামাজিক ন্যায়বিচার
 (৩) আইনের শাসন (৪) দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন
- উত্তর : ক
- ৫) কোনটি অনুশীলন ব্যতীত সুশাসনের উপাদান সমূহকে যথোর্থভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়?
 (ক) নৈতিকতা
 (গ) আইনের শাসন (ৰ) মূল্যবোধ
 (৩) জবাবদিহিতা (৪) দুর্নীতি
- উত্তর : খ
- ৬) মূল্যবোধ শিক্ষা কোনটিকে লালন করে?—
 (ক) সুশাসন
 (গ) গণতান্ত্রিক চেতনা (ৰ) নৈতিকতা
 (৩) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (৪) সামাজিক প্রগতি
- উত্তর : ক
- ৭) কোনটি ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা কাঞ্চনিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়?
 (ক) মূল্যবোধের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা
 (গ) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (ৰ) নৈতিকতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠা
 (৩) শক্তিশালী স্থানীয় সরকার
- উত্তর : ক
- ৮) সুশাসন ও মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণা উভয়ই মানবজাতির জন্য—
 (ক) ইতিবাচক
 (গ) ক্ষতিকর (ৰ) নৈতিবাচক
 (৩) উকুত্তুহীন
- উত্তর : ক
- ৯) সুশাসন ধারণাটির উত্তৰ হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
 (ক) ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে
 (গ) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে (ৰ) ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে
 (৩) ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে
- উত্তর : খ
- ১০) 'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়'— এটা কার মত?
 (ক) ম্যাককরণী
 (গ) ম্যার (ৰ) ম্যাকাইভার
 (৩) ফ্রাঙ্কেল
- উত্তর : ক
- ১১) (গ) গুণ মানুষকে অন্যায় হতে বিরুদ্ধ রাখে এবং ন্যায় কাজে নিয়োজিত করে, তাই—
 (ক) সংগ্রাম
 (গ) সহনশীলতা (ৰ) নৈতিকতা
 (৩) সহমর্মিতা
- উত্তর : খ
- ১২) 'গৃহ'র প্রতি অনুরাগ ও অত্ম'র প্রতি বিরাগই হয়েছে নৈতিকতা।'—কার উকি?
 (ক) ম্যার
 (গ) প্রেস্টেল (ৰ) হেইট
 (৩) এরিস্টেল
- উত্তর : ক

- ❖ 'সামাজিক মূল্যবোধ হল সেসব রহিনীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে আশা করে এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে শাশ্বত করে।' —কার উকি?
- ক) স্টুয়ার্ট সি ডড
 - খ) ফ্লাইভ ফ্লুখন
 - গ) এম আর উইলিয়াম
 - ঘ) নিকোলাস রেসার
- উত্তর : ক
- ❖ আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য কোন কে?
- ক) ম্যাকিয়াভেলি
 - খ) ম্যাকাইভার
 - গ) ম্যুর
 - ঘ) স্টুয়ার্ট সি ডড
- উত্তর : ক
- ❖ নৈতিকতার ধারণাটি—
- ক) অনিদিষ্ট ও অস্পষ্ট
 - খ) সুনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট
 - গ) সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট
 - ঘ) অনিদিষ্ট ও সুস্পষ্ট
- উত্তর : ক
- ❖ নৈতিকতার পরিধি—
- ক) আইনের মত
 - খ) আইনের চেয়ে বড়
 - গ) আইনের চেয়ে ছোট
 - ঘ) আইনের চেয়ে কিছুটা ছোট
- উত্তর : খ
- ❖ রাষ্ট্র সাধারণত কোনটিকে অনুসরণ করে?
- ক) স্বার্থপরতা
 - খ) নিঃস্বার্থপরতা
 - গ) নৈতিকতা
 - ঘ) সহনশীলতা
- উত্তর : গ
- ❖ *Morals* শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দটি?
- ক) ল্যাটিন শব্দ *mas*
 - খ) ল্যাটিন শব্দ *morality*
 - গ) টিউটনিক শব্দ *lag*
 - ঘ) ল্যাটিন শব্দ *moralitas*
- উত্তর : ক
- ❖ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ অসম্ভব নিচের কোনটির উপর্যুক্তিতে?
- ক) ভাল-মন্দ বোধ
 - খ) ন্যায়-অন্যায় বোধ
 - গ) দুর্নীতি-সজ্ঞনপ্রীতি বোধ
 - ঘ) উচিত-অনুচিত বোধ
- উত্তর : ঘ

General Perception of Values Education and Good Governance (মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা)

মূল্যবোধ শিক্ষা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

মূল্যবোধ শিক্ষা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা : মূল্যবোধ শিক্ষা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা গ্রামীণ, শহরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছুটা ভিন্ন রূপ ধারণ করে। গ্রামীণ ধারণা অনুযায়ী যে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত গীতিনীতি, প্রথা, আদর্শ ইত্যাদির বিকাশ ঘটে তাই হল মূল্যবোধ। শক্তি। শহরের মূল্যবোধের ধারণায় গ্রামের প্রচলিত আদর্শিক ধ্যান ধারণার পরিবর্তে আধুনিকতার উপাদান সমূহকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রচলিত অর্থে আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ বলতে আমরা আন্তর্জাতিক গীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা তথা বিশ্বজনীন বোধের আদর্শিক দিককেই বুঝে থাকি।

গ্রামীণ ধারণা অনুযায়ী- যে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত গীতিনীতি প্রথা, আদর্শ ইত্যাদির বিকাশ ঘটে তাই হল— মূল্যবোধ শিক্ষা।

গ্রামীণ ধারণা অনুযায়ী- শারীরিক, স্বাস্থ্য, মানসিক, পরিচ্ছন্নতা, সমাজে প্রচলিত আদর্শ-কায়দা ও আচরণ, নৈতিকতার উন্নয়ন, ধর্মীয় আদর্শের বিকাশ ইত্যাদি মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্য।

গীতিনীতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী— মূল্যবোধ শিক্ষা লাভ করে।

গ্রামীণ মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মন্দাসা, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি।)

গ্রামীণ ধারণা অনুযায়ী মূল্যবোধ শিক্ষা বলতে বুঝায়— নৈতিক শিক্ষাকে।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদির ধারণা শহরের মূল্যবোধের ধারণা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

শহরের মানুষের মূল্যবোধ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, সভা-সমিতি, সেমিনার ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নৈতিকতার সংকট, ব্যক্তিগত বোধের প্রাধান্য, পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকার শৈথিল্য, গুণান্বয় ও প্রযুক্তির উপর অধিক নির্ভরশীলতা, বৈদেশিক অপসংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি— মূল্যবোধের অবক্ষয়ের নিয়ামক শক্তিশালী।

গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধের অবক্ষয় নিরসনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে— মূল্যবোধ শক্তির প্রসারকে।

সুশাসনের প্রচলিত ধারণা

গণ-বাধ্যক কাঠামোতে সুশাসন দক্ষ ও কর্মী প্রশাসনের সহযোগী হিসেবে কাজ করে। সুশাসনের মানদণ্ড নেওয়া এবং দশকে বেশি গুরুত্ব পায় উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গিয়ে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১৯৯২ সালের 'Governance and Development' রিপোর্টে সুশাসনের সংজ্ঞা গণ্ডানন্দ করে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনের ১৯৯৪ সালের 'Governance : The World Bank's Experience' রিপোর্টে সুশাসনের কার্যাবলি মূল্যায়নের জন্য ৪টি বিষয় উল্লেখ করেন—
১. পরামর্শ প্রদান
২. পরামর্শ প্রদান
৩. পরামর্শ প্রদান
৪. পরামর্শ প্রদান

২. জবাবদিহিতা।
 ৩. উন্নয়নের আইনী কাঠামো। এবং
 ৪. স্বচ্ছতা ও তথ্য নিশ্চিতকরণ।
- ✓ *IDA* সুশাসনের কয়টি উপাদান উল্লেখ করেছে— ৪টি (জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ)।
- ✓ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (*ADB*) ১৯৯৫ সালের '*Governance : Sound Development Management*' রিপোর্টে সুশাসনের ধারণা দেয়।
- ✓ *IDA* সরকারের কয়টি ডাইমেনশন উল্লেখ করেন— ২টি (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক)।
 ক. রাজনৈতিক ডাইমেনশন হল গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা।
 খ. অর্থনৈতিক ডাইমেনশন হল জাতীয় সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- ✓ *IDA* সুশাসনের ৪টি উপাদানের উপর গুরুত্বারোপ করে—
 ক. জবাবদিহিতা (*Accountability*)
 খ. অংশগ্রহণ (*Participation*)
 গ. ভবিষ্যৎবাণী (*Predictability*)
 ঘ. স্বচ্ছতা (*Transparency*)
- ✓ আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (*AFDB*) সুশাসনের ধারণা প্রদান করে— ১৯৯৯ সালে।
- ✓ *AFDB* সুশাসনের ৫টি উপাদান উল্লেখ করে—
 ক. জবাবদিহিতা (*Accountability*)
 খ. স্বচ্ছতা (*Transparency*)
 গ. দুর্নীতি দমন (*Combating Corruption*)
 ঘ. অংশগ্রহণ (*Participation*)
 ঙ. আইন ও বিচার বিভাগীয় সংস্করণ (*Legal and judicial Reforms*)
- সুশাসনের প্রচলিত ধারণা হতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়:**
১. দক্ষ ও সচল প্রশাসন নিশ্চিতকরণ।
 ২. নাগরিকের জীবনযান উন্নয়ন।
 ৩. প্রতিষ্ঠানের বৈধতা নিশ্চিতকরণ।
 ৪. প্রশাসনকে জবাবদিহিমূলক করে নাগরিকের সেবা প্রদান করা।
 ৫. দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।
 ৬. তথ্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
 ৭. প্রশাসনের ব্যয় কমানো।
 ৮. প্রত্যেকটি বিভাগ ও অধিদপ্তরকে স্ব-স্ব লক্ষ্য অর্জনের নিশ্চয়তা প্রদান করা।
 ৯. সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি করা।
 ১০. কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের উৎপাদনশীল করে গড়ে তোলা।
 ১১. প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও তার সেবা নিশ্চিত করা।
- ✓ সাধারণ প্রচলিত গ্রামীণ ধারণায়— সুশাসন বলতে শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনগণের খেয়ে পড়ে সুখ শান্তিতে বেঁচে থাকার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করাকে বুঝায়।
- ✓ আইনের শাসন, জনগণের অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি উপাদানসমূহের উপর্যুক্তি— গ্রামীণ সুশাসনের ধারণায় অনুপস্থিত।

- ✓ সকল প্রকার নাগরিক সুবিধার নিচয়তা বিধান, আইনের শাসন, সুযোগের সমতা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, ব্রহ্মতা, অংশগ্রহণের সুযোগ, নীতির গণতন্ত্রায়ণ, স্থাধীন বিচার বিভাগ, বাক স্থাধীনতা, স্থাধীন ও মুক্ত সংবাদ মাধ্যম ইত্যাদি সবই— শহরের সুশাসনের ধারণার আওতাভুক্ত।
 - ✓ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক উদ্ভাবিত সুশাসনের ধারণাটির সাথে দেশ ও সমাজভেদে আরো কিছু স্বকীয় উপাদানের সমষ্টিয়ে— শহরের মানুষের সুশাসনের ধারণাটি গড়ে উঠেছে।
 - ✓ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুশাসনের ধারণা হল— শাসন ব্যবস্থার উন্নততর ও নবতর সংকরণ।
 - ✓ বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সুশাসনকে গণ্য করে— উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে।
 - ✓ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা— সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সাহায্য প্রদানের অন্তর্ম শর্ত হিসেবে আবোপ করে।

ওকুতপৰ্ণ প্ৰশাবণি

- | | | | |
|---|--|---|-----------|
| ❖ মূল্যবোধের সর্বাপেক্ষা উত্তীর্ণপূর্ণ উপাদান কোনটি? | ক) সহনশীলতা
গ) শ্রমের মর্যাদা | খ) সামাজিক ন্যায়বিচার
গ) নীতি ও উচিত্যবোধ | উত্তর : ঘ |
| ❖ নীতি ও উচিত্যবোধের অনুমোদন ব্যক্তি কোথা থেকে পেয়ে থাকে? | ক) পরিবার
গ) রাষ্ট্র | খ) সমাজ
গ) বিবেক | উত্তর : ঘ |
| ❖ নীতি ও উচিত্যবোধের ভিত্তি ভূমি ও বিকাশ ক্ষেত্র যথাক্রমে— | ক) বিবেক ও সমাজ
গ) আত্মসংযম ও রাষ্ট্র | খ) বিবেক ও পরিবার
গ) বৃদ্ধি ও সমাজ | উত্তর : ক |
| ❖ শ্রেষ্ঠতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কোনটি? | ক) শৃঙ্খলাবোধ
গ) সহমর্মিতা | খ) সহনশীলতা
গ) দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরণ | উত্তর : খ |
| ❖ উভেজনা প্রশ্নমন ও সুবী সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়তা করে— | ক) সহনশীলতা
গ) সহমর্মিতা | খ) শৃঙ্খলাবোধ
গ) অধিকার ও কর্তব্য সচেতনতা | উত্তর : ক |
| ❖ মানবিক ও সামাজিক শৃণ হল— | ক) শ্রমের মর্যাদা
গ) শৃঙ্খলাবোধ | খ) অপরের ধর্মতত্ত্বে সহজ করা
গ) সহমর্মিতা | উত্তর : ক |
| ❖ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে সমাজের অঞ্চলিত ভৱান্বিত করে কোনটি? | ক) শৃঙ্খলাবোধ
গ) আইনের শাসন | খ) শ্রমের মর্যাদা
গ) সহমর্মিতা | উত্তর : খ |
| ❖ নাগরিকের প্রধান কর্তব্য কোনটি? | ক) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ
খ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা
গ) নিয়মিত কর প্রদান
ঘ) আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও আইন মেনে চলা | | উত্তর : ক |

- ১) কেন মূল্যবোধের কারণে সমাজে ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়?
 (ক) সামাজিক মূল্যবোধ
 (গ) রাজনৈতিক মূল্যবোধ (৩) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
 (৫) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ (৭) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ উত্তর : ঘ
- ২) ব্যক্তি জীবনের জৈবিক ও মানসিক চাহিদা পরিত্তির সাথে সম্পৃক্ষ মূল্যবোধ কোনটি?
 (ক) সামাজিক মূল্যবোধ
 (গ) সৌন্দর্য সম্মাননার মূল্যবোধ (৩) শারীরিক ও বিলোদনমূলক মূল্যবোধ
 (৫) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ (৭) নৈতিক মূল্যবোধ উত্তর : খ
- ৩) ব্যক্তিগতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারা কোন মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ষ?
 (ক) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ
 (গ) শারীরিক ও বিলোদনমূলক মূল্যবোধ (৩) সৌন্দর্য সম্মোহনের মূল্যবোধ
 (৫) নৈতিক মূল্যবোধ (৭) সৌন্দর্য সম্মোহনের মূল্যবোধ উত্তর : খ
- ৪) প্রচলিত শিক্ষার আদর্শিক লক্ষ্যের একটি প্রধান দিক হল—
 (ক) মূল্যবোধ শিক্ষা (৩) সুশাসনের শিক্ষা
 (গ) আইন-কানুনের শিক্ষা (৭) সংস্কৃতির শিক্ষা উত্তর : ক
- ৫) একটি দেশের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষতার অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে কোনটি?
 (ক) মূল্যবোধ শিক্ষা (৩) নৈতিক শিক্ষা
 (গ) সুশাসনের শিক্ষা (৭) বৃত্তিমূলক শিক্ষা উত্তর : খ
- ৬) সাময়িক শিক্ষার লক্ষ্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ—
 (ক) সুশাসনের শিক্ষা (৩) মূল্যবোধ শিক্ষা
 (গ) সামাজিকতার শিক্ষা (৭) বৃত্তিমূলক শিক্ষা উত্তর : খ
- ৭) মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি হল—
 (ক) মূল্যবোধ (৩) নৈতিকতা
 (গ) সংস্কৃতি (৭) নীতি ও ঔচিত্যবোধ উত্তর : ক
- ৮) মূল্যবোধ শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য কি?
 (ক) সামাজিক অবক্ষয় রোধ (৩) সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূখিতা
 (গ) সরকার ও রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা (৭) সামাজিক ন্যায়বিচার উত্তর : ক
- ৯) বাংলাদেশ সংবিধানে সুশাসন ধারণ করা হয়েছে—
 (ক) দশম অনুচ্ছেদে (৩) একাদশ অনুচ্ছেদে
 (গ) সপ্তম অনুচ্ছেদ (৭) অষ্টম অনুচ্ছেদে উত্তর : খ
- ১০) বাংলাদেশে চৱম অবক্ষয় ঘটেছে—
 (ক) সামাজিক মূল্যবোধের (৩) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের
 (গ) অর্থনৈতিক মূল্যবোধের (৭) আধুনিক মূল্যবোধের উত্তর : ক
- ১১) বাংলাদেশে মূল্যবোধের অবক্ষয় দূর করার সর্বোত্তম উপায়—
 (ক) নৈতিক শিক্ষার প্রসার (৩) মূল্যবোধ শিক্ষার প্রসার
 (গ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জোরালোকরণ (৭) সামাজিক রান্তিনীতির চৰ্চা বৃদ্ধিকরণ উত্তর : খ

- ❖ কোন ধারণাটি বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসক্রিপশন নামে পরিচিত?
- (ক) সুশাসনের ধারণা
 - (খ) মূল্যবোধের ধারণা
 - (গ) নৈতিকতার ধারণা
 - (ঘ) পুঁজিবাদের ধারণা
- উত্তর : ক
- ❖ সুশাসনের ধারণাটির উদ্ভবের পেছনের প্রেক্ষাপট কোনটি?
- (ক) দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে বিশ্বব্যাংকের ব্যর্থতা
 - (খ) আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বব্যাংকের ব্যর্থতা
 - (গ) বিশ্বব্যাপী মন্দা দূরীকরণে ব্যর্থতা
 - (ঘ) ২য় বিশ্বযুক্তের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা
- উত্তর : খ
- ❖ UNHCR এর মতে সুশাসনের উপাদান কয়টি?
- (ক) ৪টি
 - (খ) ৫টি
 - (গ) ৮টি
 - (ঘ) ১০টি
- উত্তর : খ
- ❖ 'Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development.' সুশাসন সম্পর্কিত উক্তিটি কোন জাতিসংঘ মহাসচিবের?
- (ক) Kofi Annan
 - (খ) Banki-Moon
 - (গ) Boutros-Ghali
 - (ঘ) Javier Perz de Chellar
- উত্তর : ক
- ❖ বিশ্বব্যাংক সুশাসনকে উন্নয়নের এজেন্ডা ভূক্ত করে কর্তৃ?
- (ক) সতর দশকে
 - (খ) আশির দশকের প্রথমার্ধে
 - (গ) আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে
 - (ঘ) নবই এর দশকের শুরুতে
- উত্তর : গ
- ❖ বিশ্বব্যাংক চিহ্নিত সুশাসনের সূচক কয়টি?
- (ক) ৫টি
 - (খ) ৬টি
 - (গ) ৮টি
 - (ঘ) ১০টি
- উত্তর : খ
- ❖ ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলোতে শাসন ব্যবহায় আন্তর্জাতিক মানের অভাবকে সুশাসনের ধারণার উদ্ভবের কারণ উল্লেখ কোন সংস্থাটি?
- (ক) জাতিসংঘ
 - (খ) বিশ্বব্যাংক
 - (গ) আইএমএফ
 - (ঘ) ইউএনএইচসি আর
- উত্তর : খ
- ❖ আইএমএস সুশাসনকে উন্নয়ন সহায়তায় এজেন্ডাভূক্ত করে কবে?
- (ক) ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে
 - (খ) ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে
 - (গ) ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে
 - (ঘ) ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে
- উত্তর : ঘ
- ❖ অংশগ্রহণমূলক পক্ষতিকে সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে—
- (ক) বিশ্বব্যাংক
 - (খ) জাতিসংঘ
 - (গ) এডিবি
 - (ঘ) আইএমএফ
- উত্তর : গ
- ❖ 'সুশাসন সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে।' —কার মত?
- (ক) UNDP
 - (খ) World Bank
 - (গ) IMF
 - (ঘ) UN
- উত্তর : ক
- ❖ 'দেশের উন্নয়নে প্রতিটি জরুর জন্য সুশাসন আবশ্যিক'— কার মত?
- (ক) UNDP
 - (খ) World Bank
 - (গ) IMF
 - (ঘ) UN
- উত্তর : গ

- ଫ) ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧେର ଅବକ୍ଷୟ ନିରସନେ ସବଚେଯେ ବେଶି ଶୁରୁ ଦେଇବା ହେଯେଛେ—
 ୩) ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ୪) ନୈତିକତାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର
 ୫) ସାମାଜିକତାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ୬) ଧର୍ମୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର

ଉତ୍ତର : କ

ଫ) ଗ୍ରାମୀଣ ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ନିକଟ ସୁଶାସନେର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ୟ ଅନେକଟାଇ—
 ୩) ଜାନା ୪) ଅଜାନା
 ୫) କାନ୍ତିକତ ୬) ପରିଚିତ

ଉତ୍ତର : ଥ

ଫ) ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃକ ଜନଗପେର ଖେଳେ ପଡ଼େ ସୁଖ-ଶାସନରେ ବେଚେ ଥାକାର ଅଧିକାରେର ନିଶ୍ଚଯତା ବିଧାନ କୌଣ ଅପ୍ରଳେର ସୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା?
 ୩) ଗ୍ରାମୀଣ ଅପ୍ରଳେର ୪) ଶହରେ ଅପ୍ରଳେର
 ୫) ପାଶାତ୍ୟେର ୬) ଗ୍ରାମ ଓ ଶହର ଉଭୟରେ

ଉତ୍ତର : କ

ଫ) କୋନଟି ଗ୍ରାମୀଣ ସୁଶାସନେର ଧାରଣାର ଅପରିହାର୍ୟ ଅଙ୍ଗ—
 ୩) ସରକାରି ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧାୟ ସମାଧିକାର
 ୪) ସରକାରି ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧାର ବୈଷମ୍ୟ
 ୫) ସରକାରି ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧାର ଧାରଣାର ଅନୁପର୍ଦ୍ଧିତ
 ୬) ସରକାରି ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧାୟ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କେ ଉଦ୍ାସୀନତା

ଉତ୍ତର : କ

ଫ) ଗ୍ରାମୀଣ ଧାରଣାୟ ସୁଶାସନ କୋନଟି?
 ୩) ମୌଲିକ ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚଯତାର ଜନ୍ୟ ନିବେଦିତ ଶାସନ ବ୍ୟବହାର
 ୪) ମୌଲିକ ଅଧିକାର ବାନ୍ଧବାୟନେର ଜନ୍ୟ ଉଦ୍ଦାସୀନ ଶାସନ ବ୍ୟବହାର
 ୫) ମୌଲିକ ଅଧିକାର ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶାସନ ବ୍ୟବହାର
 ୬) ଗ୍ରାମୀଣ ଧାରଣାୟ ସୁଶାସନେର ଧାରଣା ଅନୁପର୍ଦ୍ଧିତ

ଉତ୍ତର : କ

ଫ) ସୁଶାସନେର ଶହରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଧାରଣାର ମଧ୍ୟେ—
 ୩) ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ୪) ପାର୍ଥକ୍ୟ ନେଇ
 ୫) ବିନ୍ଦୁର ପାର୍ଥକ୍ୟ ୬) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ

ଉତ୍ତର : ଥ

ଫ) ସୁଶାସନେର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଧାରଣାର ଉତ୍ସାବ—
 ୩) ବିଶ୍ୱବ୍ୟାକ ୪) ଜାତିସଂଘ
 ୫) ଆଇଏମ୍‌ଆଫ୍ ୬) କ ଓ ଖ ଉଭୟ

ଉତ୍ତର : ଘ

Importance of Values Education and Good Governance in the life of an individual as a citizen as well as in the making of society and national ideals

(সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠন এবং ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের গুরুত্ব)

সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠন এবং ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব

সমাজে প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে। এসব মূল্যবোধ গড়ে ওঠে সমাজ জীবনে দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করার মানবীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, বিশেষ রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ দীর্ঘদিনের লালিত আচার-বিশ্বাস ও স্থানীয় রেওয়াজ প্রথার আলোকে নির্মিত হয় কোন সমাজের নিজস্ব আদর্শ ও মূল্যবোধ। এভাবে প্রতিটি সমাজে গড়ে ওঠে আচার-আচরণের মান, আচার-আচরণের সমাজ স্থীকৃত পছন্দ, আচরণ মূল্যায়নের মাপকাঠি ও ভাল-মন্দ, ঠিক-বেষ্টিক, কাঙ্ক্ষিক-অনাকাঙ্ক্ষিক বলে আখ্যা দেয়া সমাজ স্থীকৃত ধারণা। তাই সমাজ ব্যবহ্যায় মূল্যবোধ সম্পর্কে জানা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

- ✓ ব্যক্তির আচার-আচরণ তথা তার চরিত্র গঠনে তার নিজস্ব সমাজের মূল্যবোধ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।
- ✓ ব্যক্তি বিভিন্ন পরিবেশে কিভাবে মিশবে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদ অনুযায়ী কিভাবে আচরণ করবে কাকে স্নেহ আর কাকে শ্রদ্ধা করবে, কাকে কিভাবে সমীহ করবে, কোন বিষয় কতটা ভক্তিভরে বা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করবে তার অনেকটাই তার সমাজ থেকে অর্জিত আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে।
- ✓ সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
- ✓ বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, গোষ্ঠী ও শ্রেণির প্রতি কি ধরনের মনোভাব পোষণ করবে তা নির্ভর করে ব্যক্তির মনোভাব ও ব্যক্তিত্বের ধরনের ওপর। আর এই ব্যক্তিত্ব ও মনোভাব তৈরিতে সমাজের মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে।
- ✓ পরিণত বয়সে ব্যক্তি তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে কি ভূমিকা রাখবে সেটাও অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয় বাল্য ও কৈশোরে সমাজ থেকে অর্জিত মূল্যবোধ দ্বারা।

মূল্যবোধ সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে। কেননা, সমাজবৰ্দ্ধ মানুষ তাদের নিজ নিজ মূল্যবোধের শিক্ষানুযায়ী সমাজে ঐক্যবন্ধনে সংহতি ও হ্রিতিশীলতা রক্ষা করে বসবাস করে।

- ✓ মূল্যবোধ হল সমাজের চালিকা শক্তি। ব্যক্তি যেমন তার সমাজের মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় সমাজও তার লক্ষ্য অর্জনে মূল্যবোধকে কাজে লাগায়।
- ✓ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম ও দেশান্তরোধ জাগ্রত করে—মূল্যবোধ শিক্ষা।

মূল্যবোধ শিক্ষা— মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক সৌহার্দ্য ও সহানুভূতিশীল মনোভাব জাগ্রত হয়— মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে।

প্রতিটি দেশ ও সমাজ মাঝেরই থাকে কতিপয় স্বকীয় রীতিনীতি ও আদর্শ, আর এসব রীতিনীতি ও আদর্শের প্রতি ব্যক্তিকে সদা জাগ্রত ও সচেতন রাখার মূল দায়িত্বটি পালন করে— মূল্যবোধ শিক্ষা।

সমাজের সভ্য হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষেরই রয়েছে তার স্বকীয় জীবনাদর্শ আর এ জীবনাদর্শের মূল আদর্শিক দিকটাই গড়ে দেয়— মূল্যবোধ শিক্ষা।

একজন ব্যক্তিকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য যথাপোযুক্ত করে তোলে— মূল্যবোধ শিক্ষা।

- ✓ ব্যক্তির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক্য ও ভাড়ত্ববোধ তৈরির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নকে তুরাদ্বিত করতে তাংপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— মূল্যবোধ শিক্ষা।
- ✓ মূল্যবোধ শিক্ষা ভূমিকা পালন করে— সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নৈতিক অবক্ষয় রোধ এবং ঘূর্ষণ ও দুর্বীতি প্রতিরোধে।
- ✓ মানুষের আচরণে সামাজিক মাপকাঠি হল— মূল্যবোধ।
- ✓ অন্যায়, অবচয়, সংজ্ঞাস, দুর্বীতি, বিশ্বাখ্লা ইত্যাদি আশ্রয়-প্রশ্নয়দানের বিরোধিতা করার শিক্ষা দেয়— মূল্যবোধ শিক্ষা।

সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠন এবং ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে সুশাসনের উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন। সুশাসন সামাজিক সমতা রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক অধিকার রক্ষায় কাজ করে। উৎকৃষ্ট নাগরিক জীবন গঠন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সুশাসনের ভূমিকা অনশ্বীকার্য।

মানবাধিকার নীতিমালা ও সুশাসন

সুশাসনের নীতিসমূহ	ইউএনডিপি নীতিসমূহ	জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা (পত্র)	বাংলাদেশ সর্বিধানে মানবাধিকার
বৈধতা ও বাক স্বাধীনতা	সকলের অংশগ্রহণ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ সকলের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা— অনুচ্ছেদ-১৯ ✓ সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা— অনুচ্ছেদ-২০ ✓ সমাজের প্রতি সকলের দায়িত্ববোধ— অনুচ্ছেদ-২১ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ চলাফেরার স্বাধীনতা— অনুচ্ছেদ ৩৬ ✓ সমাবেশের স্বাধীনতা— অনুচ্ছেদ ৩৭ ✓ সংগঠনের স্বাধীনতা— অনুচ্ছেদ ৩৮ ✓ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা— অনুচ্ছেদ ৩৯
	সম্পত্তি নির্ভর	<ul style="list-style-type: none"> ✓ জনগণের ইচ্ছাই সরকারের কর্তৃত্বের ভিত্তি— অনুচ্ছেদ ২১ ✓ অধিকার ও স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার্থে জনগণকে আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা— অনুচ্ছেদ ২৯ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ— অনুচ্ছেদ ৭(১)
ন্যায়বোধ	সমতা	<ul style="list-style-type: none"> ✓ সকল মানুষ স্বাধীনতাবে অন্যান্যগ করে এবং মর্যাদা ও অধিকারে সমান— অনুচ্ছেদ ১ ✓ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, সম্পত্তি, রাজনীতি ও জন্মের উপর ভিত্তি করে কাউকে বৈষম্যের বীকার না করা— অনুচ্ছেদ ২ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাট্টি বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না— অনুচ্ছেদ ২৮(১)
	আইনের শাসন	<ul style="list-style-type: none"> ✓ মানবাধিকার আইনের শাসন ধারা সংরক্ষিত হবে— প্রত্যাবনা ✓ আইনের চোখে সকলেই সমান— অনুচ্ছেদ ৭ ✓ বিনা বিচারে কাউকে ঘেঁঠা, আটক ও নির্বাসিত না করা— অনুচ্ছেদ ৫ ✓ কেউ সম্পত্তির অধিকার হতে বর্ষিত হবে না— অনুচ্ছেদ ১৭ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার— অনুচ্ছেদ ২৭ ✓ ঘেঁঠার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকৰণ— অনুচ্ছেদ ৩৩ ✓ সম্পত্তির অধিকার— অনুচ্ছেদ ৪২

- ✓ ‘রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক’— মিশেল ক্যামডেসোস।
- ✓ “সুশাসনের ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদগুলোর টেকসই উন্নয়ন ঘটে”— বিশ্বব্যাংক।
- ✓ রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে— সুশাসন।
- ✓ জাতীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের নিষিয়তা বিধান করে— সুশাসন।
- ✓ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে— সুশাসন।
- ✓ জনগণ সততা ও সতর্কতার সাথে ভোটদান ও প্রার্থী বাহাই করে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে সীয় ভূমিকা পালন করতে পারে না— সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে।
- ✓ “সুশাসনের মাধ্যমেই নাগরিকগণ তাদের আগ্রহ ও আশা-আকাঞ্চকার প্রকাশ করতে পারে, তাদের অধিকার ভোগ করে এবং তাদের চাহিদা মেটাতে পারে”— UNDP.
- ✓ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে নাগরিকদের মতামত প্রকাশের অধিকারের পথ সুগম করে— সুশাসন।
- ✓ মানুষের সন্তুষ্টি বিধান, সমতা, কল্যাণমূলক কাজ, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজন— সুশাসন।

উচ্চত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী

১. সুশাসনকে অন্য কি নামে আখ্যায়িত করা যায়?

- (ক) মূল্যবোধ
 (গ) সামাজিকতা
 (৮) সামাজিক প্রথা
 (ৰ) আইন

উত্তর : ক

২. নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার প্রাথমিক মাধ্যম নিচের কোনটি?

- (ক) পরিবার
 (গ) সমাজ
 (৮) রাষ্ট্র
 (ৰ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

উত্তর : ক

৩. মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য কোনটি?

- (ক) সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠন
 (গ) মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন
 (৮) মৌলিক অধিকার রক্ষা
 (ৰ) দারিদ্র্য বিমোচন

উত্তর : ক

৪. সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ সম্মত রাখা কোনটির লক্ষ্য?

- (ক) সুশাসন
 (গ) নৈতিকতার শিক্ষা
 (৮) মূল্যবোধ শিক্ষা
 (ৰ) গণতন্ত্রের চৰ্চা

উত্তর : খ

৫. মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম ও দেশাভিবোধ জাহাত করে—

- (ক) মূল্যবোধ শিক্ষা
 (গ) আইনের শাসন
 (৮) সুশাসন
 (ৰ) সাম্প্রদায়িকতা

উত্তর : ক

৬. নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে কোনটি?

- (ক) মূল্যবোধ শিক্ষা
 (গ) আইনের শাসন
 (৮) বিচার বিভাগ

উত্তর : ক

৭. পরিবারিক ও সামাজিক সৌহার্দ্য ও সহানুভূতিশীল মনোভাব জাহাত করে—

- (ক) আইনের শাসন
 (গ) মূল্যবোধ শিক্ষা
 (৮) সরকার
 (ৰ) সুশাসন

উত্তর : গ

- ❖ নাগরিককে স্বকায় বীতিনীতি ও আদর্শ সম্পর্কে সদাজ্ঞাহত ও সচেতন করার মূল দায়িত্ব পালন করে—
- (ক) সরকার
 - (গ) স্বাধীন গণমাধ্যম
 - (৬) মূল্যবোধ শিক্ষা
 - (৮) রাজনৈতিক দল
- উত্তর : খ
- ❖ ব্যক্তির জীবনাদর্শের মূল আদর্শিক দিকটি গড়ে তোলে কোনটি?
- (ক) রাষ্ট্র
 - (গ) মূল্যবোধ শিক্ষা
 - (৬) বিচার বিভাগ
 - (৮) সুশাসন
- উত্তর : গ
- ❖ ব্যক্তিকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে তোলে—
- (ক) মূল্যবোধ শিক্ষা
 - (গ) সংবিধান
 - (৬) স্বাধীন প্রচার মাধ্যম
 - (৮) নৈতিকতা
- উত্তর : ক
- ❖ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ঐক্য ও আত্মবোধ জাহাত করে কোনটি?
- (ক) সুশাসন
 - (গ) আমলাতত্ত্ব
 - (৬) সরকার
 - (৮) মূল্যবোধ শিক্ষা
- উত্তর : ঘ
- ❖ জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোনটি?
- (ক) মূল্যবোধ শিক্ষা
 - (গ) স্বাধীন বিচার বিভাগ
 - (৬) নৈতিকতা
 - (৮) সুশাসন
- উত্তর : ক
- ❖ নিচের কোনটির ক্ষেত্রে মূল্যবোধ শিক্ষা ভূমিকা পালন করে না?
- (ক) সুশাসন প্রতিষ্ঠা
 - (গ) ঘূষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ
 - (৬) নৈতিক অবক্ষয় রোধ
 - (৮) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
- উত্তর : ঘ
- ❖ মানবের আচরণের সামাজিক মাপকাটি—
- (ক) মূল্যবোধ
 - (গ) ব্যক্তিগত চিন্তাধারা
 - (৬) সুশাসন
 - (৮) রাজনৈতিক আদর্শ
- উত্তর : ক
- ❖ কোনটি চৰ্তা ব্যতিত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্বৰ নয়?
- (ক) মূল্যবোধ শিক্ষা
 - (গ) সামাজিক প্রথা
 - (৬) ধর্ম
 - (৮) শিক্ষা ও সাহিত্য
- উত্তর : ক
- ❖ “সুশাসন মানবাধিকার এবং আইনের শাসনকে নিশ্চিত করে। জনপ্রশাসনকে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে তোলে।” উপরিউল্লিখিত সংজ্ঞাটি কার?
- (ক) আত্মাহাম লিঙ্কন
 - (গ) বান কি মুন
 - (৬) যোসেফ স্টিগলিজ
 - (৮) কফি আনান
- উত্তর : ঘ
- ❖ অন্যায়, অপচয়, সংজ্ঞাস, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদির প্রশংস্য দানের বিরোধিতা করার শিক্ষা দেয় কোনটি?
- (ক) সুশাসন
 - (গ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
 - (৬) মূল্যবোধ শিক্ষা
 - (৮) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা
- উত্তর : খ
- ❖ মানবকে প্রকৃত সুলভারিক হিসেবে গড়ে তোলে—
- (ক) মূল্যবোধ শিক্ষা
 - (গ) সরকার
 - (৬) সুশাসন
 - (৮) বিচার বিভাগ
- উত্তর : ক

- ১) আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্ত—
 (ক) সুশাসন
 (গ) রাজনৈতিক দল
- (খ) মূল্যবোধ
 (ব) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
- উত্তর : ক
- ২) সামাজিক সমতা রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক অধিকার রক্ষায় কাজ করে কোনটি?
 (ক) সুশাসন
 (গ) বিচার বিভাগ
- (খ) মূল্যবোধ
 (ব) সহনশীলতা
- উত্তর : ক
- ৩) 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক' কার উক্তি?
 (ক) ক্যামডেসাস
 (গ) বট্টাঙ্গ রাসেল
- (খ) কফি আনান
 (ব) আরানন্দ টয়েনবি
- উত্তর : ক
- ৪) "সুশাসনের ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদগুলোর টেকসই উন্নয়ন ঘটে।"
 —উক্তিটি কোন সংহার?
 (ক) ইউএনডিপি
 (গ) আইএমএফ
- (খ) বিশ্বব্যাংক
 (ব) এডিবি
- উত্তর : খ
- ৫) জাতীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের নিয়ন্তা বিধান করে—
 (ক) সুশাসন
 (গ) বিচার বিভাগ
- (খ) মূল্যবোধ
 (ব) স্বাধীন প্রচার মাধ্যম
- উত্তর : ক
- ৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের জন্য আবশ্যক—
 (ক) আমলাতত্ত্ব
 (গ) সুশাসন
- (খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
 (ব) মূল্যবোধ শিক্ষা
- উত্তর : গ
- ৭) জনগণ সততা ও সতর্কতার সাথে ভোট প্রদান করতে পারে না কেন?
 (ক) সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়
 (গ) অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়
- (খ) মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়
 (ব) সহনশীলতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়
- উত্তর : ক
- ৮) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে নাগরিকদের মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিতকরণ নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত—
 (ক) সুশাসন
 (গ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
- (খ) মূল্যবোধ শিক্ষা
 (ব) রাজনৈতিক দল
- উত্তর : ক
- ৯) ব্যক্তি জীবনে সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার নিয়ামক শর্ত—
 (ক) সুশাসন ও মূল্যবোধ শিক্ষা
 (গ) মূল্যবোধ ও স্বাধীন প্রচার মাধ্যম
- (খ) সুশাসন ও স্বাধীন বিচার বিভাগ
 (ব) একটিও নয়
- উত্তর : ক

Impact of Values Education and Good Governance in national development

(জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাব)

জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাব

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন বলা হয়। সমাজ চায় ব্যক্তি সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হোক। ব্যক্তির কথায় কর্মে সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটুক। এটাই সমাজের প্রত্যাশা, আর সমাজের প্রত্যাশার সাথে কোন দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও তপ্রোতোভাবে জড়িত কারণ বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ নিয়েই একটি জাতীয় গঠিত হয় যা জাতীয় মূল্যবোধ উন্নয়নকে তরাণিত করে।

- ✓ ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনাদর্শের সংঘাত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুর্দ, কলহ, বিবাদ ইত্যাদি প্রশংসিত করে জাতীয় উন্নয়নকে তরাণিত করতে সহায়তা করে— মূল্যবোধ শিক্ষা।
- ✓ মূল্যবোধ শিক্ষা নাগরিকদের মধ্যে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম জাগ্রত করার মাধ্যমে— জাতীয় উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করে।
- ✓ জাতীয় ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাংবিধানিক অধিকার, জাতীয় সংহতি, সামাজিক উন্নতি ও পরিবেশ সম্পর্কে ব্যক্তিকে সচেতন করে তোলে— মূল্যবোধ শিক্ষা।
- ✓ মূল্যবোধ শিক্ষা— মানুষের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, সচরিতা, মানবকল্যাণমূলক চেতনা এবং জাতীয় উন্নয়নের বোধ জাগ্রত করে।
- ✓ জাতীয় উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক শুরুত্বপূর্ণ শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করে— মূল্যবোধ শিক্ষা।
- ✓ দুর্নীতি, সজ্ঞাস, রাহাজানি, ঘৃষ্ণ, জবরদস্ত, লুটপাট, নারী নির্যাতন, লিঙ্গ বৈষম্য, অবিচার প্রভৃতি উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করে জাতীয় উন্নয়নকে তুরাণিত করতে সহায়তা করে— মূল্যবোধ শিক্ষা।

জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের প্রভাব

জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের উপস্থিতি সার্বিক উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়নে রূপান্তরিত করে। সুশাসন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকলের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠন করে। বহির্বিশ্বে একটি দেশের ভাব মূর্তির মানদণ্ড নির্ধারিত হয় সে দেশের শাসন ব্যবস্থার উপর।

- ✓ সুশাসনের উপস্থিতির জন্য বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২০০৯ সালের ৮৪৩ ডলার থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ১১৯০ ডলারে রূপান্তরিত হয়েছে।
- ✓ দেশে টেলিডেনসিটি এবং ই-স্টারনেট ডেনসিটি যথাক্রমে ৭৭.৮% এবং ২৩.৭%।
- ✓ বাংলাদেশের ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সহলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ✓ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ✓ স্বাস্থ্যস্থানে উন্নয়নের জন্য ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু হার হাজারে ৪১ এবং জীবিত জনে মাতৃ মৃত্যুর হার হাজারে ১.৯৪ এ নেমে এসেছে।

যোগাযোগ খাত উন্নয়ন ও নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সমন্বিত বহু মাধ্যম ভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা ২০১৩, ২০ বছর মেয়াদি 'রোড মাস্টার প্ল্যান' এবং 'ন্যাশনাল রোড সেইফটি স্ট্র্যাটেজিক এ্যাকশন প্ল্যান ২০১১-১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।
পোশাক শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে নৃনতম বেতন ৫ হাজার ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
নারী ও শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' এবং 'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে।
অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অর্ডিনেস বাতিল করে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।
গ্রামাঞ্চলে আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে— ১ লক্ষ ৩৭ হাজার।
২০১৩ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল জেভার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান— বিশ্বে ৭ম।
সরকারি খাদ্য ও দামসমূহের মোট ধারণ ক্ষমতা ১৯.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নয়ন করা হয়েছে।
সাইবার ক্রাইম দূর করতে 'সাইবার ক্রাইম এ্যাট-২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।
সুশাসন ও জাতীয় উন্নয়ন পরম্পরের— সম্পূরক।
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের ভাবমূর্তি বৃক্ষির অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে— জাতীয় উন্নয়ন।
বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে গণ্য করে— সুশাসনকে।
সুশাসনের প্রভাবে আকৃষ্ট হয়— বিদেশী বিনিয়োগ।
প্রশাসনিক দক্ষতা, শ্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তকে মজবুত করে— সুশাসন।
দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি উপক্ষে করে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও কার্যকর প্রশাসন সৃষ্টি করতে পারে— সুশাসন।
ক্ষমতাসীন, বিরোধীদল এবং প্রশাসনের উর্ধ্বর্তন ব্যক্তিদের শ্বেচ্ছাচারী মনোভাব দূরীভূত করা যায়— সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
খনীয় সরকার এবং খনীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সুশাসন— জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।
সমাজ ও রাষ্ট্র বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা দূর করতে সহায়তা করে— সুশাসন।
কোন সরকার ভাল না মন্দ তা নির্ধারণের মানদণ্ড হচ্ছে— সুশাসন।
বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে— সুশাসনের অঙ্গীকার না থাকলে।
সকলের জন্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে— সুশাসন।

স্বরূপগুরু প্রশাসন

- (১) সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন হল—
 - (১) জাতীয় উন্নয়ন
 - (২) সামাজিক উন্নয়ন
 - (৩) আঞ্চলিক উন্নয়ন
 - (৪) গোষ্ঠীগত উন্নয়ন
- (২) জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার অন্যতম সহায়ক উপাদান—
 - (১) মূল্যবোধ শিক্ষা
 - (২) সুশাসন
 - (৩) ক ও খ উভয়ই

উত্তর : ক

উত্তর : ঘ

- ❖ মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট অনুশীলনের ফলাফল কোনটি?
- ক) বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়
 - খ) অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত
- ❖ নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাহাজ করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করে কোনটি?
- ক) মূল্যবোধ শিক্ষা
 - গ) ধর্মীয় শিক্ষা
- ❖ ব্যক্তিকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন করে তোলার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা পালনে উত্তুল্ক করে—
- ক) সাধারণ শিক্ষা
 - গ) উত্তরাধুনিক শিক্ষা
 - ৰ) মূল্যবোধ শিক্ষা
 - ৱ) ধর্মীয় শিক্ষা
- ❖ উত্তর : ক
- ❖ মূল্যবোধ শিক্ষা কোনটি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে?
- ক) জাতীয় সংহতি
 - গ) শাসনকার্য পরিচালনা
 - ৰ) ক ও খ উভয়ই
- ❖ জীবনের সকল ক্ষেত্রে কৃক্ষ আচরণের পরিবর্তে কোমল আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় কোনটি?
- ক) সুশাসন
 - গ) স্বাধীন বিভাগ
 - ৰ) মূল্যবোধ শিক্ষা
 - ৱ) আইনের শাসন
- ❖ উত্তর : খ
- ❖ সুশাসন ও জাতীয় উন্নয়ন পরম্পরারে—
- ক) প্রতিদ্বন্দ্বি
 - গ) প্রতিযোগী
 - ৰ) সম্পূরক
 - ৱ) কোন সম্পর্ক নেই
- ❖ উত্তর : খ
- ❖ সুশাসন কাঠামোর উন্নয়নের উপর কোনটির উন্নয়ন নির্ভরশীল?
- ক) পরিবার
 - গ) দেশ
 - ৰ) রাজনৈতিক দল
 - ৱ) সংস্কৃতি
- ❖ উত্তর : গ
- ❖ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের ভাবমূর্তি বৃক্ষি করে কোনটি?
- ক) সুশাসন
 - গ) সম্যাজ
 - ৰ) রাজনৈতিক দল
 - ৱ) পরিবার
- ❖ উত্তর : ক
- ❖ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের ভাবমূর্তি বৃক্ষি পেলে কোনটি ঘটে?
- ক) পারিবারিক উন্নয়ন
 - গ) সামাজিক উন্নয়ন
 - ৰ) জাতীয় উন্নয়ন
 - ৱ) রাজনৈতিক উন্নয়ন
- ❖ উত্তর : খ
- ❖ বিশ্বব্যাপ্ত ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সংস্থার মতে, জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম সূচক কোনটি?
- ক) সুশাসন
 - গ) বিভাগের স্বাধীনতা
 - ৰ) মূল্যবোধ
 - ৱ) স্বাধীন গণমাধ্যম
- ❖ উত্তর : ক
- ❖ সুশাসনের প্রভাবে কোনটি ঘটে?
- ক) বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়
 - গ) অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়
 - ৰ) বিদেশী বিনিয়োগে মন্দা দেখা দেয়
 - ৱ) অর্থনৈতিক শূরুত্ব ভেঙ্গে পড়ে
- ❖ উত্তর : ক
- ❖ সুশাসন কোনটিকে নিচিত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের ভিতকে মজবুত করে?
- ক) প্রশাসনিক দক্ষতা
 - গ) রাজনৈতিক দুর্ব্বায়ন
 - ৰ) জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা
 - ৱ) ক ও খ উভয়ই
- ❖ উত্তর : ঘ
- ❖ নিচের কোনটি জাতীয় উন্নয়নের নিয়ামক শক্তি নয়?
- ক) স্বচ্ছতা
 - গ) আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ
 - ৰ) জবাবদিহিতা
 - ৱ) আইনের শাসন
- ❖ উত্তর : গ

১	মূল্যবোধ হল আবেগি ও আদর্শগত এক্যের ধারণা' কার উচিত?	ক) ম্যাকিয়াডেলি গ) পার্কার	খ) ম্যাকাইডার ঘ) ফ্রাঙ্কেল	উত্তর : ঘ
২	আইন ও নৈতিকতার পার্থক্য অনুপস্থিতি—	ক) আধুনিককালে গ) উত্থানিক কালে	খ) মধ্যযুগ ঘ) প্রাচীনকালে	উত্তর : ঘ
৩	মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?	ক) নৈতিকতা গ) উচিত্যবোধ	খ) মূল্যবোধ ঘ) আত্মসংযম	উত্তর : ক
৪	নৈতিকতার উৎস নয় কোনটি?	ক) বিবেক গ) মূল্যবোধ	খ) চিন্তা ঘ) ন্যায়পরায়ণতা	উত্তর : গ
৫	নৈতিকতা পরিচালিত হয় কোনটির মাধ্যমে?	ক) সামাজিক বিবেক গ) রাজনৈতিক বিবেক	খ) অর্থনৈতিক বিবেক ঘ) সাংস্কৃতিক বিবেক	উত্তর : ক
৬	গণতান্ত্রিক ব্যবহায় প্রকৃত নামক কে?	ক) জনগণ গ) আইনসভা	খ) সরকার ঘ) রাষ্ট্রপ্রধান	উত্তর : ক
৭	মানুষের আচরণ বিচারের সামাজিক মানদণ্ড কোনটি?	ক) সামাজিক মূল্যবোধ গ) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ	খ) রাজনৈতিক ঘ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ	উত্তর : ক
৮	সামাজিক মূল্যবোধ কোনটি?	ক) আতিথেয়তা গ) আর্থিক লেনদেন	খ) ভিক্ষা দান করা ঘ) সঞ্চয় প্রবণতা	উত্তর : ক
৯	নৈতিকতা কোনটিকে নির্ধারণ করে?	ক) মূল্যবোধ গ) সহমর্মিতা	খ) সহনশীলতা ঘ) ন্যায়পরায়ণতা	উত্তর : ক
১০	অন্যায় থেকে বিরত থাকা কোন ধরনের মূল্যবোধ?	ক) সামাজিক মূল্যবোধ গ) রাজনৈতিক মূল্যবোধ	খ) নৈতিক মূল্যবোধ ঘ) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ	উত্তর : খ
১১	রাজনৈতিক মূল্যবোধ নিচের কোনটি?	ক) আনুগত্য গ) সঞ্চয় করার প্রবণতা	খ) ভিক্ষা প্রদান করা ঘ) অপরের ধর্মতত্ত্বে সহ্য করা	উত্তর : ক
১২	যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে কি বলে?	ক) সামাজিক মূল্যবোধ গ) ধর্মীয় মূল্যবোধ	খ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ঘ) রাজনৈতিক মূল্যবোধ	উত্তর : ক
১৩	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সরলতা ও পোশাক-পরিচ্ছেদ নিচের কোন মূল্যবোধের অন্তর্গত?	ক) আত্মাক মূল্যবোধ গ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ	খ) বাহ্যিক মূল্যবোধ ঘ) আধুনিক মূল্যবোধ	উত্তর : খ

- ❖ জাতীয় মূল্যবোধ, জাতীয় শৃঙ্খলা ও রাজনেতিক হিতিশীলতা গড়ে উঠে ব্যক্তির যে মূল্যবোধের ভিত্তিতে—
- (ক) রাজনেতিক মূল্যবোধ
 - (গ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ
- ❖ সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান কোনটি?
- (ক) আইনের শাসন
 - (গ) সহনশীলতা
- ❖ রাষ্ট্র উন্নত হওয়ার সাথে সাথে কোনটি প্রতিষ্ঠিত হয়?
- (ক) সুশাসন
 - (গ) রাজনেতিক অস্থিরতা
- ❖ সমাজ ও রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণ—
- (ক) ব্রজতার অভাব
 - (গ) স্থিতিশীলতা
- ❖ সমাজের মানুষ ভাল ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করে—
- (ক) মূল্যবোধ
 - (গ) স্বেচ্ছারিতাকে
- ❖ মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়—
- (ক) সরকার ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমূর্চ্ছী হলে
 - (গ) সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে
- ❖ গণতন্ত্র আইনের শাসনে বিশ্বাসী কেননা—
- (ক) আইনের শাসনে সবার সমর্থিকার নিশ্চিত হয়
 - (খ) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন
 - (গ) সরকার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকার ও আইন প্রণেতা
 - (ঘ) দরিদ্র জনগণ আইনের উর্ধ্বে
- ❖ ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণ কোনটি?
- (ক) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ
 - (গ) সচেতনতার অভাব
- ❖ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় কোনটি?
- (ক) দাতাগোষীর সাথে ভাল সম্পর্ক রাখা
 - (গ) ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা
- ❖ জাতীয় ঐক্যমত্য সৃষ্টিতে মৃত্যু ভূমিকা পালন করে কে?
- (ক) জনগণ
 - (গ) আন্তর্জাতিক চাপ
- ❖ ধর্মীয় অসহিত্বার ফলে ব্যাহত হয় কোনটি?
- (ক) অধনীতি
 - (গ) সুশাসন
- ❖ ন্যায় বিচার প্রাপ্তি কি ধরনের অধিকার?
- (ক) রাজনেতিক অধিকার
 - (গ) গণতান্ত্রিক অধিকার

(৩) সামাজিক মূল্যবোধ
(৪) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

উত্তর : ক

(৩) সুশীল সমাজ
(৪) বৈধতা

উত্তর : ক

(৩) নৈতিকতা
(৪) সাম্প্রদায়িকতা

উত্তর : ক

(৩) জবাবদিহিতার অভাব
(৪) অসাম্প্রদায়িকতা

উত্তর : ক

(৩) সাম্প্রদায়িকতাকে
(৪) শিক্ষার অভাবকে

উত্তর : ক

(৩) সরকার ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমূর্চ্ছী না হলে
(৪) রাষ্ট্র ব্যবস্থা উন্নত হলে

উত্তর : খ

(৩) আইনের দুর্বলতা
(৪) ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ

উত্তর : ঘ

(৩) বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা
(৪) একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা

উত্তর : গ

(৩) বিরোধী দল
(৪) সরকার

উত্তর : ঘ

(৩) রাজনীতি
(৪) সমাজতন্ত্র

উত্তর : গ

(৩) সামাজিক অধিকার
(৪) পারিবারিক অধিকার

উত্তর : গ

How the element of Good Governance and Values Education can be established in society in a given social context

(বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের উপাদানগুলোকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব)

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উপায়

মূল্যবোধ শিক্ষার প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ হল— নীতি ও গুরুত্ববোধ, সামাজিক, ন্যায় বিচার সাম্য, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, আইনের শাসন, সততা, নারীর অধিকার এবং ক্ষমতা ইত্যাদি। আর মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠায় কিছু উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হল:

মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যে কোন ধরনের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো সম্ভব— পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে।

দরিদ্রতা মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক, তাই সমাজে মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই সমাজ থেকে দরিদ্রতা দূর করতে হবে।

মানুষের বিবেকবোধ হচ্ছে মূল্যবোধের প্রধানতম উৎস, তাই সমাজে মূল্যবোধের উপাদানসমূহ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিতে হবে— মানুষের বিবেকবোধের জাহ্যতকরণে।

লোভ-লালসা ত্যাগ, পরোপকারের ব্রতহৃষি, আইনের প্রতি শুঁকা প্রদর্শন ও অতি উচ্চাক্ষাঙ্কা পরিহার করার মাধ্যমে সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর যথার্থ গুরুত্বারোপ ব্যক্তিরেকে সমাজে মূল্যবোধের উপাদানসমূহ প্রতিষ্ঠা করা কখনো সম্ভব নয়।

সমাজে মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠাসমূহকে যথার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

সমাজে মূল্যবোধের চর্চা নিশ্চিত করার অন্যতম উপায় হল— সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

সুশাসনের উপাদানসমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উপায়

সুশাসনের প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ হচ্ছে— আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ধর্ম ও ধর্মগ্রহণের সুযোগ, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা, দায়িত্বশীলতা, দক্ষতা, সুযোগের সমান্তরা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হতে পারে সংবিধানে সুশাসন সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের সন্নিবেশ নিশ্চিত করা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায়সমূহ :

১. সরকারের বৈধতা (*Legitimacy of Government*)
২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা (*Establishment of Rule of Law*)
৩. মানবাধিকার রক্ষা করা (*Protection of Human Rights*)
৪. আবাবদিহিতা নিশ্চিত করা (*Ensure Accountability*)
৫. স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা (*Ensure Transparency*)
৬. সরকারের দক্ষতা নিশ্চিত করা (*Ensure the Efficiency of Government*)
৭. গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি (*Democratic Political Culture*)
৮. পর্যবেক্ষক নিয়োগ (*Employ Watchdog*)

৯. ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা (Establish the Office of Ombudsman)
১০. বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization)
১১. দূরীতি দমন (Reduction of Corruption)
১২. বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা (Freedom of Judiciary)
- ✓ জনগণের অবাধ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসনের যে উপাদানটির প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা যায় তা হল— জবাবদিহিতা।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারকে অবশ্যই হতে হবে— স্বচ্ছ ও জনকল্যাণমূলক।
- ✓ মিডিয়া ও সংবাদ মাধ্যমের উপর সরকারি হস্তক্ষেপের অবসান সুগম করে— সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ।
- ✓ আইনের শাসন সুনিশ্চিত হয়না— বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে রুদ্ধ করে— দূরীতি, সত্ত্বাস, স্বজনপ্রীতি, ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন— গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
- ✓ সুশাসনের উপাদানসমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব— সরকারের।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি হাতিয়ার— ই-গভর্নেন্স।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একটি অন্যতম পদক্ষেপ হতে পারে— ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাষ্ট্রের স্কুল থেকে বৃহৎ পর্যায়ের সকল কর্মকাণ্ডে থাকতে হবে— স্বচ্ছতা।
- ✓ জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়— সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
- ✓ সরকারকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধ্য ও সহযোগিতা করতে পারে— সচেতন জনগণ।
- ✓ শ্রমের মর্যাদা ও নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়— সুশাসন।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত হচ্ছে— গণতন্ত্র।
- ✓ স্বচ্ছ ও প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা— সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে।
- ✓ সুশাসন কার্যকর করতে হলে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে— কার্যকর ও সার্বভৌম আইনসভা।
- ✓ 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' গণতন্ত্রের এ বাণীকে মনে ধারণ করা ছাড়া কার্যকর করা সম্ভব নয়— সুশাসন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী

Q. সরকারের বিভাগ কোনটি?

- কি আইন বিভাগ
 গি বিচার বিভাগ
- খি শাসন বিভাগ
 বি ক, খ ও গ

উত্তর : ঘ

Q. কোন ভিত্তি বা মাপকাণ্ঠি অনুযায়ী এরিস্টেল সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন?

- কি সংখ্যানীতি
 গি ধর্মনীতি
- খি উদ্দেশ্যানীতি
 বি ক ও খ

উত্তর : ঘ

Q. আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারকে যে দুভাগে ভাগ করা হয় তা হলো—

- কি নিয়মতাত্ত্বিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র
 গি সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত
- খি এককেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্র
 বি গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

উত্তর : গ

- ১) আঞ্চলিক ক্ষমতা বটনের নীতিতে সরকারকে দুই ভাগে করা হয়, এগুলো হলো—
 (ক) এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্র (খ) সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত
 (গ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র (ঘ) গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র
- উত্তর : ক
- ২) সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান অনুসূরে সরকার হয় দুরকম; যথা—
 (ক) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র (খ) গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র
 (গ) সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত (ঘ) এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়
- উত্তর : খ
- ৩) নিম্নের কোন দেশে সংসদীয় সরকার প্রচলিত নেই?
 (ক) বাংলাদেশ (খ) ভারত
 (গ) যুক্তরাজ্য (ঘ) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র
- উত্তর : ঘ
- ৪) নিম্নের কোন দেশটি প্রজাতন্ত্র?
 (ক) সৌদি আরব (খ) জাপান
 (গ) জর্ডান (ঘ) রাশিয়া
- উত্তর : ঘ
- ৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে কোন দেশে?
 (ক) ভারত (খ) যুক্তরাজ্য
 (গ) বাংলাদেশ (ঘ) চীন
- উত্তর : ক
- ৬) গণতন্ত্র সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেছেন?
 (ক) নেলসন ম্যাডেলা (খ) অধ্যাপক সিলি
 (গ) আব্রাহাম লিঙ্কন (ঘ) অধ্যাপক ডাইসি
- উত্তর : গ
- ৭) ফ্রিক শব্দ ডিমোস (*Demos*)-এর অর্থ কী?
 (ক) সরকার (খ) মন্ত্রিসভা
 (গ) জনগণ (ঘ) ক্ষমতা
- উত্তর : গ
- ৮) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অভীতে কোথায় প্রচলিত ছিল?
 (ক) প্রাচীন রোমে (খ) প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রে
 (গ) প্রাচীন সৌদি আরবে (ঘ) প্রাচীন চীনে
- উত্তর : খ
- ৯) সংসদীয় সরকারে সরকারপ্রধান কে?
 (ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রধানমন্ত্রী
 (গ) স্পিকার (ঘ) চীফ হাইপ
- উত্তর : খ
- ১০) গণতন্ত্রের বিপরীতধর্মী সরকার কোনটি?
 (ক) রাজতন্ত্র (খ) প্রজাতন্ত্র
 (গ) একনায়কতন্ত্র (ঘ) ধনিকতন্ত্র
- উত্তর : গ
- ১১) গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা কার হাতে থাকে?
 (ক) রাষ্ট্রের জনগণের হাতে (খ) রাষ্ট্রের এক ব্যক্তি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে
 (গ) রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর হাতে (ঘ) রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে
- উত্তর : ক
- ১২) গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা জটিল?
 (ক) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (খ) এককেন্দ্রিক
 (গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় (ঘ) সংসদীয়
- উত্তর : গ
- ১৩) গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র কী?
 (ক) সাম্য, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা (খ) সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকার
 (গ) সাম্য, স্বাধীনতা ও ভাস্তু (ঘ) অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব
- উত্তর : গ

- ❖ শাসন বিভাগের মূল কাজ হলো—
 ① আইন প্রয়োগ
 ② আইন সংশোধন
 ❖ আইন বিভাগের মূল কাজ কী?
 ① আইন প্রণয়ন
 ② আইনের আলোকে বিচার করা
 ❖ বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?
 ① পার্লামেন্ট
 ② জাতীয় সংসদ
 ❖ 'বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতা অপেক্ষা সরকারের উৎকর্ষ বিচারের আর কোন শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড নেই'—উত্তির কার?
 ① অধ্যাপক লাক্ষ
 ② লর্ড ব্রাইস
 ❖ বিচারক নিয়োগের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি কোনটি?
 ① জনগণের ভোটে
 ② বিচারকগণের ভোটে
 ❖ 'ব্যক্তিগাধীনতার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য'—উত্তির কার?
 ① লর্ড ব্রাইস
 ② অধ্যাপক লাক্ষ
 ❖ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা কাকে বলা হয়?
 ① এরিস্টটল
 ② জ্যো বোদা
 ❖ *The Spirit of Laws* এছানি কার লেখা?
 ① এরিস্টটল
 ② মন্টেস্কু
 ❖ আইন প্রণয়ন কোন বিভাগের কাজ?
 ① আইন বিভাগ
 ② বিচার বিভাগ
 ❖ একনায়কতন্ত্র বিশ্বাসী নয়—
 ① উগ্র বর্ণবাদে
 ② সর্বাধুকবাদে
 ❖ বর্তমানে ধর্মতাত্ত্বিক সরকার প্রচলিত রয়েছে কোন কোন দেশে?
 ① সৌদি আরব, ইয়েমেন
 ② আফগানিস্তান, পাকিস্তান
 ❖ অধ্যাদেশ জারি করতে পারে কোন বিভাগ?
 ① আইন বিভাগ
 ② বিচার বিভাগ
 ❖ বাংলাদেশের আইনসভা কত কক্ষবিশিষ্ট?
 ① এক কক্ষবিশিষ্ট
 ② তিন কক্ষবিশিষ্ট

❖ আইন প্রণয়ন

❖ বিচার করা

উত্তর : ক

❖ আইন প্রয়োগ

❖ বিদেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা

উত্তর : ক

❖ বিধানসভা

❖ মজলিস

উত্তর : গ

❖ জন স্টুয়ার্ট মিল

❖ বিচারপতি হিউজেস

উত্তর : গ

❖ আইনসভার ভোটে

❖ শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ

উত্তর : ঘ

❖ 'ব্যক্তিগাধীনতার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য'—উত্তির কার?

❖ বিচারপতি হিউজেস

❖ আত্মাহাম লিংকন

উত্তর : গ

❖ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা কাকে বলা হয়?

❖ জন লক

❖ মন্টেস্কু

উত্তর : ঘ

❖ *The Spirit of Laws* এছানি কার লেখা?

❖ জন অস্টিন

❖ ব্রাকস্টোন

উত্তর : গ

❖ আইন প্রণয়ন কোন বিভাগের কাজ?

❖ শাসন বিভাগ

❖ সুপ্রিম কোর্ট

উত্তর : ক

❖ একনায়কতন্ত্র বিশ্বাসী নয়—

❖ উগ্র জাতীয়তাবাদে

❖ সাম্য ও স্বাধীনতায়

উত্তর : ঘ

❖ বর্তমানে ধর্মতাত্ত্বিক সরকার প্রচলিত রয়েছে কোন কোন দেশে?

❖ জর্ডান, সিরিয়া

❖ ইরান, ভ্যাটিকান সিটি

উত্তর : ঘ

❖

❖

❖ শাসন বিভাগ

❖ সব বিভাগ

উত্তর : খ

❖

❖

❖ দুই কক্ষবিশিষ্ট

❖ চার কক্ষবিশিষ্ট

উত্তর : ক

- ১) দুটির দমন ও শিটের পালন করা কোন বিভাগের কাজ?
 (ক) আইন বিভাগ
 (খ) শাসন বিভাগ
 (গ) বিচার বিভাগ
 (ঘ) পুলিশ বিভাগের
- উত্তর : গ
- ২) কোন দেশের বিচারপতিগণ আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত হন?
 (ক) বাংলাদেশ
 (খ) ভারত
 (গ) জাপান
 (ঘ) সুইজারল্যান্ড
- উত্তর : ঘ
- ৩) বাজেট পাস বা অনুমোদন করে সরকারের কোন বিভাগ?
 (ক) আইন বিভাগ
 (খ) শাসন বিভাগ
 (গ) বিচার বিভাগ
 (ঘ) কোন বিভাগই নয়
- উত্তর : ক
- ৪) আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান ও বিচার করা কোন বিভাগের কাজ?
 (ক) আইন বিভাগ
 (খ) শাসন বিভাগ
 (গ) বিচার বিভাগ
 (ঘ) স্বরাষ্ট্র বিভাগ
- উত্তর : গ
- ৫) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হলেন নামমাত্র শাসক। কারণ প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে—
 (ক) রাজনৈতিক দল ও দলীয় নেতার হাতে
 (খ) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে
 (গ) জনগণ ও জননেতার হাতে
 (ঘ) বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বিচারকদের হাতে
- উত্তর : খ
- ৬) শাসন বিভাগের শুপরি আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে শাসন বিভাগের—
 (ক) বৈচারিকতা রোধ হয়
 (খ) দুর্নীতি রোধ হয়
 (গ) স্বজনপ্রীতি রোধ হয়
 (ঘ) বৈরাচারিতা রোধ হয়
- উত্তর : ক
- ৭) বিচার বিভাগকে স্বাধীন, দুর্নীতিমুক্ত ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। কারণ বিচারকদের দুর্নীতির কারণে—
 (ক) ন্যায়বিচার পদদলিত হয়
 (খ) রাষ্ট্র বিপদযুক্তি হয়
 (গ) জনগণ বিদ্রোহী হয়
 (ঘ) দুর্নীতির বিস্তার ঘটে
- উত্তর : ক
- ৮) সংবিধানের অভিভাবক কে?
 (ক) শাসন বিভাগ
 (খ) আইন বিভাগ
 (গ) বিচার বিভাগ
 (ঘ) সামরিক বাহিনী
- উত্তর : গ
- ৯) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য কোনটি?
 (ক) জনগণের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা
 (খ) জনগণের যা খুশি করার প্রবণতা রোধ করা
 (গ) জনগণের কাজের স্বাধীনতা খর্ব করা
 (ঘ) জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা
- উত্তর : ঘ

The benefits of Values Education and Good Governance and the cost society pays adversely in their absence

(মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের উপকারিতা এবং এগুলোর অভাবজনিত সামাজিক ক্ষতিসমূহ)

মূল্যবোধ শিক্ষার উপকারিতা ও অভাবজনিত ক্ষতি

মূল্যবোধ শিক্ষা থেকে বিচ্ছুত হলে ব্যক্তির মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয় সূচিত হবে। এ অবস্থায় ব্যক্তি তার চিন্তা ভাবনা এবং কাজ কর্মের আদর্শিক পথ নির্দেশনা হারিয়ে ফেলে। বক্তৃত এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছুতি দেখা দেয় যা তাকে কথনো বা অপরাধ প্রবণ করে তুলতে পারে, এ অবস্থায় সমাজের বিপর্যয় ঘটে। আদর্শিক এবং মূল্যবোধগত বিপর্যয় ঘটলে সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয়। কেননা এ অবস্থায় ব্যক্তি তার ওপর সমাজ কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত আদর্শিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সামাজিক বিশ্বালা, বিচ্ছুতি, অপরাধ এবং সামাজিক অস্থিরতার মূলে রয়েছে মূল্যবোধ শিক্ষা থেকে দূরে সরে আসা। তাই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাব অপরিসীম।

- ✓ মূল্যবোধ শিক্ষা মানুষকে গঠে তুলে— সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে।
- ✓ নিয়মিত কর প্রদান করা নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের মধ্যে এ বৈধটি জগত করে— মূল্যবোধ শিক্ষা।
- ✓ মূল্যবোধের শিক্ষা মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব ও উচিত্যবোধের বিকাশ ঘটায় যা মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। যার ফলে ব্যক্তি নিজের ভালো বা মঙ্গল করার চেষ্টা করে।
- ✓ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম রক্ষাকবচ সামাজিক ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠা করে— মূল্যবোধ শিক্ষা।
- ✓ মূল্যবোধের শিক্ষা মানুষকে শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দেয় যা মানুষের মানবিক মূল্যবোধগুলোকে সুদৃঢ় করে সমাজীবনকে উন্নতি ও প্রগতির পথে নিয়ে যায়।
- ✓ মূল্যবোধের শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃজনশীলতা ও সহর্মসিতার শিক্ষা লাভ করে।
- ✓ মূল্যবোধের শিক্ষা মানুষের সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ জগত করে, যা তাদেরকে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে সহায় করে।
- ✓ আইনের শাসন মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা প্রতিষ্ঠিত হলে— সমাজে ও রাষ্ট্রে সুশাসন বিরাজ করে।
- ✓ মূল্যবোধের উপস্থিতি— সরকার ও রাষ্ট্রকে জনকল্যাণযুক্তি করে।
- ✓ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আজকের আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে যে শূন্যতা বিরাজ করছে তার কারণ— মূল্যবোধ শিক্ষার অভাব।
- ✓ মূল্যবোধ শিক্ষার অভাবে বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারই আজ আমাদের সামনে অভিশাপে পরিণত হয়েছে।
- ✓ যৌতুক প্রথা, নারীর প্রতি সহিংস আচরণ, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা হল— মূল্যবোধ শিক্ষার অভাবজনিত ফল।
- ✓ মূল্যবোধহীন মানুষকে তুলনা করা হয়— পশ্চর সাথে।
- ✓ কেউ সমাজের প্রচলিত রীতিনীত তথা মূল্যবোধসমূহ ভঙ্গ করলে সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয়।
- ✓ মূল্যবোধ শিক্ষার অভাবে তরুণ সমাজের মাঝে দেখা দেয়— নেতৃত্বকার অবক্ষয়।

- মূল্যবোধ শিক্ষার অভাব— আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে।
- মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায় এবং তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সার্বিকভাবে পালন করতে পারে না— মূল্যবোধ শিক্ষার অভাবে।
- মূল্যবোধের অনুপস্থিতি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নষ্ট করে ফেলে।
- মূল্যবোধের অভাবে মানুষ আজ্ঞাপরিচয় বিশ্বৃত হয় এবং নিজের আত্মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলে, ফলে জাতি দিক্ষুণ্ড হয়।
- মূল্যবোধের অভাবে দেশে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রকোপ বেড়ে যায়।
- মূল্যবোধের অভাবে সমাজে অপরাধ বৃক্ষি পায়। যেমন- ইতিজিং, পর্নোগ্রাফি, মাদকাসক্তি ইত্যাদি।
- ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে মানুষের মধ্যে উৎস সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়।
- থাদ্যে ভেজাল দেয়ার মত অপকর্ম মানুষ করে— মূল্যবোধ শিক্ষার অভাবে।

সুশাসনের উপকারিতা ও অভাবজনিত ক্ষতি

দূর্ঘল আইনের শাসন এবং সুশাসনের অভাব সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাপ্রস্ত করে। গৃহাসনের অভাবের ফলে সহস্রাদ্ব উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। ব্রহ্মতা ও মানবিক নায়বিচার সমাজের শৃঙ্খলাকে মজবুত করে যা জাতীয় উন্নয়নকে সামনের দিকে দাবিত করে।

আইনের শাসনের অনুপস্থিতিতে বিশ্ব অর্থনীতি ও মানববিধিকারে প্রভাব পড়ে।

- অবৈধ অর্থনীতি বৈধ ব্যবসাকে কোনঠাসা করে ফেলে।
- সুশাসনের অভাবে 'ব্লাক মানি' এর দৌরাত্ম্য বৃক্ষি পায় যা জাতীয় রাজস্ব খাতে প্রভাব ফেলে।
- সুশাসনের অভাবে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে লিঙ্গ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।
- ২০১৪ সালের 'গ্রোবাল জেনার গ্যাপ' রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে লিঙ্গ বৈষম্য ৬০%।

বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দল।

সুশাসনের সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে— জাতীয় উন্নয়ন।

মানুষের অধিকারের রক্ষাকর্চ হিসেবে কাজ করে— সুশাসন।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়— সুশাসন।

মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি সমন্বয় ঘটাতে পারে— সুশাসন।

সুশাসন ছাড়া সম্ভব হয় না— গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়ন।

সুশাসনের অভাব দেশের মেধা ও সম্পদের অবচয় ঘটায় এবং জাতীয় উন্নয়নকে ব্যাহত করে।

সুশাসনের অভাবের অন্যতম ফল হচ্ছে— দারিদ্র্য ও বেকারত্ব।

জনগণের শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণের অধিকারকে খর্ব করে— সুশাসনের অভাব।

যৌথক প্রথা, মাদকাশক্তি, নারীর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয়সমূহ সমাজে স্থায়ী রূপ লাভ করে— সুশাসন এর অভাবে।

জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ অন্যান্য দাতা সংস্থাসমূহ এখন আর কোন দেশকে ঝণ বা সহায়তা করতে চায় না— সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট দেশের অঙ্গীকার না থাকলে।

'পাল ফিতার দৌরাত্ম্য', নির্দেশ করে— সুশাসনের অভাব।

আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও ব্রহ্মতা কখনো নিশ্চিত করা সম্ভব নয়— সুশাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া।

৫) সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণ—

(ক) ক্ষমতার অপব্যবহার

(খ) দারিদ্র্য

(গ) অসচেতনতা

(ঘ) শিক্ষার অভাব

উত্তর : ১

৬) আমাদের কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অবর্তীর্ণ হওয়ার কারণ—

(ক) সরকারি ক্ষমতা

(খ) জনগণের দুর্বলতা

(গ) রাজনীতিবিদদের দুর্বলতা

(ঘ) আইনি দুর্বলতা

উত্তর : ১

৭) বাংলাদেশের জনগণের বাঞ্ছালি ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিভক্ত থাকার কারণ কী?

(ক) দেশপ্রেমের অভাব

(খ) ধর্মীয় গোড়ামী

(গ) সরকারের সহিংস আচরণ

(ঘ) শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব

উত্তর : ১

৮) দেশীয় রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ বৃক্ষি পাওয়ার কারণে—

(ক) সামরিক শক্তির দুর্বলতা

(খ) শিক্ষার হার কম

(গ) দাতাগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীলতা

(ঘ) সরকারের ক্ষমতাহীনতা

উত্তর : ১

বিবিধ

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

According to 'Oxford : Advanced Learner's Dictionary' Morality means "Principles concerning right and wrong or good and bad behavior." অন্তিক্ষেপ হলো একটি গুণ বা নীতি যা ভাল বা মন্দ কিংবা সঠিক বা বেঠিক আচরণের সম্পৃক্ত। নৈতিকতা মানুষকে অন্যায় বা মন্দ থেকে বিরত রাখে এবং ন্যায় বা ভাল কাজে নিয়োগি করে। পক্ষান্তরে, মূল্যবোধ হলো সমাজে প্রচলিত সেসব আদর্শিক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান সমষ্টি যা ব্যক্তির আচরণকে পরিশীলিত ও মার্জিত করে সমাজ নির্ধারিত মান দান করে। তাই : হয় মূল্যবোধ হলো সেসব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট থেকে পেতে চায় এবং সমাজ ব্যক্তির নিকট থেকে প্রত্যাশা করে। অন্যদিকে সুশাসন হচ্ছে এমন একটি কান্তিক্ষেপ : ব্যবস্থার প্রতিফলন যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে, সর্বোচ্চ স্বাধীন বিভাগ থাকবে, মানবাধিকারের নিক্ষেত্র থাকবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে এবং থাকবে শৰ্ছ ও জবাবদিহি প্রশাসন। নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনের ধারণা থেকে এ সব আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এই ত্রিখণ্ড ধারণার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং এরা মানব সম্মত ও মানবতার জন্য ইতিবাচক বা কল্যাণকর।

- ✓ 'The Elements of Ethics' গ্রন্থের লেখক — Bertrand Russell.
- ✓ Morality শব্দটি উৎপন্নি লাভ করেছে ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে, যার অর্থ হল 'সঠিক আচরণ' বা চরিত্র।
- ✓ 'ভ'র প্রতি অনুরাগ ও 'অভ'র প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা — জি. ই. ম্যার।
- ✓ নৈতিকতা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করে।
- ✓ 'ধর্ম, প্রতিষ্ঠ্য এবং মানব আচরণ' এ তিনটি থেকেই নৈতিকতার উত্তীব ঘটতে পারে: জোনাথন হ্যাইট।

‘নেতৃত্ব লজ্জন করলে শাস্তি পেতে হয় না, তবে বিবেকের দংশনে দংশিত হতে হয়।

‘নেতৃত্ব সামাজিক শুণ, তবে নেতৃত্বকার্য বাধ্যবাধকতা আরোপযোগ্য নয়।

সত্ত্বকথা বলা, গুরুজনকে মান্য করা, অসহায়কে সাহায্য করা, চুরি, দুর্নীতি থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি— নেতৃত্বকার নীতি।

‘*Virtue is Knowledge*’— সক্রেটিস।

সামাজিক প্রথা, আদর্শ, ধর্ম ও ন্যায়বোধ থেকে— নেতৃত্বকার জন্ম।

নেতৃত্বকার কাজ করে— আইনের ভিত্তি হিসেবে।

‘*Law does not and cannot cover all grounds of morality*’— ম্যাকাইভার।

নেতৃত্বকার পরিধি— আইনের চেয়ে বড়।

আইন ও নেতৃত্বকার মধ্যে প্রথম পার্থক্য করেন— ম্যাকিয়াভেলি।

“নীতিভূষণ বা নীতিহীন শাসক হলেন অন্যতম পাপী”— করমচাঁদ গাঙ্কী।

আইন ও নেতৃত্বকার মধ্যে পার্থক্য করা হতো না— প্রাচীনকালে।

শুল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হল— নেতৃত্বকার।

আইন ও নেতৃত্বকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়— পৃথক সন্তা হিসেবে রাষ্ট্রের উত্তরের পর।

মানুষ ও পন্থ মধ্যে পার্থক্যকারী ধারণা— উচিত্যবোধ।

গুরুমান ও ভদ্র মানুষ তৈরিতে সাহায্য করে— নীতি ও উচিত্যবোধ।

মানুষকে অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করে কল্যাণের পথ অনুসরণের নির্দেশনা দেয়— নেতৃত্বকার।

মানুষের সামাজিক আচরণের সামাজিক মানদণ্ডে কাজ করে— নেতৃত্বকার ও মূল্যবোধ।

মূল্যবোধকে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড বলেছেন— *M. R. William.*

শমাজে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে— মূল্যবোধ।

মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না— সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ ছাড়া।

মূল্যবোধ হল এক প্রকার— সামাজিক নেতৃত্বকার।

গাস ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটে— মূল্যবোধের।

‘মূল্যবোধ হলো সেসব কাজ, অভিজ্ঞতা ও নীতি যা মানুষের শুভবৃদ্ধির ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটায়’— বিক (*Beek*)।

মানুষের আচার-আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে— মূল্যবোধ।

“Values are the standard used to judge behavior and to chose among various possible goals”— *M. Spenser.*

“কোনো সন্তা বা বিশ্বাসের অঙ্গনিহিত মূল্য হলো মূল্যবোধ”— অ্যাহনি জি ক্যাটাস।

‘সামাজিক মূল্যবোধ হলো সমাজ জীবনে বাস্তুত ও অবাস্তুত বিষয়ে সমাজবাসীদের সমবেত জীবন’— ওলসেন।

আইন না হলেও আইনের মত মান্য করা হয়— নেতৃত্বকারকে।

মূল্যবোধ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে যে শিক্ষার আয়োজন করা হয় তা হলো— মূল্যবোধ শিক্ষা।

যুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান— আইনের শাসন।

নেতৃত্বকার ও মূল্যবোধের যথোর্থ বিকাশ ঘটায়— সুশাসন।

গান্ধান্যায়কদের নেতৃত্বকার ও মূল্যবোধের সামান্যতম ঘাটতি থাকলে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না— সুশাসন।

গান্ধান্যাক উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়নের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে— সুশাসনের প্রচারক।

গান্ধান্যাক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান বাধা হচ্ছে— রাজনৈতিক অস্থিরতা।

মূল্যবোধ ও সুশাসন হচ্ছে— কতকগুলো নিয়ম নীতির সমষ্টি।

গান্ধান্যাক মূল্যবোধের চৰ্চা ছাড়া আশা করা যায় না— সুশাসন।

- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের একটি অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে— কর প্রদান করা।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে— রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলা।
- ✓ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বাপেক্ষা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে— সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নেতা।
- ✓ দুর্নীতির মূল উৎস হিসেবে কাজ করে— নেতৃত্বকা ও মূল্যবোধের অভাব।
- ✓ সরকারি অর্থব্যয়ে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের নিচয়তা বিধান করে— স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।
- ✓ ব্যক্তিশার্থ অর্জন বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই হলো— দুর্নীতি।
- ✓ দুর্নীতির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক— বিপরীতমুখী।
- ✓ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হলো— সুশাসনের লক্ষ্য।
- ✓ গণতন্ত্রকে সফল করার প্রধানতম পূর্বশর্ত— সুশাসন।
- ✓ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ হল— সুশাসনের ভিত্তি।
- ✓ নেতৃত্বকা, মূল্যবোধ ও সুশাসনের মূলমন্ত্র— জনকল্যাণ।
- ✓ 'মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন' সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বক্তব্যটি— জাতিসংঘের।
- ✓ নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়— সুশাসন।
- ✓ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পক্ষত হল— ই-গভর্নেন্স।
- ✓ E-Governance দ্বারা বৃদ্ধায়— শাসন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।
- ✓ শাসন ব্যবস্থায় ই-গভর্নেন্সের ধারণা প্রবর্তনের মাধ্যমে সুশাসনের যে উপাদানসমূহ বাস্তবায়িত করা যায় সেগুলো হলো— স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

কর্তৃপূর্ণ প্রশ্নাবলী

- Q** নেতৃত্বকা বিরোধী আইনের বিরোধিতা করার অধিকার নাগরিকদের আছে— উত্তি কার?
- (ক) লাক্ষ
(গ) বান কি মূল
- (ৰ) প্রেটো
(ৱ) এরিস্টটল
- উত্তর : ক
- Q** ইতিজিঃ কোন ধরনের অপরাধ?
- (ক) নেতৃত্বক অপরাধ
(গ) মানবিক অপরাধ
- (ৰ) সামাজিক অপরাধ
(ৱ) সর্বজনীন অপরাধ
- উত্তর : খ
- Q** মানুষের মনোজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রণ করে—
- (ক) মূল্যবোধ
(গ) সংবিধান
- (ৰ) আইন
(ৱ) নেতৃত্বকতা
- উত্তর : ঘ
- Q** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ জীবনে শাস্তিতে বসবাস করতে হলে তাকে সমাজ নির্ধারিত মানদণ্ডে অনুসরণ করে আচরণের বহিপ্রকাশ করতে হয়। অন্যান্য সমাজ তাকে ধিক্কার দেয়, উপহাস করে। অনুচ্ছেদটিতে মানব আচরণের অনুসরণীয় কোন দিকটিকে নির্দেশ করা হয়েছে—
- (ক) নেতৃত্বকতা
(গ) আইন
- (ৰ) মূল্যবোধ
(ৱ) ন্যায়বিচার
- উত্তর : খ
- Q** একজন বিখ্যাত মনীষী বলেছেন, 'তুমি যা বল আমি তা মানি না কিন্তু একথা বলার জন্য তোমার যে অধিকার তা রক্ষা করার জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত' উত্তি নিশ্চিত করে—
- (ক) নেতৃত্বক মূল্যবোধের বিকাশ
(গ) সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ
- (ৰ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ
(ৱ) সুশাসন প্রতিষ্ঠা
- উত্তর : খ

- ১) নেতৃত্ব কোন ধরনের শৰ্ণ?
 ৩) ব্যক্তিগত শৰ্ণ
 ৫) পারিবারিক শৰ্ণ
- ৬) সামাজিক শৰ্ণ
 ৭) ধর্মীয় শৰ্ণ
- উত্তর : ৩
- ২) রাহেলা বেগম একজন গৃহিণী। তিনি পারিবারিক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরিও করেন। এমনকী তিনি সক্রিয় রাজনীতিতেও জড়িত। তিনি মনে করেন দেশের উন্নয়নের স্বার্থে নারীদের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা দরকার এবং আমাদের দেশে এই সুযোগও রয়েছে। অনুচ্ছেদটি নির্দেশ করে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে—
 ৩) গণতন্ত্র
 ৫) নারীর শাসন
- ৬) সমাজতন্ত্র
 ৮) সুশাসন
- উত্তর : ৪
- ৩) সত্যকথা বলা, ক্রমজনকে মান্য করা, অসহায়ককে সহায়তা করা, চুরি থেকে বিরত থাকা কোন ধরনের নীতি?
 ৩) সামাজিক নীতি
 ৫) ধর্মীয় নীতি
- ৬) নেতৃত্বার নীতি
 ৮) মূল্যবোধের নীতি
- উত্তর : ৩
- ৪) মানুষকে অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করে কল্যাণের পথ অনুসরণের নির্দেশনা দেয়—
 ৩) মূল্যবোধ
 ৫) আইন
- ৬) নেতৃত্ব
 ৮) সংবিধান
- উত্তর : ৩
- ৫) বড়দের সম্মান করা, দানশীলতা, শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি কোন ধরনের মূল্যবোধ—
 ৩) ধর্মীয় মূল্যবোধ
 ৫) আধুনিক মূল্যবোধ
- ৬) সামাজিক মূল্যবোধ
 ৮) নেতৃত্ব মূল্যবোধ
- উত্তর : ৩
- ৬) রাষ্ট্রের সুসমর্থিত টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার—
 ৩) নেতৃত্বকা
 ৫) সুশাসন
- ৬) মূল্যবোধ
 ৮) সবগুলোই
- উত্তর : ৩
- ৭) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চৰ্চা ছাড়া আশা করা যায় না—
 ৩) দক্ষ আমলাতন্ত্র
 ৫) সুশাসন
- ৬) আইনের শাসন
 ৮) রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন
- উত্তর : ৫
- ৮) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের অন্যতম একটি দায়িত্ব হচ্ছে—
 ৩) সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা
 ৫) উচ্চতর শিক্ষা লাভ করা
 ৩) কর প্রদান করা
 ৬) সরকারের সকল সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো
- উত্তর : ৫
- ৯) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বাপেক্ষা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে কে?
 ৩) যোগ্য নেতা
 ৫) সুশীল সমাজ
- ৬) জনগণ
 ৮) রাজনৈতিক দল
- উত্তর : ক
- ১০) শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি অন্যান্যকে বক্ষিত করে—
 ৩) শিক্ষার অধিকার থেকে
 ৫) রাজনৈতিক অধিকার থেকে
- ৬) অর্থনৈতিক অধিকার থেকে
 ৮) প্রাপ্য অধিকার থেকে
- উত্তর : ৪
- ১১) সুশাসনের অস্তিত্বার হলো—
 ৩) গণতন্ত্র
 ৫) জবাবদিহিতা
- ৬) স্বচ্ছতা
 ৮) দক্ষতা
- উত্তর : ক

- ❖ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণ নিচিতকরণের সর্বাপেক্ষা উচ্চতপূর্ণ পদ্ধতি কোনটি?
- (ক) ই-গভর্নেন্স
 - (খ) গভর্নেন্স
 - (গ) ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স
 - (ঘ) কোনটিই নয়
- উত্তর : ক
- ❖ শাসন ব্যবস্থায় ই-গভর্নেন্সের ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসনের যে উপাদানসমূহ বাস্তবায়িত করা যায় সেগুলো হলো—
- (ক) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
 - (খ) আইনের শাসন ও স্বচ্ছতা
 - (গ) গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা
 - (ঘ) আইনের শাসন ও গণতন্ত্র
- উত্তর : ক
- ❖ ‘জনগণ যদি ন্যায়বান হয় তাহলে আইন অন্বয়শীক আর শাসক যদি দুর্লভিপরায়ণ হয় তাহলে আইন নিরবর্ধক’ উক্তিটি কার?
- (ক) সক্রিয়তিস
 - (খ) প্লেটো
 - (গ) এরিস্টটল
 - (ঘ) ম্যাকিয়াভেলি
- উত্তর : খ
- ❖ জবাবদিহিতা অর্থ—
- (ক) নৈতিকবোধ
 - (খ) বিবেকবোধ
 - (গ) কর্তব্যবোধ
 - (ঘ) স্বচ্ছতাবোধ
- উত্তর : গ
- ❖ ‘সুশাসন সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্ধপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে’ উক্তিটি—
- (ক) জাতিসংঘের
 - (খ) বিশ্বব্যাংকের
 - (গ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের
 - (ঘ) ইউএনডিপির
- উত্তর : ঘ
- ❖ গণতন্ত্রকে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করার মাধ্যম কোনটি?
- (ক) আদর্শ আমলাতন্ত্র
 - (খ) সুশাসন
 - (গ) আইনের শাসন
 - (ঘ) সামরিক শাসন
- উত্তর : খ
- ❖ অংশগ্রহণ, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন—
- (ক) কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
 - (খ) সাম্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ
 - (গ) সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আরোপ
 - (ঘ) সুশাসন
- উত্তর : ঘ
- ❖ E-Governance-এর পূর্ণরূপ—
- (ক) Electronic Governance
 - (খ) Electric Governance
 - (গ) Electrical Governance
 - (ঘ) Elected Governance
- উত্তর : ক
- ❖ আনিস সাহেব বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি এখন প্রতিনিয়ত ঘরে বসেই ল্যাপটপ ও মোবাইলে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম ও তথ্য দেখতে পান। ফলে তার সময়ও অর্ধের অপচয় রোধ হয়। এই অবস্থায় বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থাকে কি বলা যায়?
- (ক) উচ্চ গভর্নেন্স
 - (খ) প্রার্লামেন্টারি গভর্নেন্স
 - (গ) ই-গভর্নেন্স
 - (ঘ) ডেমোক্রেটিক গভর্নেন্স
- উত্তর : গ
- ❖ নৈতিকতা মানুষের কোন ধরনের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে?
- (ক) বাহ্যিক
 - (খ) অভ্যন্তরীণ
 - (গ) আধ্যাত্মিক
 - (ঘ) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়
- উত্তর : ঘ
- ❖ নৈতিকতার প্রধান উৎস কোনটি?
- (ক) আইন
 - (খ) বিবেক
 - (গ) সমাজ
 - (ঘ) রাষ্ট্র
- উত্তর : খ

১. "Law does not and cannot cover all grounds of morality" উকিটি কারো?
 (১) অস্টিন
 (২) সেন্ট টমাস অগস্টিন
 (৩) ম্যাক্স ওয়েবার
 (৪) ম্যাকাইভার
- উত্তর : ঘ
২. অক্ষিচার শব্দের অর্থ কি?
 (১) বার্জিনিষ্টা
 (২) আত্মিষ্টা
 (৩) আত্মাচার
- উত্তর : ক
৩. নেতৃত্বাত্মকতার বিধান—
 (১) আবশ্যিক
 (২) ইচ্ছা নিরপেক্ষ
 (৩) প্রতিক্রিয়া
- উত্তর : খ
৪. 'মূল্যবোধ হলো সেসব কাজ, অভিজ্ঞতা ও নীতি যা মানুষের গুরুত্বিল ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটায়' — উকিটি কারো?
 (১) সক্রেটিস
 (২) কফি আনান
- উত্তর : ঘ
৫. নেতৃত্বাত্মক ও মূল্যবোধের যথোর্থ বিকাশ ঘটায়—
 (১) রাষ্ট্র
 (২) সরকার
 (৩) সুশাসন
- উত্তর : গ
৬. মূল্যবোধ কাদের দ্বারা অনুমোদিত?
 (১) সাধারণ জনগণ
 (২) শিক্ষিত জনগণ
 (৩) রাজনৈতিক নেতৃত্ব
- উত্তর : ঘ
৭. মূল্যবোধকে আইনের ভিত্তি বলা হয় কেন?
 (১) মূল্যবোধ আইন সৃষ্টি করে
 (২) মূল্যবোধ বিবর্জিত আইন সমাজে টিকে থাকতে পারে না
 (৩) আইন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে
 (৪) আইন ও মূল্যবোধ একই বিষয়
- উত্তর : ঘ
৮. এক সময় আমাদের সমাজে নারী শিক্ষা ছিল প্রায় নিষিক। সাধারণ মানুষ নারী শিক্ষার আগ্রহী ছিল না। কিন্তু বর্তমানে নারী শিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়। এর মাধ্যমে মূল্যবোধের কোন বৈশিষ্ট্যটি আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়?
 (১) মূল্যবোধ কল্যাণকর
 (২) মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল
 (৩) মূল্যবোধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত
- উত্তর : ঘ
৯. অক্ষুণ্ণ শিক্ষাই মানুষকে — অর্জনে সহায়তা করে?
 (১) জ্ঞান
 (২) মনুষ্যত্ব
 (৩) মানসিকতা
- উত্তর : ক
১০. ধাতির ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করে?
 (১) ধনসম্পদ
 (২) নৈতিক জ্ঞান
 (৩) রাজনীতি
- উত্তর : গ
১১. পঞ্জাবজাতীয় বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্য ও নেতৃত্বাত্মক বিধান সংযোজন করা হয়েছে?
 (১) ১৫ নং
 (২) ২০ নং
- উত্তর : ঘ
- উত্তর : ঘ

- ১) জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি দিক থেকে যতই বৈষম্য করা হোক না কেন বিশ্ব মানব মিলে এ অভিন্ন পরিবার এবং সকল মানুষ এ পরিবারের সদস্য। বিশ্বমানব পরিবারের সদস্য হি প্রত্যেক মানুষই অভিন্ন অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই অনুচ্ছেদে যে বিষয়টির উপর এ দেয়া হয়েছে তা হলো—
- (ক) মানব সভ্যতা
 - (খ) মানবাধিকার
 - (গ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন
 - (ঘ) অপসংকৃতি
- উত্তর :
- ২) মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাবে ভূরাপ্তি হয়?
- (ক) রাজনৈতিক উন্নয়ন
 - (খ) সামাজিক উন্নয়ন
 - (গ) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
 - (ঘ) জাতীয় উন্নয়ন
- উত্তর :
- ৩) বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের জীবন যাত্রায় ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। সরকার প্রদত্ত নাগ সুযোগ সুবিধা শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামের মানুষ এগুলো থেকে বর্জিত। সরকারি উ কর্মকাণ্ডে এই বৈষম্য চোখে পড়ার মতো। একপ পরিস্থিতিতে সুশাসন বাস্তবায়ন করতে সরকারকে অধিক মনোযোগী হত হবে।
- (ক) জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায়
 - (খ) শক্তিশালী স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠায়
 - (গ) গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে
 - (ঘ) দক্ষ আমলাত্মক প্রতিষ্ঠায়
- উত্তর :
- ৪) বর্তমানে বাংলাদেশের একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জেনেও খাদ্য ব্যাপক হারে ফরমালিন জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত করছে। এর মাধ্যমে বুরা যায় এ ধর ব্যবসায়ীদের মধ্যে অভাব রয়েছে—
- (ক) মূল্যবোধে
 - (খ) নৈতিকতার
 - (গ) শিক্ষার
 - (ঘ) ক ও খ উভয়ই
- উত্তর :
- ৫) নৈতিকতা বিকাশের লালন ক্ষেত্র কোনটি?
- (ক) পরিবার
 - (খ) সমাজ
 - (গ) রাষ্ট্র
 - (ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- উত্তর :
- ৬) নৈতিকতার বিধান কিরূপ?
- (ক) ঐচ্ছিক
 - (খ) অনৈচ্ছিক
 - (গ) বাধ্যতামূলক
 - (ঘ) অনুসরণীয়
- উত্তর :
- ৭) কাঠামোবদ্ধ রূপ নেই কোনটি?
- (ক) মূল্যবোধ
 - (খ) নৈতিকতা
 - (গ) সহনশীলতা
 - (ঘ) সহর্মস্তা
- উত্তর :
- ৮) ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও পছন্দ থেকে উত্তৃত কোনটি?
- (ক) নৈতিকতা
 - (খ) মূল্যবোধ
 - (গ) আত্মসংযম
 - (ঘ) ব্যক্তি স্বাধীনতা
- উত্তর :
- ৯) ব্যক্তিগত মূল্যবোধ কোনটিকে লালন করে?
- (ক) স্বাধীনতা
 - (খ) সুশাসন
 - (গ) শৃঙ্খলাবোধ
 - (ঘ) পরমত সহিষ্ণুতা
- উত্তর :
- ১০) বয়সের সাথে সাথে কোনটির পরিবর্তন ঘটে?
- (ক) নৈতিকতা
 - (খ) মূল্যবোধ
 - (গ) সহনশীলতা
 - (ঘ) আত্মসংযম
- উত্তর :

১. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উৎস কোনটি?	(ক) সামাজিক প্রথা	(খ) ধর্ম	
	(গ) পরিবার	(ঘ) রাষ্ট্র	উত্তর : ক
২. মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?	(ক) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত	(খ) পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত	
	(গ) ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীলতা	(ঘ) অপরিবর্তনশীলতা	উত্তর : ঘ
৩. বাহ্যিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন কোন দার্শনিক দ্বারা?	(ক) প্রেটো ও এরিস্টটল	(খ) প্রেটো ও সক্রেটিস	
	(গ) ম্যাকিয়াডেলী ও ম্যাকাইভার	(ঘ) ফ্রান্কোন ও পামফ্রে	উত্তর : ক
৪. পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি কিসের উন্নতির উপর নির্ভরশীল?	(ক) মূল্যবোধের উন্নতি	(খ) রাজনৈতিক উন্নতি	
	(গ) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উন্নতি	(ঘ) বিচার বিভাগের উন্নতি	উত্তর : ক
৫. কিসের অভাবে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না?	(ক) অধিকার ও কর্তব্য সচেতনতা	(খ) জবাবদিহিতার অভাবে	
	(গ) বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ	(ঘ) স্বাধীন মত প্রকাশ	উত্তর : ক
৬. কোন রাষ্ট্র দার্শনিক গণতান্ত্রিক ব্যবহার সাফল্যের জন্য তিনটি শর্তের কথা বলেছেন?	(ক) জন স্টুয়ার্ট মিল	(খ) জন সিলি	
	(গ) সিএফ স্ট্রাং	(ঘ) ডাইসি	উত্তর : ক
৭. নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ বাতলে দেয়—	(ক) রাজনৈতিক মূল্যবোধ	(খ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ	
	(গ) নৈতিক মূল্যবোধ	(ঘ) ব্যক্তিক মূল্যবোধ	উত্তর : খ
৮. নাগরিকের মর্যাদা বৃক্ষি করে—	(ক) সামাজিক মূল্যবোধ	(খ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ	
	(গ) রাজনৈতিক মূল্যবোধ	(ঘ) নৈতিক মূল্যবোধ	উত্তর : খ
৯. রাষ্ট্রে শাস্তি ও সুস্থানি প্রতিষ্ঠা করে কোনটি?	(ক) সহর্মসূর্য	(খ) সহনশীলতা	
	(গ) আত্মসংযম	(ঘ) জনকল্যাণমুখিতা	উত্তর : খ
১০. নাগরিকের অংশগ্রহণ দ্বারা কোনটি সম্ভব হয়?	(ক) মূল্যবোধের সংরক্ষণ	(খ) নৈতিকতার সংরক্ষণ	
	(গ) সুশাসনের সংরক্ষণ	(ঘ) আইনের শাসনের সংরক্ষণ	উত্তর : ক
১১. নাগরিকের অধিকারকে সংরক্ষণ করে—	(ক) আইনের শাসন	(খ) মূল্যবোধের চৰ্তা	
	(গ) জবাবদিহিতার অভাব	(ঘ) স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন	উত্তর : ক
১২. সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান কোনটি?	(ক) মূল্যবোধ	(খ) নৈতিকতা	
	(গ) রাষ্ট্র	(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	উত্তর : ক
১৩. সুশাসনের বড় অন্তরায়—	(ক) দুর্নীতি	(খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা	
	(গ) জনসচেতনতা	(ঘ) সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা	উত্তর : ক

- ❖ রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিপ্লিত করে—
 (ক) সহনশীলতা
 (গ) পরমত সহিষ্ণুতা
- (৬) পারম্পরিক শুদ্ধাবোধ
 (৮) দুর্নীতি
- উত্তর : ঘ
- ❖ উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?
 (ক) গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব
 (গ) শাসকদল ও বিরোধী দলসমূহের মধ্যে ঐক্য
- (৬) ব্যক্তিপূজা
 (৮) গণতন্ত্রের চর্চার অভাব
- উত্তর : গ
- ❖ গণতন্ত্রের প্রাণ—
 (ক) রাজনৈতিক দল
 (গ) শাধীন নির্বাচন কমিশন
- (৬) অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন
 (৮) আইনের শাসন
- উত্তর : খ
- ❖ “Good Governance is important for countries at all stages of Development.” —কার উক্তি?
 (ক) বিশ্বব্যাংক
 (গ) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল
- (৬) জাতিসংঘ
 (৮) ইউনেস্কো
- উত্তর : গ
- ❖ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কোন পক্ষতিকে সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছে?
 (ক) দার্শনিক
 (গ) অংশগ্রহণমূলক
- (৬) ঐতিহাসিক
 (৮) বৈজ্ঞানিক
- উত্তর : গ
- ❖ “সুশাসন সকলের অংশহন্তের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে।” —কার অভিযন্ত?
 (ক) ইউনেস্কো
 (গ) জাতিসংঘ
- (৬) আইএমএফ
 (৮) ইউএনডিপি
- উত্তর : ঘ
- ❖ আইনের শাসনের মৌলিক শর্ত কয়টি?
 (ক) ২টি
 (গ) ৪টি
- (৬) ৩টি
 (৮) ৫টি
- উত্তর : খ
- ❖ ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি প্রকৃত কার্যকর—
 (ক) যুক্তরাষ্ট্রে
 (গ) জাপানে
- (৬) যুক্তরাজ্যে
 (৮) ভারতে
- উত্তর : ক
- ❖ IDA এর প্রতিবেদন মতে, সুশাসনের দিক নির্দেশক কয়টি?
 (ক) ২টি
 (গ) ৬টি
- (৬) ১০টি
 (৮) ১২টি
- উত্তর : ক
- ❖ জনগণ অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় কিভাবে?
 (ক) দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে
 (গ) শিক্ষা ও সচেতনতার মধ্য দিয়ে
- (৬) কুসংস্কারাছন্ন হয়ে
 (৮) ধর্মীয় গোড়ামীতে বিশ্বাস করে
- উত্তর : গ
- ❖ গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায়—
 (ক) ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে
 (গ) শিক্ষার মাধ্যমে
- (৬) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে
 (৮) সচেতনতার মাধ্যমে
- উত্তর : খ

● Atmosphere

● Surface

● Biosphere

Human
Geography

● Hydrosphere

ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা



ভূগোল

ভূগোল শব্দের ইংরেজি পরিভাষা *Geography* যার উৎপত্তি *Geo + graphy* থেকে, *Geo* শব্দে অর্থ ভূমি আর *graphy* শব্দের অর্থ পরিমাপ। তাই *Geography* অর্থ হলো ভূমির পরিমাপ বাংলায় ভূগোল শব্দের অর্থ হল ‘পৃথিবী গোলাকার’। *Geography* শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন প্রিন্সিপেল ভূগোলবিদ- ইরাটস্থেনিস, তাকে শাস্ত্রটির জনক বলা হয়। পৃথিবীর পাহাড়, পর্বত, মালভূমি সমভূমি, সাগর, মহাসাগর, নদ-নদী ইত্যাদির তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার নামই ভূগোল পৃথিবী ও পরিবেশসহ মানব জীবনের সবকিছুই ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

কয়েকজন ভূগোলবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইরাটস্থেনিস: ভূগোলের জনক হিসেবে পরিচিত- প্রাচীন গ্রিক ভূগোলবিদ- ইরাটস্থেনিস (প্রি. পৰ্ব ২৭৬- প্রি. পৰ্ব ১৯২ মতান্তরে ১৯৬)। তিনি একাধারে গণিতবিদ, ভূগোলবিদ, কবি জ্যোতির্বিদ, সংগীতজ্ঞ। তিনি প্রথম *Geography* শব্দটি ব্যবহার করেন 'Writing about the world' অর্থে। তিনি এর সাথে আবহাওয়া ও তাপমাত্রার পরিবর্তন বিষয়ক ধারণাও যোগ করেন তিনি *Leap day* এবং পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানের দূরত্ব নির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করেছিলেন। এছাড়া তিনি বৈজ্ঞানিক অনুক্রম এবং মৌলিক সংখ্যা চিহ্নিতকরণ সূত্র আবিষ্কার করেন।

নিকোলাস কোপার্নিকাস : নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৪৭৩ প্রি.-২৪ মে ১৫৪৩ প্রি.) একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনিই প্রথম আধুনিক সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতে মতবাদ প্রদান করেন।

এডুইন হাবল : এডুইন হাবল (১৮৮৯ প্রি. - ১৯৫৩ প্রি.) একজন মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী যিনি ছায়াপথ, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ এবং মহাবিশ্বের আকার-আকৃতি বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে আমরা পৃথিবী থেকে যে কুণ্ডলাকা নীহারিকাগুলো দেখি সেগুলো প্রকৃতপক্ষে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের মতই এক ধরনে ছায়াপথ। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো- মহাবিশ্বের ক্রম সম্প্রসারণ আবিষ্কার।

ক্লিডিয়াস টলেমিয়াস : ক্লিডিয়াস টলেমিয়াস (৯০ প্রি.- ১৬৮ প্রি.) যিনি টলেমি নামে সমধি পরিচিত, একজন গ্রিক গণিতবিদ, ভূগোলবিদ, জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষ। তিনি রোম-শাসিত মিসরে ইঞ্জিনিয়ার নামক প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, ধারণা করা হয় যে তার জন্ম মিসরেই।

আলেকজান্দ্রার ফন হ্যমবোন্ট : আলেকজান্দ্রার ফন হ্যমবোন্ট (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৭৬৯ প্রি. - ১ মে, ১৮৫৯ প্রি.) একজন জ্যামিন অভিযানী ও বিজ্ঞানী। তিনি উল্টিজ ভূগোলের উপর প্রচুর গবেষণা করেন যার মাধ্যমে জীবভূগোলের গোড়াপত্তন ঘটে। আর তার ফলে বর্তমানে আমরা মানবীয় ভূগোল নামে ভূগোলের একটি নব শাখার বর্ণনা পাই।

এডমান্ড হ্যালি : এডমান্ড হ্যালি (৮ নভেম্বর, ১৬৫৬ প্রি.-১৪ জানুয়ারি, ১৭৪২ প্রি.) ছিলে বিখ্যাত ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভূ-পদার্থবিদ, গণিতজ্ঞ, আবহাওয়াবিদ এবং পদার্থবিজ্ঞানী। হ্যালি ইংল্যান্ডের এক বিশ্বালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি *Catalogus Stellarum Australium* নামক তারা তালিকাটি প্রকাশ করেন যাতে ৩৪১টি দাক্ষিণাত্যীয় তারার বিস্তারিত তথ্য ছিল। ১৬৮১ সালে হ্যালি তার সেন্ট হেলেনা অভিযানের পর্যবেক্ষণ নিয়ে করা গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন এর মাধ্যমে তিনি বায়ুমণ্ডলীয় গতির কারণ হিসেবে সৌর উৎসায়নের প্রভাবকে সনাক্ত করেন। এক সাথে সমূদ্র স্তর থেকে কোন স্থানের উচ্চতা এবং ব্যারোমেট্রিক চাপের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তিনি।

হিলার্কাস ম্যাপ : জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত হিলার্কাস এর নামানুসারে তৈরি হয়েছে ‘হিলার্কাস ম্যানচিট’ নামক মহাজাগতিক মানচিত্র। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ESA) ১৯৯৯ সালে এ ত্রিমাত্রিক মানচিত্রটি তৈরি করে যাতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার তারার অবস্থান ও গতিপথে উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশ ও অঞ্চলিক ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা, পারিবেশিক, আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক শুল্ক :

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা

বাংলাদেশের দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশ $20^{\circ}38'$ উত্তর
লক্ষণাংশ থেকে $26^{\circ}38'$ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং $87^{\circ}01'$ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে $92^{\circ}41'$
১' নাম্বা রেখার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কক্ষক্রান্তি রেখা অতিক্রম
করাগুছ। বাংলাদেশের আয়তন $1,47,570$ বর্গ কিলোমিটার। বনাঞ্চলের আয়তন $21,657$
নাম্বাক্ষেপার ও নদী অঞ্চলের আয়তন $9,805$ বর্গ কিলোমিটার। নদী ও বনাঞ্চল বাংলা
দেশের আয়তন $1,16,508$ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশে একদিকে বঙ্গোপসাগর এবং অপর প্রায় তিনি দিকেই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন
নাম্বা ধারা বেষ্টিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য, পূর্বে
খাপাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মাঝানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ
খন্দাঙ্গত।

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহৎ ব-ধীপ। পঞ্চা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও কুশিয়ারা নদী যথাক্রমে পশ্চিম, উত্তর ও
অন্তর্মাণ পূর্ব দিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একযোগে এ সুবিশাল ব-ধীপের সৃষ্টি করেছে।
বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। বাংলাদেশে সামান্য পরিমাণে উচ্চভূমি রয়েছে,
যা পুরুত্বে ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত ডিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

- ক. পাহাড়ি অঞ্চল : দক্ষিণ পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও করুণাজার এবং উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে
গড়ওর সিলেট, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা।
- খ. সোণান অঞ্চল : বরেন্দ্রভূমি, ভাওয়ালের গড়, লালমাই পাহাড়।
- গ. প্রাবন সমভূমি অঞ্চল : দেশের অবশিষ্ট সমভূমি।

অবস্থান, আয়তন, সীমানা ও সীমান্ত

- ✓ বাংলাদেশের অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের $20^{\circ}38'$ - $26^{\circ}38'$ এবং পূর্ব দ্রাঘিমার $87^{\circ}01'$ - $92^{\circ}41'$ ।
- ✓ বাংলাদেশের আয়তন— $1,47,570$ বর্গ কিলোমিটার বা $56,977$ বর্গমাইল। আয়তনের
দিক থেকে বিশেষ অবস্থান— 93 তম। সময়— শ্রীনিচের ৬ ঘণ্টা আগে।
- ✓ বাংলাদেশের সাথে ভারতের— 5 টি রাজ্যের সীমান্ত রয়েছে। এগুলো হলো- আসাম,
মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ। (মনে রাখুন- আমিত্রি মেঘের পরে)
- ✓ বাংলাদেশের দক্ষিণে ভারতের— আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঁজি, বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।
- ✓ বাংলাদেশের সীমানা— উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম,
ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মাঝানমার। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।
- ✓ ঢাকার প্রতিপাদ স্থান— চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
- ✓ বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য— $8,712$ কি.মি. (ভারতের সাথে— $3,715$ কি.মি.;
মাঝানমারের সাথে— 280 কি.মি. এবং সমুদ্র উপকূল— 716 কি.মি.)।

- ✓ পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের (কর্মবাজার) দৈর্ঘ্য— ১২০ কি. মি। সাগর কল্যান নামে পরিচিত কুয়াকাটা (পটুয়াখালি) সৈকতের দৈর্ঘ্য— ১৮ কি. মি। [সূত্র: বাংলাপিডিয়া]
- ✓ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা— ১২ নটিক্যাল মাইল। অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা— ২০০ নটিক্যাল মাইল।
- ✓ বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত সংযোগ রয়েছে— ভারত ও মিয়ানমারের।
- ✓ মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা— রাঙামাটি, বান্দরবান ও কর্মবাজার।
- ✓ বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা— ৩২টি। ভারতের সাথে ৩০টি ও মিয়ানমারের সাথে ৩টি সীমান্তবর্তী জেলা (রাঙামাটি জেলা ভারত ও মায়ানমার উভয়ের সাথে সীমান্তবর্তী)।
- ✓ কোন বিভাগের সাথে কোন সীমান্ত সংযোগ নেই— বরিশাল।
- ✓ ছিটমহল হলো একটি দেশের অভ্যন্তরে আর একটি দেশের বিছিন্ন ভূখণ্ড। ভারতের ভিতরে বাংলাদেশের— ৫১টি এবং বাংলাদেশের ভিতরে ভারতের— ১১১টি ছিটমহল রয়েছে। ভারতের অধিকার্ষিত ছিটমহল বাংলাদেশের— লালমনিরহাটে (৫৯টি)।
- ✓ ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের সব ছিটমহলই পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহারে। বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতের ছিটমহলগুলো চারটি জেলায়। এগুলো হলো- লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম। [মনে রাখুন- লাল, নীল, পঞ্চ, কুড়ি]
- ✓ দহসাম আঙরপোতা ছিটমহল বাংলাদেশের— লালমনিরহাট জেলার পাটহাম থানায়।
- ✓ রঘুনাথপুর সীমান্তবর্তী স্থানটি— চাপাইনবাবগঞ্জে এবং বিলোনিয়া— ফেনীতে।
- ✓ রৌমারী, বড়ইবাড়ী, ইতালামারী সীমান্তবর্তী স্থানগুলো অবস্থিত— কুড়িগ্রামে।
- ✓ পাদুয়া, প্রতাপপুর, গোয়াইনঘাট, জয়স্বামীপুর, কানাইঘাট, জকিগঞ্জ সীমান্তবর্তী স্থানগুলো— সিলেটে।
- ✓ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সীমান্তবর্তী স্থান ও জেলা— বেড়ুবাড়ী (পঞ্চগড়), বুড়িমারী (লালমনিরহাট), হিলি ও বিরল (দিনাজপুর), বেনাপোল (যশোর), কলারোয়া (সাতক্ষীরা), হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ), চুনারূঘাট (হবিগঞ্জ), বুড়িচং (কুমিল্লা), পানছড়ি (খাগড়াছড়ি), উরিয়া (কর্মবাজার)।
- ✓ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জেলা— ৯টি। এগুলো হলো- মূর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর চবিশ পরগনা, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং।

- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|---|---------------|---|--------------|---|
| <p>✓ বাংলাদেশের
সব
সর্ব</p> | <p>{ উত্তরের
দক্ষিণের
পূর্বের
পশ্চিমের }</p> | <p>জেলা</p> | <p>{ পঞ্চগড়
কর্মবাজার
বান্দরবান
চাপাই নবাবগঞ্জ }</p> | <p>উপজেলা</p> | <p>{ তেওঁলিয়া
টেকনাফ
ধানচি
শিবগঞ্জ }</p> | <p>স্থান</p> | <p>{ বাংলাবাবা
হেঁড়াবীপ
আখাইনঠং
মনাকশা }</p> |
|-------------------------------------|--|-------------|---|---------------|---|--------------|---|
- ✓ বাংলাদেশে সবচেয়ে উচু পাহাড়— গারো পাহাড় (ময়মনসিংহ)।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ— তাজিনড় (বিজয়), উচ্চতা- ৩,১৮৫ ফুট। ২য় সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ— ক্রেওক্রাডং, উচ্চতা- ৩,১৭২ ফুট।
- ✓ চন্দনাখ পাহাড়— চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে, চিমুক পাহাড়— বান্দরবানে এবং লালমাই পাহাড়— কুমিল্লায় অবস্থিত।
- ✓ হালদা, সাঙ্গু ও ভেঙ্গি উপত্যকা অবস্থিত যথাক্রমে— খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলায়।

- ✓ বাংলাদেশকে বলা হয়— ছয় অঙ্গুর দেশ, নদীমাতৃক দেশ, ভাটির দেশ, সোনালী আঁশের দেশ।
- ✓ ঢাকাকে বলা হয়— মসজিদের শহর, রিঝার নগরী।
- ✓ সাগর কল্যাণ বলা হয়— সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দর্শনীয় স্থান কুয়াকাটা (পটুয়াখালি)। অপরপক্ষে সাগর দ্বীপ বলা হয়— তোলাকে।
- ✓ কুমিল্লার দুঃখ— গোমতি নদী এবং প্রাচ্যের ডান্ডি— নায়ারনগঞ্জ।
- ✓ বাংলার ভেনিস ও শস্যভান্ডার হিসেবে পরিচিত— বরিশাল।
- ✓ ১২ আউলিয়ার দেশ— চট্টগ্রাম এবং ৩৬০ আউলিয়ার দেশ— সিলেট।
- ✓ বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার ও বাণিজ্যিক রাজধানী— চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশের পারিবেশিক গুরুত্ব

পারিবেশিক অর্থনীতি বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১৭% বনভূমি রয়েছে। মানুষের জীবন ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের জনগণ অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা পায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পদ্ধা, মেঘনা, যমুনা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰের গুরুত্ব অঙ্গীকার করা যায় না। মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে কৃষিকার্য সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব

গোপনীয়তার জন্য আশীর্বাদ না হয়ে বর্তমানে অভিশাপে পরিণত হয়েছে। এই জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম করা না গেলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হবে।
বাংলাদেশের পরিবার ব্যবহাসহ অন্যান্য উপজাতীয় সংস্কৃতি বৰ্হিবিশ্বে ব্যাপক গুরুত্ব পাচ্ছে।

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

শুণেল হচ্ছে স্থায়ী উপাদান যার উপর কোন দেশের শক্তি নির্ভর করে। একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি সামোলিক অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত হওয়ায় তার পাশে যেমন বৃক্ষ পেয়েছে ঠিক একই সাথে তিন দিকে ভারতের সীমানা থাকায় এর শক্তি কিছুটা হাপ পেয়েছে। তবে ভারতের সেভেন সিস্টার্সে প্রবেশ করতে হলে এবং সেই অঞ্চলের শৃঙ্খলা রক্ষায় শান্তকে বাংলাদেশের অবস্থানের গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ হওয়ায় ভূ-রাজনীতিতে তার গুরুত্ব বৃক্ষি পাচ্ছে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- ১) বাংলাদেশের অবস্থান উভয় অক্ষাংশের—**
- (ক) ২০°৩৪' – ২৬°৩৮'
 - (খ) ২১°৩১' – ২৬°৩৬'
 - (গ) ২২°৩৪' – ২৬°৩৮'
 - (ঘ) ২০°২০' – ২৫°২৭'
- উত্তর : ক
- ২) বাংলাদেশের মোট আয়তন—**
- (ক) ১,৪৭,৭৭০ বর্গ কি. মি.
 - (খ) ১,৪৬,৯৮০ বর্গ কি. মি.
 - (গ) ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি.
 - (ঘ) ১,৪৬,৮৫০ বর্গ কি. মি.
- উত্তর : গ
- ৩) বাংলাদেশের সাথে কয়টি দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে?**
- (ক) ১টি
 - (খ) ২টি
 - (গ) ৩টি
 - (ঘ) ৪টি
- উত্তর : খ
- ৪) যে দুটি দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে সে দুটির নাম কি?**
- (ক) ভারত ও চুটান
 - (খ) ভারত ও মালদ্বীপ
 - (গ) ভারত ও নেপাল
 - (ঘ) ভারত ও মায়ানমার
- উত্তর : ঘ
- ৫) ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য কত?**
- (ক) ৩,৩০০ কিলোমিটার
 - (খ) ৩,৫৩৭ কিলোমিটার
 - (গ) ৩,৭১৫ কিলোমিটার
 - (ঘ) ৩,৯৩৫ কিলোমিটার
- উত্তর : গ
- ৬) মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তের দৈর্ঘ্য—**
- (ক) ২০৬ কিলোমিটার
 - (খ) ২৩৬ কিলোমিটার
 - (গ) ২৬০ কিলোমিটার
 - (ঘ) ২৮০ কিলোমিটার
- উত্তর : ঘ
- ৭) বাংলাদেশের সাথে নিম্নলিখিত কোন দেশের *Maritime boundary* বিদ্যমান রয়েছে?**
- (ক) মিয়ানমার
 - (খ) থাইল্যান্ড
 - (গ) নেপাল
 - (ঘ) দক্ষিণ কোরিয়া
- উত্তর : ক
- ৮) কোন জেলা ভারতের সীমান্তের সাথে নয়?**
- (ক) ঠাকুরগাঁও
 - (খ) রংপুর
 - (গ) নওয়াবগঞ্জ
 - (ঘ) বাগেরহাট
- উত্তর : খ
- ৯) ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কোন রাজ্যটি বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত নয়?**
- (ক) মেঘালয়
 - (খ) আসাম
 - (গ) ত্রিপুরা
 - (ঘ) মণিপুর
- উত্তর : ঘ
- ১০) সিলেট জেলার উত্তরে কোন ভারতীয় রাজ্য অবস্থিত?**
- (ক) মেঘালয়
 - (খ) আসাম
 - (গ) নাগাল্যান্ড
 - (ঘ) মণিপুর
- উত্তর : ক
- ১১) মিয়ানমার বাংলাদেশের কোনদিকে অবস্থিত?**
- (ক) উত্তরপূর্ব
 - (খ) পূর্ব
 - (গ) দক্ষিণপূর্ব
 - (ঘ) উত্তর
- উত্তর : গ
- ১২) বাংলাদেশের কোন জেলা দুই দেশের সীমানা দ্বারা বেষ্টিত?**
- (ক) খাগড়াছাড়ি
 - (খ) বান্দরবান
 - (গ) কুমিল্লা
 - (ঘ) রাঙামাটি
- উত্তর : ঘ

১. বাংলাদেশের কোন জেলাটির সাথে ভারত ও মিয়ানমারের সীমানা রয়েছে?

(ক) চট্টগ্রাম

(খ) কক্ষবাজার

(গ) রাঙামাটি

(ঘ) পটুয়াখালী

উত্তর : গ

২. কোন জেলা রৌমারি ও বড়াইবাড়ি সীমান্তে অবস্থিত?

(ক) নীলফামারী

(খ) কুড়িগ্রাম

(গ) দিনাজপুর

(ঘ) বগুড়া

উত্তর : খ

৩. বিলোনিয়া সীমান্ত কোন জেলার অন্তর্গত?

(ক) সাতক্ষীরা

(খ) যশোহর

(গ) ফেনী

(ঘ) সিলেট

উত্তর : গ

৪. ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো কোন জেলায় অবস্থিত?

(ক) মেঘালয়

(খ) কুচিবিহার

(গ) মিজোরাম

(ঘ) ত্রিপুরা

উত্তর : খ

৫. দহ্মাম ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত?

(ক) নীলফামারী

(খ) কুড়িগ্রাম

(গ) লালমনিরহাট

(ঘ) দিনাজপুর

উত্তর : গ

৬. আঙ্গরপোতা ও দহ্মাম ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত?

(ক) রংপুর

(খ) নীলফামারী

(গ) লালমনিরহাট

(ঘ) পঞ্চগড়

উত্তর : গ

৭. কোন ছানটি বাংলাদেশের ছিটমহল নয়?

(ক) তিন বিঘা করিডোর

(খ) দহ্মাম

(গ) জাফলং

(ঘ) রৌমারী

উত্তর : গ

৮. ভারতের ছিটমহল নেই—

(ক) লালমনিরহাটে

(খ) রংপুরে

(গ) কুড়িগ্রামে

(ঘ) নীলফামারীতে

উত্তর : খ

৯. নিচের কোন ভূমিরূপটি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না?

(ক) মালভূমি

(খ) প্রাবন সমভূমি

(গ) পাহাড়

(ঘ) দ্বীপ

উত্তর : ক

১০. ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার উচু ভূমিকে বলে—

(ক) বরেন্দ্রভূমি

(খ) মধুপুরের গড়

(গ) ভাওয়াল গড়

(ঘ) এর কোনটিই নয়

উত্তর : গ

১১. বরেন্দ্রভূমি হলো—

(ক) সাম্প্রতিককালে প্রাবন সমভূমি

(খ) টারশিয়ারী যুগের পাহাড়

(গ) প্রাইস্টেসিনকালের সোপান

(ঘ) পাদদেশীয় পলল সমভূমি

উত্তর : গ

১২. বাংলাদেশের পাহাড় শ্রেণীর ভূ-তাত্ত্বিক মূল্যের ভূমিরূপ হচ্ছে—

(ক) প্রাইস্টেসিন যুগের

(খ) টারশিয়ারী যুগের

(গ) মায়োসিন যুগের

(ঘ) ডেবোনিয়ান যুগের

উত্তর : খ

১৩. চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়সমূহ কোন পর্বতের অংশ?

(ক) হিমালয়

(খ) আরাকান ইয়োমা

(গ) কারাকোরাম

(ঘ) তিমেনশান

উত্তর : খ

❖ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত 'বিজয়' এর পূর্ণ নাম—	❖ তাজিংডং	উত্তর
❖ কেটেকডং	❖ ক-১২	
❖ বাটালি		
❖ 'হালদা ভ্যালি' কোথায় অবস্থিত?	❖ খাগড়াছড়ি	উত্তর
❖ রাঙামাটি	❖ সন্ধীপ	
❖ বান্দরবান		
❖ কর্বাজারের সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য কত?	❖ ১২৫ কি. মি.	উত্তর
❖ ১২০ কি. মি.	❖ ১৭০ কি. মি.	
❖ ১৫৫ কি. মি.		
❖ বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত কোনটি?	❖ কুয়াকাটা	উত্তর
❖ কর্বাজার	❖ পাতায়া	
❖ দীঘা		
❖ কুয়াকাটা কোন জেলায় অবস্থিত?	❖ ভোলা	উত্তর
❖ পটুয়াখালি	❖ পিরোজপুর	
❖ বালকাঠি		
❖ কর্বাজার ছাড়া বাংলাদেশের আর একটি আকর্ষণীয় ও পর্যটন অনুকূল সমুদ্র সৈকত—	❖ চট্টগ্রামের বাংলখালী	উত্তর
❖ নোয়াখালীর ছাগলনাইয়া	❖ পটুয়াখালীর কুয়াকাটা	
❖ খুলনার মংলা		
তথ্য: বাংলাদেশের একমাত্র কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে যায়।		
❖ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-ধীপ কোনটি?	❖ ভিয়েতনাম	উত্তর
❖ বাংলাদেশ	❖ লাউস	
❖ মিশ্র		
❖ বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল ধীপের নাম কী?	❖ মহেশখালী	উত্তর
❖ সেন্টমার্টিন	❖ সন্ধীপ	
❖ হাতিয়া		
তথ্য: সেন্টমার্টিন ধীপের অপর নাম- নারিকেল জিঞ্জিরা। এটি কর্বাজার জেলার টে উপজেলায় অবস্থিত।		
❖ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ধীপ কোনটি?	❖ নিবুম ধীপ	উত্তর
❖ চর কুকরি মুকরি	❖ চর নিজাম	
❖ সেন্ট মার্টিন		
তথ্য: বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ছান বা ধীপ হল— ছেঁড়া ধীপ। প্রশ্নে যদি ছেঁড়া ধীপ না তবে সেন্ট মার্টিন উত্তর দিতে হবে।		
❖ গ্রান্ড নৌ চলাচলের সুবিধার জন্য বাংলাদেশের কোথায় পুরানো বাতিঘর ছিল?	❖ সেন্ট মার্টিন	উত্তর
❖ মহেশখালি	❖ কুতুবদিয়া	
❖ টেকনাফ		
❖ কুতুবদিয়া কোন জেলায় অবস্থিত?	❖ কর্বাজার	উত্তর
❖ লক্ষ্মীপুর	❖ চট্টগ্রাম	
❖ নোয়াখালী		

৫) বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি ধীপ কোনটি?

- (ক) সেন্ট মার্টিন
(গ) ছেড়া ধীপ

- (খ) মহেশখালী
(ব) নিমুম ধীপ

উত্তর : খ

তথ্য: মহেশখালী- কক্ষবাজার জেলার একটি উপজেলা।

৬) সোনাদিয়া ধীপ কেন বিখ্যাত?

- (ক) মাছের প্রজনন ক্ষেত্র বলে
(গ) জনমানবহীন এলাকা বলে

- (খ) ঝড়বাঞ্চা কবলিত এলাকা বলে
(ব) সামুদ্রিক মাছ শিকারের জন্য

উত্তর : ঘ

৭) নিমুম ধীপ কোথায় অবস্থিত?

- (ক) কুতুবদিয়া
(গ) সন্দীপ

- (খ) হাতিয়া
(ব) মহেশখালী

উত্তর : খ

৮) বাংলাদেশের কোন নদীর মোহনায় নিমুম ধীপ অবস্থিত?

- (ক) পদ্মা
(গ) যমুনা

- (খ) মেঘনা
(ব) কর্ণফুলী

উত্তর : খ

৯) নিমুম ধীপের আয়তন কত?

- (ক) ৮০ ব.মি.
(গ) ৮৫ ব.মি.

- (খ) ৮২ ব.মি.
(ব) ৯০ ব.মি.

উত্তর : ঘ

তথ্য: নোয়াখালী জেলার মেঘনা নদীর মোহনায় গড়ে ওঠা নিমুম ধীপের (পূর্ব নাম বাড়লার চর) আয়তন প্রায় ৯১ বর্গ কি. মি.। এ ধীপটি চর ওসমান ও চর কমলা এ দু'ভাগে বিভক্ত।

১০) দক্ষিণ তালপট্টি ধীপের অবস্থান কোথায়?

- (ক) হাড়িয়াভাঙা নদীর বুকে
(গ) বঙ্গোপসাগরের বুকে

- (খ) রায়মঙ্গল নদীর মোহনায়
(ব) নিমুম ধীপের মোহনায়

উত্তর : গ

১১) দক্ষিণ তালপট্টি ধীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?

- (ক) রংপুরা
(গ) হাড়িয়াভাঙা

- (খ) বলেষ্ঠর
(ব) বৈরব

উত্তর : গ

১২) দক্ষিণ তালপট্টি ধীপ কোথায় অবস্থিত?

- (ক) হাতিয়ায়
(গ) করুবাজারে

- (খ) সাতক্ষীরায়
(ব) সন্ধীপে

উত্তর : খ

১৩) 'পূর্বাশা' ধীপের অপর নাম—

- (ক) নিমুম ধীপ
(গ) দক্ষিণ তালপট্টি

- (খ) সেন্টমার্টিন ধীপ
(ব) কুতুবদিয়া ধীপ

উত্তর : গ

১৪) মনসুরা ধীপ কোন জেলার অন্তর্গত?

- (ক) বরিশাল
(গ) ফেনী

- (খ) ভোলা
(ব) রাজশাহী

উত্তর : খ

১৫) নির্মল চর কোথায় অবস্থিত?

- (ক) ফেনী
(গ) রাজশাহী

- (খ) ভোলা
(ব) হাতিয়া

উত্তর : গ

১৬) 'দূর্বলার চর' কোথায় অবস্থিত?

- (ক) সেন্ট মার্টিনে
(গ) ভোলা জেলায়

- (খ) সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে
(ব) মাধবকুড়ের পাশে

উত্তর : খ

❖ চৰফ্যাশন কোন জেলায়?

- ক) ভোলা
গ) বাগেরহাট

- খ) বরিশাল
ব) লক্ষ্মীপুর

উত্তর : ক

তথ্য: ভোলা জেলার একটি ধানা চৰফ্যাশন।

❖ বাংলাদেশের সবচেয়ে ন্যায্য নদী কোনটি?

- ক) পদ্মা
গ) যমুনা
গ) ব্ৰহ্মপুত্ৰ

- খ) মেঘনা
ব) কৰ্ণফুলী
ব) মেঘনা

উত্তর : খ

❖ বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী কোনটি?

- ক) যমুনা
গ) ব্ৰহ্মপুত্ৰ

- খ) পদ্মা
ব) মেঘনা

উত্তর : ঘ

তথ্য: দৈৰ্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীৰতায় বৃহত্তম নদী মেঘনা।

❖ বাংলাদেশের অশ্বত্তম নদী কোনটি?

- ক) মেঘনা
গ) পদ্মা

- খ) যমুনা
ব) কৰ্ণফুলী

উত্তর : ক

❖ নাফ নদী বাংলাদেশের কোন সীমান্ত বরাবৰ অবাহিত?

- ক) India
গ) Myanmar

- খ) Nepal
ব) Thailand

উত্তর : গ

❖ বাংলাদেশ ও মিয়ানমার কোন নদী ধারা বিভক্ত?

- ক) নাফ
গ) নবগঙ্গা

- খ) কৰ্ণফুলী
ব) ভাগীৱঠী

উত্তর : ক

❖ বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকাৰী 'নাফ' নদীৰ দৈৰ্ঘ্য কত?

- ক) ৫০ কিমি
গ) ৫৬ কিমি

- খ) ৭৫ কিমি
ব) ৬৫ কিমি

উত্তর : গ

❖ সুদূৰবাবনে বাংলাদেশ ও ভাৰতেৰ সীমানা নিৰ্ধাৰণকাৰী নদী নিচেৰ কোনটি?

- ক) নাফ নদী
গ) হাড়িয়াভাঙা নদী

- খ) রায়মঙ্গল নদী
ব) কুপসা নদী

উত্তর : গ

❖ বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপন্নি ও সমান্তি নদী কোনটি?

- ক) গোমতী
গ) কৰ্ণফুলী

- খ) মহানদী
ব) হালদা

উত্তর : ঘ

❖ কোনটি নদ?

- ক) মেঘনা
গ) তিতা

- খ) যমুনা
ব) ব্ৰহ্মপুত্ৰ

উত্তর : ঘ

❖ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ কোন দেশেৰ ভিতৱ্য দিয়ে অবাহিত নহ?

- ক) ভাৰত
গ) নেপাল

- খ) বাংলাদেশ
ব) চীন

উত্তর : গ

❖ কোনটি আন্তর্জাতিক নদী?

- ক) সুৱমা
গ) ব্ৰহ্মপুত্ৰ

- খ) কপোতাক্ষ
ব) মেঘনা

উত্তর : গ

১) বাংলাদেশের কোন নদী থেকে বাণিজ্যিক শিপিতে মাছের রেশু পোনা সঞ্চাহ করা হয়?

- ক) হালদা
গ) তিতাস

- খ) তিতা
গ) করতোয়া

উত্তর : ক

২) এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র কোনটি?

- ক) হালদা নদী
গ) চলনবিল

- খ) হাইল হাওড়
গ) হাকালুকি

উত্তর : ক

৩) নিচের কোন নদীটি মৃত নয়?

- ক) করতোয়া
গ) ইছামতি

- খ) চিআ
গ) হালদা

উত্তর : ঘ

৪) শিকান্তি-পয়ষ্ঠি কিসের সাথে সম্পর্কিত

- ক) চর প্রশাসনের আইন
গ) নদী অববাহিকার উৎসব

- খ) নদী তীরবর্তী ভূমি ভাঙাগড়া
গ) শিবের ঝীর নাম

উত্তর : খ

৫) 'নদী সিকান্তি' কারো?

- ক) নদীর চর জাগলে যারা চর দখল করতে যায়
খ) পূজা-পার্বণে যারা নদীতে স্নান করতে যায়
গ) নদীর ভাঙনে সর্বস্বাস্ত জনগণ
ঘ) নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জনগণ

উত্তর : গ

৬) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সম্মিলিত নদী অববাহিকার কত শতাংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত?

- ক) ৪%
গ) ৭%

- খ) ১৪%
ঘ) ৩৩%

উত্তর : ঘ

৭) ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি স্থল কোথায়?

- ক) নেপাল
গ) গঙ্গোত্তী

- খ) মানস সরোবর
ঘ) হিমালয় পর্বত

উত্তর : ঘ

৮) ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের কোন সূর্ত থেকে উৎপন্ন হয়েছে?

- ক) বরাইল
গ) কাঞ্চনজঙ্গলা

- খ) কৈলাশ
ঘ) কোনটি নয়

উত্তর : ঘ

৯) আরাকান পাহাড় হতে উৎপন্ন নদী কোনটি?

- ক) ফেনী নদী
গ) নাফ নদী

- খ) সাঙু নদী
ঘ) কর্ণফুলী নদী

উত্তর : ঘ

১০) কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তিস্থল—

- ক) তিব্বতের মানস সরোবর হ্রদ
গ) সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল

- খ) লামার মইভার পর্বত
ঘ) মিজোরামের লুসাই পাহাড়ের লংলেহ

উত্তর : ঘ

১১) মাতামহরি নদী নিম্নের কোথা হতে উৎপন্ন হয়েছে?

- ক) লামার মইভার পর্বত
গ) আসামের লুসাই পর্বত

- খ) খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বত
ঘ) গারো পাহাড়

উত্তর : ক

১২) সিকিমের পর্বত থেকে বাংলাদেশের কোন নদীর উৎপত্তি হয়েছে?

- ক) মনু
গ) করতোয়া

- খ) কর্ণফুলী
ঘ) সাঙু

উত্তর : ঘ

৫) বাংলাদেশে চুকার পর গঙ্গা নদী ব্রহ্মপুত্র-যমুনার সাথে মিলিত হয়—

- (ক) গোয়ালদেশ
(গ) ভৈরববাজারে

- (খ) বাহাদুরাবাদে
(ব) নারায়ণগঞ্জে

উত্তর : ক

৬) পঞ্চা নদীর উপনদী কোনটি?

- (ক) মধুমতি
(গ) আতাই

- (খ) কুমার
(ব) মহানন্দা

উত্তর : ঘ

৭) উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত পঞ্চার উপ-নদী কোনটি?

- (ক) পুনর্ভবা
(গ) বরাল

- (খ) আতাই
(ব) মহানন্দা

উত্তর : ঘ

৮) পুনর্ভবা, নাগর ও টাঙ্গন কোন নদীর উপনদী?

- (ক) মহানন্দা
(গ) কুমার

- (খ) ভৈরব
(ব) বড়াল

উত্তর : ক

তথ্য: পুনর্ভবা, নাগর, টাঙ্গন মহানন্দার উপনদী কিন্তু ভৈরব, কুমার, বড়াল প্রভৃতি পঞ্চা নদীর শাখা নদী।

৯) পুনর্ভবা কোন নদীর উপনদী?

- (ক) মহানন্দা
(গ) কুমার

- (খ) ভৈরব
(ব) বড়াল

উত্তর : ক

১০) শীতলক্ষ্য নদী কোন নদীর উপনদী?

- (ক) মেঘনা
(গ) পুরাতন ব্রহ্মপুত্র

- (খ) ধলেশ্বরী
(ব) কোনটিই নয়

উত্তর : ঘ

১১) গড়াই কোন নদীর শাখা নদী?

- (ক) পঞ্চা
(গ) যমুনা

- (খ) ব্রহ্মপুত্র
(ব) মেঘনা

উত্তর : ক

১২) ধরেশ্বরী কোন নদীর শাখা নদী?

- (ক) পঞ্চা
(গ) যমুনা

- (খ) বৃঙ্গিগঙ্গা
(ব) মেঘনা

উত্তর : গ

১৩) ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী কোনটি?

- (ক) শীতলক্ষ্যা
(গ) ধরলা

- (খ) বৃঙ্গিগঙ্গা
(ব) বংশী

উত্তর : খ

তথ্য: শীতলক্ষ্যা, বংশী, সাতিয়া প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী আর ধরলা, তিতা ব্রহ্মপুত্রের উপনদী।

১৪) শীতলক্ষ্য নদীর উৎপন্নি হয়েছে—

- (ক) ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে
(গ) পঞ্চা নদী থেকে

- (খ) যমুনা নদী থেকে
(ব) মেঘনা নদী থেকে

উত্তর : ক

১৫) কোন ছানে ব্রহ্মপুত্র নদ যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে বিভক্ত হয়েছে?

- (ক) জামালপুর
(গ) দেওয়ানগঞ্জ

- (খ) কুড়িগ্রাম
(ব) সিরাজগঞ্জ

উত্তর : গ

১৬) ভারত থেকে কতগুলি আন্তর্জাতিক নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?

- (ক) ৫৪টি
(গ) ৩০টি

- (খ) ১টি
(ব) ২৮টি

উত্তর : খ

১) পশ্চা নদী কোন জেলার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?

- (ক) Khulna
(গ) Kushtia

- (খ) Rajshahi
(গ) Dinajpur

উত্তর : খ

২) ব্রহ্মপুত্র নদী কোন জেলার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?

- (ক) গাইবাঙ্গা
(গ) ঠাকুরগাঁও

- (খ) নীলফামারী
(গ) কুড়িগ্রাম

উত্তর : ঘ

৩) গঙ্গা নদী বাংলাদেশের প্রবেশ করে কোন নামে পরিচিত হয়েছে?

- (ক) গোমতী
(গ) বৃঙ্গিগঙ্গা

- (খ) সুরমা
(গ) পদ্মা

উত্তর : ঘ

৪) মাওয়া ফেরিঘাট কোন জেলায় অবস্থিত?

- (ক) শরীয়তপুর
(গ) ঢাকা

- (খ) মাদারীপুর
(গ) মুনিগঞ্জ

উত্তর : ঘ

৫) মাওয়া ফেরিঘাট কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- (ক) বৈরব
(গ) কলম্বা

- (খ) মেঘনা
(গ) পদ্মা

উত্তর : ঘ

৬) ঢাকা যে নদীর তীরে অবস্থিত—

- (ক) ইরাবতী
(গ) শীতলক্ষ্যা

- (খ) বৃঙ্গিগঙ্গা
(গ) ব্রহ্মপুত্র

উত্তর : খ

৭) সিলেট কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- (ক) আড়িয়াল ঝা
(গ) চন্দনা

- (খ) সুরমা
(গ) কলম্বা

উত্তর : খ

জ্ঞান: ফরিদপুর আড়িয়াল ঝা নদীর তীরে অবস্থিত আর খুলনা ঝ গসা নদীর তীরে অবস্থিত।

৮) বরিশাল কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- (ক) কীর্তনখোলা
(গ) আড়িয়াল ঝা

- (খ) মেঘনা
(গ) কোনচিই নয়

উত্তর : ক

৯) যশোর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- (ক) পতুর
(গ) কপোতাক্ষ

- (খ) গড়াই
(গ) যমুনা

উত্তর : গ

১০) কৃষ্ণনগর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- (ক) গড়াই
(গ) পদ্মা

- (খ) আত্মাই
(গ) মহানন্দা

উত্তর : ক

১১) মাদারীপুর শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- (ক) মধুমতি
(গ) পদ্মা

- (খ) আড়িয়াল ঝা
(গ) কুমার

উত্তর : গ

১২) টেকনাফ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- (ক) পদ্মা
(গ) নাফ

- (খ) যমুনা
(গ) কর্ণফুলী

উত্তর : গ

জ্ঞান: টেকনাফে অবস্থিত মিয়ানমার ও বাংলাদেশকে পৃথক্কারী ৫৬ কি.মি. দীর্ঘ নদী নাফ।

- ❖ বাংলাদেশের মহাস্থান গড়ের পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত নদীটির নাম কি?
- (ক) কাঞ্চন
(গ) কপোতাক্ষ
- (খ) কালীগঙ্গা
(গ) করতোয়া
- উত্তর : ঘ
- ❖ গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- (ক) ডৈরব
(গ) রূপসা
- (খ) মেঘনা
(গ) সুরমা
- উত্তর : ক
- ❖ সারদা পুলিশ একাডেমি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- (ক) পদ্মা
(গ) করতোয়া
- (খ) যমুনা
(গ) আত্মাই
- উত্তর : ক
- ❖ নদীর তীরবর্তী শহর-বন্দর নিম্নের কোনটি সঠিক?
- (ক) শিলাইদহ-মেঘনা
(গ) সারদা-পদ্মা
- (খ) চালনা-যমুনা
(গ) ঠাকুরগাঁও-পশ্চ
- উত্তর : গ
- ❖ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদটি কোন জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত?
- (ক) জামালপুর
(গ) মানিকগঞ্জ
- (খ) সিরাজগঞ্জ
(গ) ময়মনসিংহ
- উত্তর : ঘ
- ❖ 'মহানদী' নদী কোন জেলায়?
- (ক) দিনাজপুর
(গ) বগুড়া
- (খ) রংপুর
(গ) পাবনা
- উত্তর : ক
- ❖ 'ভৈরব' নদীর তীরে কোন শহর অবস্থিত?
- (ক) ভৈরব বাজার
(গ) মুসীগঞ্জ
- (খ) আত্মগঞ্জ
(গ) খুলনা
- উত্তর : ঘ
- ❖ 'ভৈরব' নদীর অবস্থান কোথায়?
- (ক) কিশোরগঞ্জ
(গ) বরিশাল
- (খ) পঞ্চগড়
(গ) ঝিনাইদহ
- উত্তর : ঘ
- ❖ 'চেঙ্গী নদী' কোন জেলায় অবস্থিত?
- (ক) বান্দরবান
(গ) রাজশাহী
- (খ) খাগড়াছড়ি
(গ) সিলেট
- উত্তর : খ
- ❖ চলনবিল কোথায় অবস্থিত?
- (ক) রাজশাহী জেলায়
(গ) পাবনা ও নাটোর জেলায়
- (খ) রাজশাহী ও নওগাঁ জেলায়
(গ) নাটোর ও নওগাঁ জেলায়
- উত্তর : গ
- তথ্য:** পাবনা ও নাটোর জেলায় অবস্থিত চলনবিল বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল। এ বিলের মধ্য দিয়ে আত্মাই নদী প্রবাহিত হয়েছে।
- ❖ চলনবিল বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত?
- (ক) সিলেট
(গ) ময়মনসিংহ
- (খ) রাজশাহী-পাবনা
(গ) যশোর-কুষ্টিয়া
- উত্তর : খ
- ❖ *The major parts of Chalan Beel cover which of the following districts*
- (ক) Pabna
(গ) Dinajpur
- (খ) Bogra
(গ) Rangpur
- উত্তর : ক

৫) বাংলাদেশে মিঠা পানির মাছের উৎস—

- ক) চলন বিল
গ) হাইল হাওড়

- ৩) হাকালুকি হাওড়
৫) সবগুলোই

উত্তর : ঘ

৬) ভবদহ বিল অবস্থিত—

- ক) ফরিদপুরে
গ) যশোরে

- ৩) জামালপুরে
৫) পটুয়াখালিতে

উত্তর : গ

৭) বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড়—

- ক) পাথরচাওলি
গ) চলন বিল

- ৩) হাইল
৫) হাকালুকি

উত্তর : ঘ

৮) 'হাইল হাওড়' কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক) নেত্রকোনা
গ) হবিগঞ্জ

- ৩) সুনামগঞ্জ
৫) মেলভীবাজার

উত্তর : খ

৯) টাঙ্গুর হাওড় কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক) সুনামগঞ্জ
গ) টাঙ্গাইল

- ৩) হবিগঞ্জ
৫) সিলেট
৬) কক্সবাজার

উত্তর : ক

১০) বাংলাদেশের শীতল পানির ঝর্ণা কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক) মৌলভীবাজার
গ) চট্টগ্রাম

- ৩) কক্সবাজার
৫) সিলেট

উত্তর : খ

১১) বাংলাদেশ উষ্ণজলের ঝর্ণাধারা অবস্থিত—

- ক) রামু
গ) সীতাকুণ

- ৩) হাকালুকি
৫) হিমছড়ি

উত্তর : গ